চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 28 Thursday, 28 December, 2023 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা ❋ ১১ পৌষ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ডিসেম্বর মাস শেষ হতে চলল, অথচ শীতের পরিবর্তে অনুভূত হচ্ছে গরম। ভোরে ও রাতের দিকে ঠান্ডা মালুম হলেও, দুপুরে বাড়ছে উষ্ণতা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বোর্ড তৃণমূলের। অথচ বুধবার মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে বসলেন তৃণমূল কংগ্রেসেরই কাউন্সিলররা। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মেয়েদের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হলে তাঁরা ছেলেদেরও ছাড়িয়ে যেতে পারে। বুধবার এমনই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু। ...বিস্তারিত পাতা ৬

সম্প্রতি এএনআইকে এক সূত্র জানিয়েছে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের শুরুতে টি২০ সিরিজে খেলতে পারবেন না হার্দিক পাণ্ডিয়া। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বাংলার পরবর্তী মুখ্যসচিব হতে পারেন ভগবতী প্রসাদ

ডিজি পদে রাজীব কুমার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ রাজ্য পুলিশের পরবর্তী ডিরেক্টর জেনারেল তথা ডিজি হচ্ছেন সিনিয়র আইপিএস অফিসার রাজীব কুমার। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। অবশ্য সরকারি ভাবে রাজীব কুমার হবেন কার্য নির্বাহী ডিজি। তার একটা জটিল প্রশাসনিক কারণ রয়েছে। নতুন ডিজি নিয়োগের ব্যাপারে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটা নিয়ম রয়েছে। তিন জন সিনিয়র আইপিএস অফিসারের নামের তালিকা পাঠাতে হয় ইউপিএসসি-কে। তার পর তাঁদের মধ্যে এক জনকে ডিজি হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি বলে রাজীব ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসাবে থাকবেন। এ হল রাজীব কুমারের এক প্রকার ঘর ওয়াপসি। এর আগে কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিলেন এই দুঁদে আইপিএস অফিসার। সর্বভারতীয় স্তরে তাঁর সমসাময়িক তথা ৮৯ ব্যাচের অফিসারদের মধ্যে রাজীব বরাবরই তাঁর যোগ্যতার জন্য অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু চিটফান্ড কাণ্ডের তদন্ত সূত্রে তাঁর বাড়িতে সিবিআইয়ের গোয়েন্দাদের টিম চলে যাওয়া, তার পর তাঁকে জেরার জন্য ডেকে পাঠানো ইত্যাদি পর্বের পর

দেখা যায় তাঁকে পুলিশি দায়িত্ব থেকে সরিয়ে প্রশাসনিক পদে পাঠিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছিলেন রাজীব কুমার। সেই পদ থেকে তাঁকে ফেরানো হল পুলিশে। রাজ্য পুলিশের সর্বোময় তথা শীর্ষ পদে বসতে চলেছেন তিনিই। শুধু প্রশাসনিক যোগ্যতা বা দক্ষ পুলিশ অফিসার হিসাবে রাজীব পরিচিত নন। তাঁর আরও কয়েকটি গুণ রয়েছে। পুলিশের নিচু তলার অফিসাররা বলেন, ‘‘রাজীব কুমার হলেন টিম ম্যান। কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে থাকার সময়ে ফোর্সের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। ট্রাফিক পুলিশের ইউনিফর্ম, ব্যাটালিয়নের সংস্কার, পুলিশের খেলাধুলা ইত্যাদি সব বিষয়ে তাঁর নজর ছিল।’’ তবে অনেকের মতে, সবচেয়ে বড় বিষয় হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর তালমিল বরাবরই ভাল ছিল। রাজীব বরাবরই মুখ্যমন্ত্রীর আস্থাভাজন বলে পরিচিত। তা ছাড়া তাঁর সরকারি বাসভবনে সিবিআই টিম যাওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সটান তাঁর বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন, তার পর ধর্মতলায় ধর্নায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তা মাইলফলক হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর ছয় মাসের বর্ধিত মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৩১ ডিসেম্বর। এরপর অবসর নেওয়ার কথা। যদি কোনও রকম অঘটন না ঘটে পরবর্তী মুখ্যসচিব হতে পারেন ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। যদিও তাঁর অবসরও সামনে। হাতে রয়েছে আর পাঁচ মাস। ফলে তিনি মুখ্যসচিব হলে পাঁচ মাসের জন্য হওয়ার সম্ভাবনা। তবে নোটিফিকেশন না হওয়া পর্যন্ত কিছুই চূড়ান্ত নয় বলেই মনে করেছে প্রশাসনিক মহল। সূত্রের খবর, মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এদিন ভগবতী প্রসাদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ৩১ তারিখ অবসর নিচ্ছেন। এর পর আপনাকেই দেখতে হবে।’’

ঘরেই গঙ্গা, বিজেপির অযোধ্যা ফাঁদে পা দেওয়া কেন?

সাগরে মহা সমারোহের আয়োজনে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ লোকসভা ভোটের মুখে উদ্বোধন হবে অযোধ্যার রাম মন্দিরের। সেদিন রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবে সোনিয়া-মমতা-সীতারাম সহ বেছে সব বিরোধীদের নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে। যা নিয়ে মহা ধন্ধে পড়েছেন বিরোধী নেতারা। না গেলে বলা হবে এঁরা ‘হিন্দু বিরোধী’। আবার গেলে স্রেফ পার্শ্ব চরিত্র হয়ে মঞ্চে বসে প্রধানমন্ত্রীর রাম-পুজো দেখতে হবে। পরিস্থিতি যখন এমনই তখন গঙ্গা সাগরে এবার মহা সমারোহের বন্দোবস্ত করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘বহুবর্ণ আলোয় সাজবে গঙ্গা সাগর। মহাসাগর আরতি হবে তিন দিন ধরে।’’ গঙ্গা সাগরের সেই আরতি এবার সরাসরি সম্প্রচারের জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাৎপর্যপূর্ণ হল, এবার গঙ্গা সাগরের ব্যবস্থাপনায় প্রায় অর্ধেক মন্ত্রিসভাকে মাঠে নামিয়ে দিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরাকে মেলার সময়ে গঙ্গাসাগরেই থাকতে বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কচুবেড়িয়ায় থাকবেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ও গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। আট নম্বর লটের দায়িত্বে থাকবেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও মন্টুরাম পাখিরা। পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় থাকবেন কলকাতায় মেলার দায়িত্বে। আর পুরো সমন্বয়ের দায়িত্ব থাকবে অর্থ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের উপর। সেই সঙ্গে জ্ঞানবন্ত সিং সহ এক ডজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে গঙ্গাসাগর মেলাপ্রাঙ্গণ, কচুবেড়িয়া আর আট নম্বর লটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অযোধ্যা যাত্রার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। বড়জোর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুখেন্দু শেখর রায়কে পাঠাতে পারেন প্রতিনিধি করে। বরং তার আগেই এবার সংক্রান্তিতে আয়োজনের আতিশয্য দেখা যাবে গঙ্গাসাগরে। শুধু বাঙালি নয়, তামাম ভারতবর্ষের হিন্দু আবেগ জড়িয়ে রয়েছে সংক্রান্তিতে সাগর স্নানের সঙ্গে। তৃণমূল সূত্রে বলা হচ্ছে, এমনিতেই গঙ্গাসাগরে মেলার

আয়োজনের ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত্নশীল। তার উপর বিজেপি যখন লোকসভা ভোটের আগে অযোধ্যা কাণ্ডকে সামনে রেখে মেরুকরণে শান দিতে চাইছেন, তখন গঙ্গাসাগরকে হিন্দু আবেগকে সুরক্ষিত রাখার কোনও ত্রুটিই রাখবেন না। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য এমনিতেই কোনও টিকিটের ব্যবস্থা রাখে না সরকার। উপরি বরং এবার পুণ্যার্থীদের পরিবহণের জন্য আরও বাসের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। তা ছাড়া আউট্রাম ঘাট থেকে কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য ১০টি শাটল বাসের বন্দোবস্ত করারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবারই গঙ্গাসাগর মেলায় নিরাপত্তার আয়োজন রাখাটা সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে ওঠে। কারণ, ফি বছর লোকের সমাগম বেড়েই চলেছে। এবারও অন্তত দশ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে মেলা ও আনুষঙ্গিক আয়োজনের জন্য। সেই সঙ্গে থাকছে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা।

দু’কোটি মহিলাকে ‘লাখপতি’ বানানোর গ্যারান্টি মোদির!

ভোপাল, ২৭ ডিসেম্বরঃ বিজেপি ক্ষমতায় এলে দেশের ২ কোটি মহিলাকে লাখপতি বানাবে। বুধবার মধ্যপ্রদেশের একটি ভার্চুয়াল সভা থেকে এই ‘গ্যারান্টি’ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন মধ্যপ্রদেশে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের একটি সমাবেশে ভারচুয়ালি অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, ‘‘আমার অনেক দিনের স্বপ্ন রয়েছে, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ২ কোটি মহিলাকে আমি লাখপতি বানাব।’’ ২৪ এ ক্ষমতায় এলে বিজেপি সেই স্বপ্ন পূরণ করবে বলেও জানান তিনি। ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত থাকা মহিলাদের কাছে এরপর প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, তাঁরা লাখপতি হতে চান কি না? হাত তুলে মহিলাদের সকলেই মোদির কথায় সম্মতি জানান। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ধেয়ে এসেছে সমালোচনার ঝড়। এর আগে ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের প্রচারে দেশবাসীকে বছরে ২ কোটি চাকরির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বিজেপির সেদিনের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদি। এমনকী বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করে দেশবাসীর অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রেও ২ কোটি চাকরি কিংবা অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে দেওয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। ওই প্রসঙ্গ টেনে বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটের মুখে ফের মানুষকে বোকা বানাতে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মোদি। সদ্য শেষ হওয়া পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে ‘মোদি কি গ্যারান্টি’ চালু করেছিল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের মতে, নয়া এই কর্মসূচি থেকে পাঁচ রাজ্যের ভোটে ব্যাপক সাফল্য মিলেছে। তাই এবার লোকসভা ভোটের প্রচারেও ‘মোদি কি গ্যারান্টি’ কর্মসূচি দেশের সর্বত্র পালনের উদ্যোগ নিচ্ছে গেরুয়া শিবির। বুধবার ওই কর্মসূচির অধীনেই মহিলাদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই দেশের ২ কোটি মহিলাকে ‘লাখপতি’ বানানোর কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

১ জানুয়ারি থেকে নবান্নের নয়া সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের সচিবালয় নবান্নের নিরাপত্তা মজবুত করতে কর্মীদের নতুন ফ্লোর এক্সেস কার্ড দেওয়ার কাজ শুরু হল। নবান্নের সকল কর্মীকে এই কার্ড ধাপে ধাপে দেওয়া হবে। এতেই পূর্বনির্ধারিত থাকবে কোন ব্যক্তি কোন তলা পর্যন্ত যেতে পারবেন। যত্রতত্র ভ্রমণে বিধিনিষেধ চালু হচ্ছে। তবে একতলার জন্য এক কার্ড প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন নেই। এক তলার উপরে উঠতে চাইলে তখন এই কার্ড প্রয়োজন পড়বে। সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির ওই নির্দিষ্ট তলে যাওয়ার প্রবেশাধিকার থাকলে তবেই সেই কার্ড মেশিন ঠেকালে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে গেটটি অটোমেটিক খুলবে। যদিও, কিছু অফিসার এবং পুলিশ আধিকারিকদের প্রতিটি তলেই যাতায়াতের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে তাঁদের দেওয়া হবে ‘অল ফ্লোর অ্যাক্সেস কার্ড’। নবান্ন সূত্রের খবর, নতুন বছরের শুরুর দিন থেকেই অর্থাৎ আগামী ১ জানুয়ারি থেকেই এই নয়া সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। চিপ-যুক্ত বিশেষ প্রযুক্তির কার্ডগুলিতে ঠিক করা থাকবে কার্ডের ব্যবহারকারীর যাত্রাপথ। কে কত তলা পর্যন্ত যেতে পারবেন সেই সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া থাকবে কার্ডগুলিতে। পাশাপাশি, এই সুরক্ষা ব্যবস্থাটির সম্পূর্ণ রূপ দিতে নবান্নের প্রতিটি করিডরে দু’টি করে সিকিউরিটি গেটও বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিটি গেটের গায়ে বসানো থাকবে কার্ড সোয়াপিং মেশিন। সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নির্দিষ্ট কার্ড ছোঁয়ানোর পরে তবেই খুলবে গেট। এরপরই সেই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ফ্লোরে প্রবেশ করতে পারবেন।

‘বারুইপুরের এমএলএ-বাবু আমাকে বিধানসভা থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচেন!’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বারুইপুরের বিধায়ক। বুধবার বারুইপুরে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে বিমানবাবুর নাম উল্লেখ না করে তাঁকে ‘বারুইপুরের এমএলএ-বাবু’ বলে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘বারুইপুরের এমএলএ বাবু আমাকে বিধানসভা থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচেন! কয়েকদিন আগে এখানে তৃণমূলের নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দলে একজন প্রধান খুন হয়েছেন। তারপরে ঘটনাস্থলে এসে উনি বলে গেছেন এই খুনের পিছনে নাকি সিপিএম আর বিজেপি রয়েছে।’’ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে স্পিকারকে শুভেন্দুর খোঁচা দেওয়ার নেপথ্যে রয়েছে সম্প্রতি বিধানসভায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। এবারে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই শুভেন্দুকে সাসপেন্ড করেছিলেন স্পিকার। গত ২৮ নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশনে স্পিকার এবং শুভেন্দু তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ওই সময় শুভেন্দু একটি কাগজ ছিঁড়ে শুন্যে ছুড়ে দেন। তা দেখে স্পিকার বলেন, ‘‘বিধানসভার ভেতরে এই আচরণ ঠিক নয়, বরদাস্ত করব না।’’ শুভেন্দু পাল্টা বলেন, ‘‘বেশ করেছি।’’ ওই ঘটনায় শুভেন্দুকে সাসপেন্ডের দাবি তোলেন তৃণমূলের বিধায়কেরা এরপরই শুভেন্দুকে শীতকালীন অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে সময় বিধানসভার অভ্যন্তরে শাসক-বিরোধীর তুমুল হইহট্টগোল দেখা গিয়েছিল। ওই ঘটনার অব্যবহিত পড়ে গত ৭ ডিসেম্বর বিধায়কদের মধ্যে বারুইপুরের পেয়ারা বিলি করেছিলেন স্পিকার বিমানবাবু। ছোট ছোট পলিথিনে করে বিধায়কদের সকলকে দেওয়া হয়েছিল ওই পেয়ারা। সে সময় স্পিকারের পেয়ারা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা। শুধু শীতকালীন অধিবেশনে নয়, এর আগেও বিভিন্ন ইস্যুতে স্পিকার বনাম বিরোধী দলনেতার তর্কাতর্কির সাক্ষী থেকেছে বিধানসভা। সেকারণেই সরাসরি স্পিকারের নাম উল্লেখ না করে এদিনের দলীয় সভা থেকে শুভেন্দু তাঁকে বারুইপুরের বিধায়ক হিসেবে কটাক্ষ করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। স্পিকার পদটি নিরপেক্ষ। কিন্তু বিমানবাবু সেই নিরপেক্ষতা বজায় রাখছেন না বলে আগেও একাধিকবার অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু। এদিন ‘বারুইপুরের এমএলএ-বাবু’ বলে পরোক্ষে শুভেন্দু সেটাই স্পষ্ট করতে চেয়েছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। যদিও এ ব্যাপারে স্পিকারের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। প্রতিক্রিয়া এলে এই প্রতিবেদনে আপডেট করে দেওয়া হবে।

‘আমার মতো কোনও নির্দোষকে কারও নির্দেশে বলি দিতে যাবেন না’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ কুণাল ঘোষ ও রাজীব কুমার। দু’জনের সম্পর্কের তিক্ততা যে এককালে কোন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল, তা সর্বজনবিদিত। সারদা মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন কুণাল ঘোষ। দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। কুণাল ঘোষ যখন চিটফান্ড মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন, তখন রাজ্যের গঠিত তদন্তকারী সিটের নেতৃত্বে ছিলেন দুঁদে আইপিএস রাজীব কুমার। এবার সেই রাজীব কুমারকে রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ পদে বসাচ্ছে মমতার সরকার। সূত্রের খবর, বুধবার ক্যাবিনেট বৈঠকে রাজীব কুমারকে রাজ্যে পুলিশের ডিজি করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজীব কুমার রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদে আসার পরই মুখ খুলেছেন কুণাল ঘোষ। রাজীবকে ‘দক্ষ আইপিএস’ বলে প্রশংসা করলেও পরোক্ষ খোঁচা দিয়ে গেলেন তৃণমূল নেতা। রাজীব কুমারের উদ্দেশে কুণালের পরামর্শ, ‘‘উনি ডিজি পদে এসেছেন। নিশ্চয়ই ভাল খবর। একজন দক্ষ আইপিএস। ভাল থাকুন। ভাল করে কাজ করুন। শুধু দেখবেন, আমার মতো কোনও নির্দোষকে যেন কারও না কারও নির্দেশে কখনও বলি দিতে যাবেন না। তাহলে কিন্তু পরের দিনগুলি ভগবান ভাল দেন না।’’ কুণাল ঘোষকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছিল, তখন বিভিন্ন সময়ে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। দুঁদে আইপিএস রাজীবের বিরুদ্ধে সিবিআই-এর কাছে চিঠিও পাঠিয়েছিলেন তিনি। চিটফান্ড মামলায় নাম জড়িয়েছিল এই আইপিএস অফিসারেরও। রাজীব-কুণাল দু’জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল সিবিআই। সেই রাজীব কুমার এবার আসছেন রাজ্যের ডিজিপি হয়ে। তৃণমূল নেতা এদিন অবশ্য অকপটে স্বীকার করে নিলেন, রাজীব কুমারের সঙ্গে এককালে তাঁর দূরত্বের কথা। সঙ্গে এও জানালেন, সম্প্রতি তাঁদের দেখা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে। সেখানে উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য বিনিময়ও করেছিলেন। বললেন, ‘‘রাজীব কুমার বেসিক্যালি একজন দক্ষ পুলিশ অফিসার। মাঝে কিছু টানাপোড়েন গিয়েছিল। আপনারা সবাই জানেন। আমার সঙ্গেও একটি দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়, নির্দিষ্ট কিছু কারণে। কিছুকাল আগে কালীপুজোর দিন বহুদিন বাদে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সৌজন্য বিনিময়ও হয়েছিল। উভয়েই উভয়কে বলেছি, ভাল থাকুন।’’

৮ জানুয়ারি শুরু গঙ্গাসাগর মেলা, নজরদারিতে ইসরো-র প্রযুক্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ আগামী মাসেই গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে পুণ্যার্থীর ভিড় বাড়বে সাগরে। সংক্রান্তির আগে থেকেই শুরু হয়ে যাবে মেলা। আজ, বুধবারই তারই প্রস্তুতি বৈঠক হয়ে গেল নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী থেকে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। মেলা উপলক্ষে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে ব্যাপারে আলোচনা হয় এদিন।

পুণ্যার্থীদের সাগরে যেতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যাতে কোনও খামতি না থাকে, সে ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে এদিন। ১৫ জানুয়ারি রাত থেকে ১৬ জানুয়ারি সকাল পর্যন্ত চলবে পুণ্যস্নান। তার আগে থেকেই শুরু হবে মেলা। ৮ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সেই মেলা চলবে। প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই পরিবহনের বিশেষ ব্যবস্থা রাখার কথা বলেছেন তিনি। চলবে ২২৫০টি বাস, ৬৬টি অতিরিক্ত ট্রেন চলবে মেলার জন্য। শিয়ালদহ থেকে পুণ্যার্থীদের জন্য স্পেশাল ট্রেন থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া মেলায় প্রস্তুত থাকবে অ্যাম্বুল্যান্স। ২ জানুয়ারির মধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে বলে দাবি করেছেন মমতা। নিরাপত্তার দিকেও প্রশাসন বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। থাকবে ১১৫০ সিসিটিভির নজরদারি। এছাড়া প্রতিটি জলযানের ওপর নজর রাখতে ব্যবহার করা হবে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র প্রযুক্তি। স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং-এর ব্যবস্থা থাকবে বলে জানানো হয়েছে। ভিআইপি-রা পাইলট কার নিয়ে গেলে অযথা অনেক সমস্যা হতে পারে, সে কথা এদিন মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বার্তা দিয়েছেন, যাতে প্রয়োজন ছাড়া পাইলট কার নিয়ে ভিআইপি-রা গঙ্গাসাগরে না যান।

বাংলায় এসে বন্ধ ঘরে ‘টার্গেট সেট’ করে দিয়ে গেলেন শাহ। সূত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ মঙ্গলবার কলকাতার হোটেলে পরপর দুটি বৈঠক সেরেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন বিজেপি নেতা। কিন্তু তার আগেই হোটেলের বন্ধ ঘরে হয়েছে আরও একটি বৈঠক। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাত্রা চারজন। ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, অমিতাভ চক্রবর্তী, সতীশ ধন্দ। দলের অন্দরেও ওই বৈঠক নিয়ে বেড়েছে জল্পনা। কী এমন কথা বলা হয় চার নেতাকে যা বাকিদের বলা গেল না? সূত্রের খবর, ১৫ জনকে বার্তা দেওয়ার আগে চার নেতাকে ভালভাবে লক্ষ্যমাত্রা বুঝিয়ে দিয়েছেন অমিত শাহ। ৩৫টি আসন পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রার কথা আগেই বলেছিল বিজেপি নেতৃত্ব। সেটাই মঙ্গলবার আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর তিনি বলেছেন, ‘‘৩৫ আসন দিন। নরেন্দ্র মোদি সোনার বাংলা গড়ে দেবেন।’’ একই সঙ্গে বৈঠকে সত্যজিৎ রায়ের ছবির কথা উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘‘সত্যজিৎ রায় তো আর আমাদের মধ্যে নেই। থাকলে হীরক রানি নামে ছবি বানাতেন।’’ বিগত কয়েকটি নির্বাচনে তৃণমূল যেভাবে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে, তাতে বিজেপির রাস্তা যে এ রাজ্যে খুব মসৃণ, তা নয়। কিন্তু শাহ-নাড্ডাদের ৩৫ চাই। তার জন্য সংগঠন সাজানোর কাজ করে গিয়েছেন শাহ-নাড্ডা। উল্লেখ্য, কলকাতার বৈঠকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন না সিএএ লাগু করার কথা বলেছেন শাহ। তিনি বলেছেন, ‘‘দিদি প্রায়ই আমাদের উদ্বাস্তু ভাইদের সিএএ নিয়ে বিভ্রান্ত করেন। আমি এটা পরিষ্কার করে দিতে চাই সিএএ হল দেশের আইন। এবং এর বাস্তবায়ন কেউ আটকাতে পারবে না। প্রত্যেকে নাগরিকত্ব পাবেন।’’ অপরদিকে, সুকান্ত মজুমদারও সেই একই কথা পুনরায় বললেন সংবাদ মাধ্যমের সামনে। বললেন, ‘‘সিএএ ভারতের সংবিধান সম্মত আইন। যা ভারতের লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে। এটা আইন। সিএএ লাগু হবে। এবং আমার বিশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি লাগু হবে।’’ প্রসঙ্গত, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনকে ‘পাখির চোখ’ করে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করতেই রাজ্যে হাজির হয়েছিলেন শাহ এবং নাড্ডা। এর আগেও তাঁরা বলেছেন সিএএ খুব তাড়াতাড়ি লাগু হবে। কিন্তু কবে তা নির্দিষ্ট করে বলেননি। অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর প্রথম থেকে বিরোধিতা করে এসেছেন সিএএ-র। তাঁর বক্তব্য ছিল, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০১৯-এর নামে মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। ‘ক্যা ক্যা ছি ছি’ বলেও কটাক্ষ করেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য,

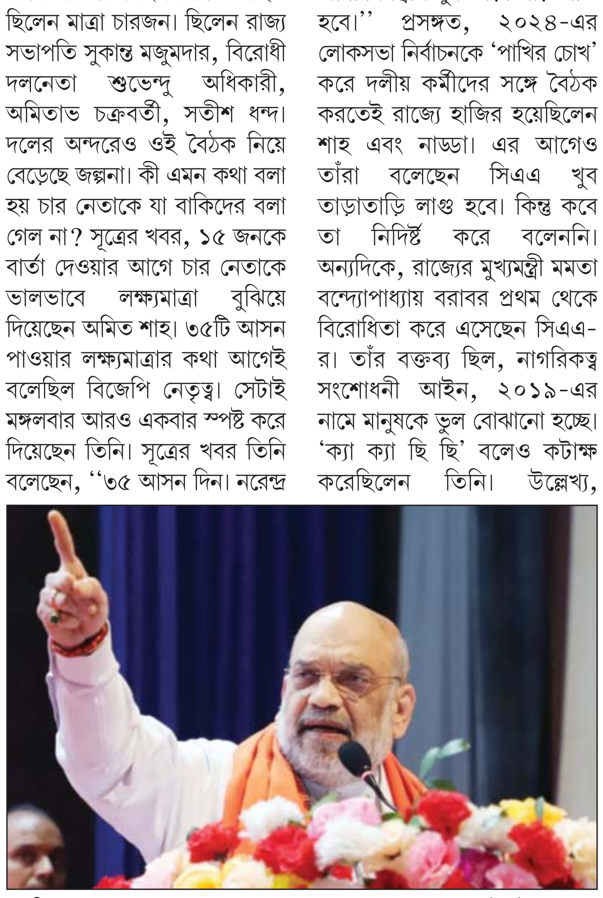

ক্ষমতায় আসার পরই উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে এমনটাই আশ্বাস দিয়েছিল বিজেপি সরকার। ২০১৯ সালে মোদি দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর সংসদের দু’কক্ষে পাশ হয়েছিল নাগরিক সংশোধনী বিল। সংসদের দু’কক্ষে (রাজ্যসভা ও লোকসভা) এই বিল পাশ হয়েছে ঠিকই, তবে চারবছর পরও রুল তৈরি না হওয়ায় উদ্বাস্তু সমাজের একাংশের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। এই নিয়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের বড় অংশও ক্ষোভও উগরে দিয়েছে। এবং তাদের শান্ত করতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বারবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বেশ কয়েক বার কথা বলেছেন। এবার সামনেই লোকসভা ভোট। আর সিএএ-কে হাতিয়ার করে আবারও ময়দানে নেমেছে বিজেপি।

‘লাভ নেই, এমফিল কোর্সে ভর্তি হবেন না’ শিক্ষার্থীদের ইউজিসি-র সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বরঃ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর, ‘এমফিল’ বা ‘মাস্টার অব ফিলোসফি’ ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হবেন বলে ভাবছেন? লাভ নেই। কারণ, এই ডিগ্রির আর কোনও স্বীকৃতি নেই। কাজেই, যতই পড়াশোনা করুন না কেন, লাভের লাভ কিছু হবে না। দিনের শেষে আপনার নামের পাশে নতুন করে কোনও ডিগ্রি যোগ হবে না। বুধবার (২৭ ডিসেম্বর), এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি। বস্তুত, এর আগেই ইউজিসি স্পষ্ট জানিয়েছিল, এমফিল কোর্স বাতিল করা হচ্ছে। কিন্তু, তারপরও বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এমফিল কোর্সে ভর্তির প্রস্তাব দিচ্ছে বলে জানিয়েছে ইউজিসি। আর সেই প্রেক্ষিতেই শিক্ষার্থীদের সতর্ক করল তারা। বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলেছে, ইউজিসির নজরে এসেছে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এমফিল প্রোগ্রামের জন্য নতুন

আবেদন চাইছে। এই বিষয়ে আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই, এমফিল ডিগ্রি কোনও স্বীকৃত ডিগ্রি নয়। পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ন্যূনতম মান ও পদ্ধতি বিষয়ক ইউজিসি-র প্রবিধান-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এমফিল ডিগ্রি কোর্সের জন্য আবেদন চাইবে না। প্রসঙ্গত, ২০২২-এর ৭ নভেম্বর এই নয়া প্রবিধান প্রকাশ করেছিল ইউজিসি। তারপরও, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই কোর্স চালু রাখায়, এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অবিলম্বে এমফিল কোর্সে ভর্তি বন্ধ করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে, শিক্ষার্থীদেরও এমফিল কোর্সে ভর্তি না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জানিয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমফিল ডিগ্রি কোর্সের বৈধতা বাতিল করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও এমফিল কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আসন্ন শিক্ষাবর্ষে এই কোর্সে আর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না বলেও জানানো হয়েছিল। এরপরও যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এমফিল কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন চাইছে, তাগের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, তা অবশ্য জানায়নি ইউজিসি। তবে, এই কোর্সে ভর্তি হলে, শিক্ষার্থীদের যে অর্থ, সময় এবং পরিশ্রম নষ্ট হবে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

আপনি কী পক্ষীপ্রেমী? তবে পরিযায়ী পাখি দেখতে পৌঁছে যান এই সব জায়গায়

দুরন্ত বার্তা,২৭ডিসেম্বরঃ আপনি যদি পক্ষীপ্রেমী হন এবং আপনার যদি পরিযায়ী পাখি সম্পর্কে আগ্রহ থাকে , তবে তাদের দেখা পাওয়ার সঠিক সময় হল নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। এই সময় সাইবেরিয়া, ইউরোপ, রাশিয়া, চিন ও তিব্বতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারতের জলাভূমিতে ঝাঁক-ঝাঁক পাখি আসে। শীতকাল ছাড়া পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে না। শীত কমতে শুরু করলে এই পাখিদের দল আবার পুরনো পথ ধরে পাড়ি দেয় নিজের দেশে।রাজস্থানের কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান, তামিলনাড়ুর পয়েন্ট ক্যালিমের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গুজরাতের কচ্ছের রণ ও নালসরোবর পাখিরালয়, কেরলের কুমারাকম পাখিরালয়, অরুণাচল প্রদেশের ঈগলনেস্ট বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ছাড়াও দেশের আরো না না অভয়ারণ্যে শীতের এই মরসুমে পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে। তবে হাতে কম দিনের ছুটি থাকে এবং বাজেটও সীমিত থাকে তাহলে পৌঁছে যেতে পারেন এই সব স্থানে- সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান- শীতকাল এলে অনেকেই সুন্দরবন বেড়াতে যান।সকলেই সুন্দর বেড়াতে যান বাঘের দেখা পাবার আশায়। তবে শীতে এখানে গেলে পরিযায়ী পাখির দেখা মিলবেই মিলবে। সুন্দবন জাতীয় উদ্যানে প্রায় ২৪৮ প্রজাতির পাখি দেখা যায়, যার অর্ধেকেরও বেশি পরিযায়ী পাখি। হেরন, সারস, কমন রেডশ্যাঙ্ক, করমোরেন্ট , স্যান্ড পাইপার, সিগাল, ইউরেশিয়ান কারলিউ, পিনটেল, হুইমব্রেল, ইস্টার্ন নট, কার্লিউ, প্যাসিফিক গোল্ডেন প্লোভার, সাদা চোখ যুক্ত পোচার্ড, টেরেক স্যান্ডপাইপার, গ্রে হেডেড ল্যাপউইং, টেমেনিঙ্ক স্টিন্টেরের মতো পরিযায়ী পাখি দেখা যায় সুন্দরবনে।চিল্কা হ্রদ ঃ শীতকালে ও।শার চিল্কায় বহু পরিযায়ী পাখি আস্তানা গড়ে। চিল্কার নলবানা পাখির অভয়ারণ্য, মঙ্গলাজোড়িতে গেলে আপনি পরিযায়ী পাখি দেখতে পাবেন। শীতের মরশুমে চিল্কা হ্রদে ১৬৫ প্রজাতির পাখি দেখা যায়। গতবছর শীতে ১,১৩১,৯২৯ পাখি এসেছিল চিল্কা হ্রদে, যার মধ্যে ১৮৪টি পরিযায়ী পাখির প্রজাতি ছিল। বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে এ বছর অক্টোবর থেকেই পরিযায়ী পাখিরা চিল্কা হ্রদের আশেপাশে ভিড় জমায় ।

এগিয়ে আসছে আইপিএল! স্পনসর খোঁজার ব্যাপারে বড় সিদ্ধান্ত বোর্ডের

দুরন্ত বার্তা,২৭ডিসেম্বরঃ আইপিএলকে ঘিরে যেমন ক্রিকেটপ্রেমীদের উন্মাদনার শেষ থাকে না, ঠিক তেমনই এই লিগে বিনিয়োগ করার জন্য পা বাড়িয়ে থাকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডগুলো। আইপিএলের আলোয় ব্র্যান্ডের প্রচারের কাজ সেরে নিতে চান ব্র্যান্ড মালিকরা। এই তালিকায় রয়েছে চিনা ব্র্যান্ডগুলিও। তবে এ বার চিনা ব্র্যান্ডগুলির বিরুদ্ধে বড়সর পদক্ষেপ করতে চলেছে বিসিসিআই। শুধু চিনই নয়। ভারতের সঙ্গে যে সমস্ত দেশের সম্পর্ক শীতল, তাদের থেকে দরপত্র না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এ ছাড়াও যে সব সংস্থা ফ্যাঃটাসি গেমস, ক্রিপ্টোকারেন্সি, বেটিং সংস্থার থেকেও দরপত্র না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু স্পোর্টসওয়্যার প্রস্তুতকারক সংস্থাকেও ব্রাত্য করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ন্ডটাটা গ্রুপের সঙ্গে বোর্ডের চুক্তি গত বছরই শেষ হয়ে গিয়েছে। যে সংস্থার সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত চুক্তি হোক, ২০২৮ পর্যন্ত হবে। আগামী পাঁচ বছরের জন্য। প্রধান স্পনসরশিপ সত্ত্বের রিজার্ভ প্রাইস রাখা হয়েছে বছর পিছু ৩৬০ কোটি টাকা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা খবর, দরপত্র নিয়ে বিভিন্ন সংস্থাদের উসাহ মারাত্মক কিছু নয়।নয় শোনা যাচ্ছে, তাতে মার্চের শেষদিকে শুরু হতে এবারের আইপিএল।তবে এবার এই টুর্নামেন্টের আলাদারকমের গুরুত্বও রয়েছে।কারণ আইপিএল শেষ হওয়ার দিন দশেকের মধ্যেই বিশ্বকাপ শুরু হয়ে যাচ্ছে। ফলে বেশিরভাগ ক্রিকেটারই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে আইপিএলকে দেখছে।

উদ্ধার ৪০ লক্ষ টাকা

গিরিডিহ, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের গিরিডিহ জেলায় বুধবার ভোররাতে একটি বোলেরো গাড়ি থেকে ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের গিরিডিহ জেলার ধানওয়ারের ঘোড়থাম্বা ওপি পুলিশ বুধবার ভোররাতে একটি বোলেরো থেকে এই বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার করে। পুলিশ বোলেরো গাড়িটিকে আটক করেছে।বোলেরোতে থাকা যুবককেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘোড়থাম্বা ওপি পুলিশ এবিষয়ে আর কিছু বলতে চায়নি। এসপি দীপক

৭০ একর জমিতে তৈরি হচ্ছে রাম মন্দির নিচতলা প্রস্তুত, মানচিত্র দেখিয়ে বললেন চম্পত রাই

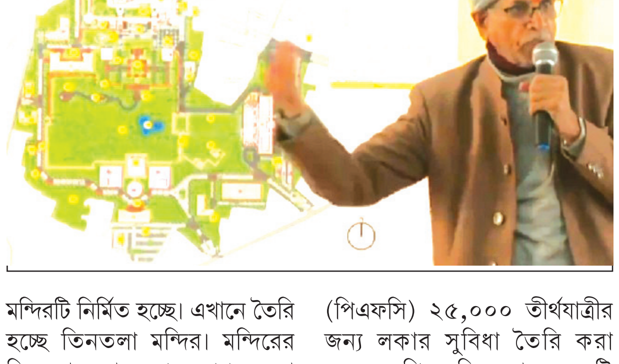

অযোধ্যা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে মন্দিরে চলছে পুরোদমে প্রস্তুতি। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই বুধবার শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরের মানচিত্র বর্ণনা করেছেন। পুরো মন্দিরের মানচিত্র ভিডিও-র মাধ্যমে তুলে ধরেন তিনি। চম্পত রাই বলেন, উত্তর দিকে ৭০ একর জমিতে মন্দিরটি তৈরি হচ্ছে। চম্পত রাই বলেছেন, এটি সেই জমির মানচিত্র যা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ট্রাস্টকে বরাদ্দ করা হয়েছে।শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই বলেছেন, উত্তর দিকে ৭০ একর জমিতে মন্দিরটি নির্মিত হচ্ছে। এখানে তৈরি হচ্ছে তিনতলা মন্দির। মন্দিরের নিচতলার কাজ শেষ, প্রথম তলা নির্মাণাধীন। চম্পত রাইয়ের কথায়, পিলগ্রিমেজ ফ্যাসিলিটি সেন্টারে (পিএফসি) ২৫,০০০ তীর্থযাত্রীর জন্য লকার সুবিধা তৈরি করা হয়েছে। পিএফসির কাছে একটি ছোট হাসপাতালও তৈরি করা হবে। তীর্থযাত্রীদের জন্য টয়লেট এবং অন্যান্য সুবিধার জন্য একটি বিশাল কমপ্লেক্সও তৈরি করা হয়েছে, এখানে দু'টি নর্দমা শোধনাগারও তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে এই কমপ্লেক্সের বর্জ্য পদার্থ জমা করা হবে।মানচিত্র বর্ণনা করে চম্পত রাই আরও বলেছেন, প্রয়োজনে আমরা সরযু নদী থেকে অথবা মাটি থেকে জল নেব। কিন্তু ভূগর্ভস্থ জল শুধুমাত্র মাটিতে যাবে। এখানে ২০ একরের বেশি জমিতে নির্মাণকাজ চলছে এবং ৫০ একর জমিতে রয়েছে সবুজের সমারোহ। এই গাছগুলি একশো বছরের পুরনো। এমন ঘন বন আছে যেখানে সূর্যের রশ্মি মাটিতে পৌঁছয় না। তাই জমির জলস্তর কখনই নিচে নামবে না। সরযূতে জল যাবে না, আমরা শূন্য নিষ্কাশন নীতিতে কাজ করছি।

ব্রিগেডের পর এবার দিঘায় হতে চলেছে গীতাপাঠের আসর !

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কলকাতার পর এবার দিঘা!বাংলার এই সৈকত শহরেও অনুষ্ঠি হতে চলেছে দশ হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠের আসর !রাজ্যের কারামন্ত্রী ও রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পর্যটন কেন্দ্র দিঘায় গড়ে তোলা হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির ধাম। লোকসভা ভোটের আগে আগামী এপ্রিল মাসেই তার উদ্বোধন হতে পারে। মন্ত্রী অখিল গিরি জানিয়েছেন, দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের সূচনায় ব্রাহ্মণদের নিয়ে. বসবে গীতাপাঠের আসর।বিভিন্ন সনাতনী সংগঠনের উদ্যোগে গত রবিবারই লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান হয়েছে কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে। তাতে দেখা গিয়েছিল বঙ্গ বিজেপির তাবড় নেতানেত্রীদের। প্রধানমন্ত্রী আসতে না পারলেও, ব্রিগেডে গীতাপাঠের প্রশংসা করে লিখিত বার্তা দেন তিনি। সেই অনুষ্ঠান নিয়ে বিজেপি শিবির যখন হিন্দুত্বের পালে হাওয়া তুলতে ব্যস্ত, তখন তৃণমূল সরকারের মন্ত্রীর গলায় শোনা গেল দিঘায় গীতাপাঠের কথা। তবে কী গেরুয়া শিবিরের মতই গীতা পাঠ কে হাতিয়ার করে ভোটে ব্যবধান তৈরী করতে উদ্যোগী ঘাসফুল শিবির ও।

কালীঘাটে খুব পকেটমারি হচ্ছে!অভিযোগ মমতাকে

ন্ডদুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়বুধবার নবান্নে আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা সম্বন্ধীয় বৈঠক ডেকেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া হিসাব মোতাবেক প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছিল গত বছর। এবার ভিড় আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই আলোচনাতেই উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য,বৈঠকেই কালীঘাটে পকেটমারি নিয়ে অভিযোগ উঠে এল। গঙ্গাসাগর মেলা কমিটির তরফে তারকনাথ দ্বিবেদী এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, গঙ্গাসাগর মেলা ছিল দুঃস্থ। তা সাজিয়ে গুছিয়ে যেভাবে পরিষেবা বাড়িয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার, তার প্রশংসা করতেই হয়। শুধু ছোটখাটো কিছু পরামর্শ রয়েছে তাঁদের। যেমন, গঙ্গা সাগরের স্নান করতে এসে ভিন রাজ্যের বহু মানুষ ফেরার সময়ে একবার কালীঘাট মঃদর বা দক্ষিণেশ্বর মঃদর দর্শন করতে যান। কিন্তু কালীঘাটে খুব পকেটমারি হয় বলে তাঁদের অভিযোগ রয়েছে।তারকনাথের কথায়, বাইরে থেকে যাঁরা গঙ্গাসাগরের মেলা দেখতে আসছেন তাঁরা সুখানুভূতি নিয়ে ফিরে যাবেন সেটাই কাম্য। এত সুন্দর ব্যবস্থা ও আয়োজনের পর যদি কারও পকেটমারি হয়ে যায় তা ভাল দেখায় না। মেলা কমিটি তাঁদের সাহায্য করে ঠিকই। কিন্তু সরকার যদি কালীঘাট মঃদর চত্বরে আরও সিসিটিভির ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে ভাল হয়।ন্ডতারকনাথ আরও একটি সমস্যার কথা বলেন। তিনি অভিযোগ করেন, আউট্রাম ঘাটে যে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড রয়েছে সেখানকার ট্যাক্সি চালকরা ইচ্ছেমতো টাকা দাবি করেন তীর্থযাত্রীদের থেকে। কেউ কালীঘাট বা দক্ষিণেশ্বরে যেতে চাইলে প্রচুর টাকা ভাড়া চান ট্যাক্সি চালকরা। তাই ওখান থেকে কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যদি শাটল বাস পরিষেবা চালু করা যায় তাহলে তীর্থযাত্রীদের উপকার হতে পারে।ন্ডঅনেকের ধারণা উত্তর ও পশ্চিম ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক পুন্যার্থী এবারের সাগর স্নানের জন্য আসতে পারেন। তবে একটা চিন্তা প্রশাসনকে ভাবাচ্ছে। তা হল, এবার আগের বছরের তুলনায় বেশি ভাঁটা থাকতে পারে পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছে। ভাঁটা থাকলে লঞ্চ চলাচলে সমস্যা হতে পারে। তাই এদিনের বৈঠকে দ্রুত ড্রেজিংয়ের কাজ শেষ করার বিষয়েও জোর

রাজ্য জয়েন্টের ফি-তে বড়ো বদল! জেনে নিন সব তথ্য

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ২০২৪ সালের রাজ্য জয়েন্ট থেকেই চালু হচ্ছে নতুন ফি। ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠে ছাত্রীদের উসাহিত করতে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সর আবেদন ফি-তে বিশেষ ছাড়।২০২৪ সালের রাজ্য জয়েন্ট থেকেই চালু হয়ে যাবে ছাত্রীদের জন্য এই ছাড়ের ব্যবস্থা।একইসঙ্গে আবেদন ফি-তে বিশেষ ছাড়ের আওতায় আনা হয়েছে তৃতীয় লিঙ্গের পরীক্ষার্থীদেরও। গতমঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, কন্যাসন্তানদের পড়াশুনোয় উৎসাহ দেওয়ার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা, ২০২৪ এর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু হবে ২৮ ডিসেম্বর থেকে। এ বছর অসংরক্ষিত, সংরক্ষিত শ্রেণির মহিলা পরীক্ষার্থী এবং ট্রান্সজেন্ডার পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফিজ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।রাজ্যজয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান মলয়েন্দু সাহার কথায়, আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিচার করছি না।তবে, জয়েন্টে ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্রদের অংশগ্রহণের সংখ্যা অনেক বেশি।আমাদের মনে হয়েছে ছাত্রীদেরও উদ্বুদ্ধ করা উচিত,যাতে তাঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আরও এগিয়ে আসে। বক্তব্যে তাঁর আরও সংযোজন, যারা তৃতীয় লিঙ্গে, তাঁদেরও আমরা উদ্বুদ্ধ করতে চাইছি।এখন স্নাতক, স্নাতকোত্তর স্তরে তাঁদের অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছি।সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তাঁরা কেন পিছিয়ে থাকবে।তাঁদেরও উসাহিত করার জন্যএটা করেছি।২০২৩ সালের রাজ্য জয়েন্টের পরিসংখ্যানেই বোঝা যায়, অংশগ্রহণ ও সফলতার বিচারে ছাত্রীরা পিছিয়ে রয়েছেন।পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন ৯৬ হাজার ৯১৩ জন। তাঁদের মধ্যে ছাত্র ৭০ হাজার ৩৪১ জন (৭২.৫৮ শতাংশ)। ২৬ হাজার ৫৭১ জন ছাত্রী (প্রায় ২৭.৫ শতাংশ)। তাই ২০২৪ সালের রাজ্য জয়েন্টের আবেদন ফি কাঠামোয় এবার ছাত্রীদের জন্য বদল এনেছে রাজ্য জয়েন্ট বোর্ড। যা অনুযায়ী, এবারও জেনারেল ক্যাটাগরির ছাত্রদের গুনতে হবে ৫০০ টাকাই। ছাত্রীদের জন্য ১০০ টাকা ছাড় দিয়ে ৪০০ টাকা ফি ধার্যকরা হয়েছে। ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষে জেনারেল ক্যাটাগরির প্রার্থীদের জন্য২০২৩ সালের জয়েন্টের আবেদন ফি ছিল ৫০০ টাকা।প্রসঙ্গত, ধীরে ধীরে পঠনপাঠনের স্তরগুলিতে দেখা যাচ্ছে তৃতীয় লিঙ্গের উপস্থিতি।যেমন, ২০২৩ সালেই রাজ্য জয়েন্টে অংশগ্রহণ করেছিলেন ভিনরাজ্যের এক রূপান্তরকামী পড়ুয়া।তিনি সফলও হন।আবার ২০২৩-এর উচ্চমাধ্যমিকে তো মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছিলেন স্মরণ্যা (স্মরণ্য ঘোষ)। এই প্রেক্ষাপটে ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও তাঁদের উপস্থিতি বাড়াতে বিশেষ ছাড়ের আওতায় আনা হয়েছে তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের। কাঠামো অনুযায়ী, তাঁদের জন্য আবেদন ফি ৩০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। একইভাবে, এসসি, এসটি, ওবিসি-এ, ওবিসি-বি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রেও ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।এই ক্যাটাগরিগুলির ছাত্রদের জন্য৪০০ টাকা ও ছাত্রীদের জন্য ৩০০ টাকা আবেদন ফি ধার্য করা হয়েছে।এবারই প্রথমবার এই বিশেষ ছাড়ের আওতায় আনা হয়েছে ইডব্লুএস (আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া), পিডব্লুডি (বিশেষভাবে সক্ষম) ও টিএফডব্লু (টিউশন ফি ওয়েভার) ক্যাটাগরিকেও।অর্থা এই ক্যাটাগরির ছাত্রছাত্রীরাও এবছর থেকে এই বিশেষ ছাড় পাবেন। ২০২৩ সাল পর্যন্ত এসসি, এসটি, ওবিসি-এ ও ওবিসি-বি, এই চার সংরক্ষিত ক্যাটাগরির আওতাধীন প্রার্থীরাই ১০০ টাকা বিশেষ ছাড়ের সুবিধা পেতেন।অর্থাৎ ৪০০ করে ছিল তাদের আবেদন ফি। প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, ফার্মাসি ও আর্কিটেকচারের স্নাতক কোর্সগুলিতে পড়ুয়া ভর্তির প্রতি বছর এই পরীক্ষা নেয় বোর্ড। ২০২৪ সালে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৮ এপ্রিল।বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে আবেদন করার প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামিকাল, ২৮ ডিসেম্বর থেকে।চলবে আগামী বছর ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

নতুন বছরে রাজ্যে বাড়ল আরও তিনদিন ছুটি!কবে কবে ছুটি থাকবে? কারা পাবেন ছুটি?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নতুন বছরে ছুটি বাড়তে চলেছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের। পয়লা জানুয়ারি, জন্মাষ্টমী এবং ছট পুজো। এবার থেকে এই তিনদিন নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট বা এনআই অ্যাক্টে ছুটি থাকবে। মঙ্গলবার নবান্ন এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল। এতদিন এই ছুটিগুলি রাজ্য সরকারের ছুটি হিসাবে বিবেচিত হত। কিন্তু এনআই অ্যাক্টে ছুটি ঘোষিত হওয়ায় ব্যাঙ্ক, জীবন বিমা নিগমের মতো সংস্থার কর্মীরাও এই তিনটে দিন ছুটি পাবেন। এদিন অর্থদপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৯ নভেম্বর এই তিনটি ছুটি নিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, তার চরিত্র বদল করা হয়েছে।ব্যাঙ্ক অফিসারদের সংগঠন আইবকের তরফে এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। তাদের তরফে জানানো হয়, গত নভেম্বরেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে আবেদন করা হয়েছিল। তিনি সাড়া দেওয়ায় খুশি। এতদিন রাজ্যে এনআই অ্যাক্টের আওতায় বছরে ২১ দিন ছুটি পাওয়া যেত। এবার তা তিন দিন বাড়ল। ছট পুজো, জন্মাষ্টমীর মতো দিনগুলিতে ব্যাঙ্ক ও বিমা কর্মীদের ছুটির প্রয়োজন হয়েই থাকে। সেক্ষেত্রে এতদিন সিএল কিংবা ইএলের উপর নির্ভর করতে হত, কিন্তু এবার এই দিনগুলিতে ছুটি ঘোষিত হওয়ায় সুবিধা হল তাঁদের। ' সফল উত্তরাধিকারী মমতা'ঃব্রাত্য বসু, কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের খাল-বিল-চুনোমাছ উসবে যোগ দিয়ে রাজ্যের শিক্ষামনন্ত্রী ব্রাত্য বসু দাবি করেন , চৈতন্যদেবের সফল উত্তরাধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। ' সঙ্গে তুলনা করছেন ভেবে করুন। ওঁদের অপমান করবেন না।', কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের খাল-বিল-চুনোমাছ উসবে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। নাদনঘাটের ওই এলাকা চৈতন্যদেবের স্পর্শধন্য সেকথা স্মরণ করানোর পাশাপাশি এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, চৈতন্যদেব সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। সবাইকে সঙ্গে রাখার কথা বলেছলেন। মমতাদিও সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলেন। কোনও বিভাজনের রাজনীতি, কোনও ভেদাভেদ।

সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে শিয়ালদহ ডিভিশন!৩০টি স্টেশনের ছাদে বসছে সৌর বিদ্যুতের প্যানেল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এবার সৌর বিদ্যু উৎপাদন করবে শিয়ালদহ ডিভিশন। রেল স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের ছাউনির উপরে বসবে সৌর বিদ্যুতের প্যানেল। শিয়ালদহ স্টেশন ছাড়াও দমদম, ব্যারাকপুর, কল্যাণী, ক্যানিং, বারাসত-সহ প্রায় ৩০টি স্টেশনের ছাদে সৌর বিদ্যুতের প্যানেল বসানো হবে বলে রেল সূত্রের খবর। সেখান থেকে চলতি বছরে ২.৯ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, চলতি বছরে ২.৯ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। আপাতত বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ছাউনির প্যানেল থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ রেলের নিজস্ব চাহিদা মেটাতেই খরচ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। ধাপে ধাপে সব স্টেশনকেই ওই পরিকল্পনার আওতায় আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিয়ালদহের সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অভিজি দাস।উল্লেখ্য, শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এখন দৈনিক ৭০৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়াও নৈহাটি এবং কলকাতা স্টেশন থেকে মাসে ৫০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ মিলছে। শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে সৌর বিদ্যুতের প্যানেল বসানোর কাজে বিশেষ জোর দিয়েছেন ডিভিশনাল ম্যানেজার দীপক নিগম।রেল সূত্রের খবর, পর্যাযক্রমে অধিকাংশ স্টেশন এই ব্যবস্থার আওতায় এলে গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হযেছে। সে ক্ষেত্রে বিদ্যুতের বিলে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হওয়া ছাড়াও পরিবেশ দূষণ অনেকটাই কমানো যাবে বলে রেলের আশা।

দিল্লিতে ইজরায়েল দূতাবাসের কাছে বিস্ফোরণ!মিলল হুমকির চিঠিও

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ দিল্লিতে ইজরায়েল দূতাবাসের কাছে দত মঙ্গলবার বিকেলে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ ঘিরে রহস্য বাড়ছে।যে ফাঁকা জমিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল, সেখানে একটি হুমকি চিঠি খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে উদ্দেশ করে লেখা সেই চিঠিটি একটি পতাকায় মোড়া ছিল। পুলিশ চিঠি ও পতাকাটি বাজেয়াপ্ত করেছে। পুরো এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে।এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজিতে লেখা চিঠিটিতে গাজায় ইজরায়েলের হামলা এবং তার ' নেওয়ার হুমকি দিতে দেখা গিয়েছে। এদিকে সূত্রানুসারে জানা যাচ্ছে, ওই এলাকায় লাগানো সিসিটিভি থেকে দুই সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করেছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি আশপাশের এলাকায় লাগানো আরও ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। কারা এই বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশের কাছে ফোন আসে দূতাবাসের কাছেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ইজরায়েল দূতাবাসের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, একটি জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ তাঁরা পেয়েছেন দূতাবাস থেকে। সেই সঙ্গে তিনি আশ্বস্ত করেন, দূতাবাসের কেউ হতাহত হননি।ন্ডউল্লেখ্য, ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে হামলা চালায় প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র সংগঠন হামাস। প্রাণ হারান অন্তত দেড় হাজার মানুষ। এর পর অপারেশন ' সোর্ড' শুরু করে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস বা ইজরায়েলের সেনা। গত কয়েক মাসে বোমার আঘাতে কার্যত মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে গাজা। এপর্যন্ত নিহত কমপক্ষে ২০ হাজার প্যালেস্তিনীয়।

'কুস্তির আখড়া'য় রাহুল !তাঁকে ঘিরে বসলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী কুস্তিগির বজরং-সাক্ষীরা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রতিবেশী দেশের রক্ষনশীলতার আবরন ভেদ করে এক হিন্দু মহিলা পাকিস্তান পুলিশের শীর্ষ পদ দখল করলেন। আর তাতেই জায়গা করে নিলেন আর্ন্তজাতিক খবররের শিরোনামে।সিন্ধু প্রদেশে এর আগে হিন্দু মহিলা পুলিশ অফিসার পদ পেয়েছেন ঠিকই তবে পুলিশের উঁচু পদে সেভাবে কোনও হিন্দু মহিলা অফিসারকে দেখা যায়নি। সেই অসাধ্য সাধন করে ফেলেন মনীষা রোপেতা। পাক পুলিশের ডেপুটি সুপারের পদে নিয়োগ হয়েছে তাঁর। মনীষা শুধু পাকিস্তানের পিতৃতান্ত্রিক প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেননি, বরং ডেপুটি সুপারের পদে মাত্র ২৬ বছরে বয়সে বসেই ইতিহাস তৈরি করেছেন।ন্ডমণীষা আদতে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের বাসিন্দা। এই সিন্ধু প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের ঘটনা নতুন কোনও ব্যাপার নয়। আকছাড় সেখানে অভিযোগ ওঠে জোর করে হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান কিশোরীদের তুলে নিয়ে ধর্মান্তরিত করে মুসলিমদের পুরুষদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা। সেই সিন্ধু প্রদেশের বাসিঃদাই হিন্দু পরিবারের মেয়ে মনীষা পাক পুলিশে উচ্চ পদ পেয়ে নজির গড়েছেন তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।মনীষা বড় হয়েছেন সিন্ধু প্রদেশের জেকবাবাদের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর অন্যান্য ভাইবোনেরাও উচ্চ শিক্ষিত। তাঁরা সকলে ডাক্তারি পড়েছেন। এমবিবিএস পরীক্ষায় বসেছিলেন মনীষাও। তবে এক নম্বরের জন্য ছিটকে যান তিনি। তবে তাতে অবশ্য মনমরা হয়ে পড়েননি মোটেই। সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় বসে উত্তীর্ণ হন। ১৫২ জানের মধ্যে মেধাতালিকায় ১৬ নম্বরে ছিল তাঁর নাম। তারপরেই পাক পুলিশের উর্দি উঠল তাঁর গায়ে।ন্ডমনীষার কথায়, তাঁর লড়াই জারি থাকবে রক্ষণশীলতা ও পুরষতান্ত্রিক সমাজের কঠোর নীতির বিরুদ্ধে। পাকিস্তানে প্রশাসনিক পদে প্রবল লিঙ্গবৈষম্য রয়েছে। মহিলাদের উপর নির্যাতনের মাত্রাও বেশি। সেখানে মনীষা মহিলা রক্ষক। মনীষা জানিয়েছেন, লিঙ্গবৈষম্য মিটিয়ে মহিলাদের অধিকার দেওয়ার তিনি চেষ্টা করবেন। তবে তাঁর লড়াই যে খুব একটা সহজ হবে তা কিন্তু নয়। একজন মহিলা হয়ে তাও আবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রশাসনিক শীর্ষ পদে বিশেষত পুলিশ বিভাগে টিঁকে থাকাটাই মস্ত বড় চ্যালেঞ্জের। নজিরবিহীন সাফল্যে মনীষা বলেন, 'আমি ও আমার বোনেরা পুরনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বড় হয়েছি। আমাদের বরাবরই বলা হত পড়াশোনা করে যদি চাকরিবাকরি করতে হয় তবে শিক্ষক অথবা চিকিৎসকই হতে হবে। এই বিশ্বাসটাকেই ভাঙতে চেয়েছি মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হয়ে।'

ভারত ন্যায় যাত্রা'য় বাংলায় পা রাখবেন রাহুল!

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ '১৪ জানুয়ারি থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত চলবে কংগ্রেসের ভারত ন্যায় যাত্রা। ৬ হাজার ২০০ কিমি পথ হাঁটবেন রাহুল, অতিক্রম করবেন ১৪টি রাজ্য। মণিপুর থেকে যাত্রা শুরু করে মুম্বই পর্যন্ত হাঁটবেন রাহুল গাঁধী। সূত্রের খবর ভারত ন্যায় যাত্রায় রাহুল বাংলা হয়ে যাবেন মুম্বাই-র পথে।ন্ডকংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, ২১ ডিসেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তরফে রাহুল গাঁধীকে একটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পদযাত্রা করতে পারেন রাহুল গাঁধী। রাহুল গাঁধী CWC-এর এই পরামর্শ মেনে নিয়েছেন। AICC সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ১৪ জানুয়ারি থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত 'ভারত ন্যায় যাত্রা' চলবে। কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, ১৪টি রাজ্যের মোট ৮৫টি জেলায় ঘুরবে কংগ্রেসের ভারত ন্যায় যাত্রা। মোট ৬২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে এই যাত্রা। 'ভারত ন্যায় যাত্রা' মণিপুর থেকে শুরু হয়ে নাগাল্যান্ড, অসম, মেঘালয় হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ছুঁয়ে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ় যাবে ভাত ন্যায় যাত্রা। এই কর্মসূচি যাবে রাজস্থান, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র। ১৪ জানুয়ারি মণিপুরে এই যাত্রার সূচনা করবেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বাস থাকবে এই যাত্রায়, মাঝে মাঝে কিছুটা পথ হেঁটে পেরনো হবে। ন্ডএর আগে ভারত জোড়ো যাত্রা করেছেন রাহুল গাঁধী। কন্যাকুমারী থেকে শুরু হয়ে কাশ্মীরে গিয়ে শেষ হয়েছিল সেই যাত্রা। ১২টা রাজ্য জুড়ে ঘুরেছিল কংগ্রেসের এই যাত্রা। ভারত জোড়ো যাত্রা অতিক্রম করেছিল প্রায় চার হাজার কিলোমিটার। ন্ডআসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে সারা দেশে জনসংযোগে জোর দিতে এবং বিজেপি বিরোধী শিবিরকে একসঙ্গে আনতেই 'ভারত ন্যায় যাত্রা' কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

রাম মন্দিরের উদ্বোধনে কী যাচ্ছেন মমতা? কী জানালেন নেত্রী?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আগামী ২২শে জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন পেলেও এই অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়। বুধবার সূত্র মারফ এই খবর জানা গিয়েছে। এমন কী মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধিও যোগ দেবেন না বলেই সূত্রের দাবি। তৃণমূল সূত্রের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায় মনে করেন ' যার যার, উৎসব সবার'। নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতৃত্ব ধর্মকে নিয়ে যে ভাবে রাজনীতি করছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। রাজনৈতিক শিবিরের বক্তব্য, ভোটের আগে রাম মন্দিরের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলই রাজনীতির অঙ্ক কষছে, নিজেদের মতো করে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক তৃণমূলের রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে পড়ে। তাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, বিরোধী রাজনীতির বিশ্বাসযোগ্যতা যাতে চিড় না খায়, তা দেখার দায়বদ্ধতাও রয়েছে তৃণমূল নেতৃত্বের।ন্ডপশ্চিমবঙ্গে বামেরা বারবার নিশানা করছেন মমতাকে, মোদীর সঙ্গে ' তত্ত্বের অভিযোগ তুলে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীও ' গোপন বোঝাপড়ার অভিযোগ কিছু কম করেননি। ফলে সনিয়া গান্ধী নিজে যদি অযোধ্যা না যান, বামেরাও বয়কট করেন, সে ক্ষেত্রে মমতা বঃদ্যোপাধ্যায়ের সেখানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পূজার্চনা দেখার ঘটনা ঘটলে, ভুল বার্তা যেতে পারে বলে তাঁর দল মনে করছে। তবে রাজনৈতিক সূত্রের খবর, হিন্দু ভোট ব্যাঙ্কের কথা ভেবে অযোধ্যার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে সুর চড়াতেও চাইছেন না তৃণমূল নেত্রী।২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গের মতো বিরোধী নেতাদেরও। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিকেও। তবে রাম মন্দিরের উদ্বোধনে তিনিও যাবেন না বলে জানিয়েছেন ইয়েচুরি। যা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে রাজনীতির ময়দানে। ন্ডরাজনীতির পাশাপাশি চলচ্চিত্র দুনিয়ার একঝাঁক তারকাকেও রাম মন্দির উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, মাধুরী দীক্ষিত, অক্ষয় কুমার, চিরঞ্জীবী, অনুপম খের, অরুণ গোভিলরা। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে শিল্পপতি মুকেশ অম্বানীকেও। তবে শাহরুখ খান, সলমন খান, আমির খানদের কেন আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, তা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে নানা মহলে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৮ডিসেম্বরঃবৃহঃবার, ১১পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮ডিসেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৈনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১১পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১১পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১১পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার আর্থিক জীবন আজ । **বৃষভ রাশিঃ**সৃজনশীল কাজও আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন। সংসারে শান্তি হবেই। **মিথুন রাশিঃ**নিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তায় কিছু ব্যবসায়ী আর্থিক লাভের সম্ভাবনা **কর্কট রাশিঃ**আপনার ইচ্ছা শক্তির দ্বারা আজ আপনি পুরস্কৃত হতে পারেন কারণ আপনি একটি খুব কৌশলপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন।। **সিংহরাশিঃ**আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। আপনি সম্ভবত বুঝতে পারবেন যে এটি সাবানের বুদ্বুদের মতো সবই ভিত্তিহীন যা সাহসের প্রথম **কন্যারাশিঃ**সন্তান হতে পারে আজ। সংসারে শান্তি হতে পারে **ধনু রাশিঃ** আজ আপনি আপনার স্বাস্হ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। আপনি আজ একটি ইতিবাচক আভা নির্গত **মকর রাশিঃ**যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। শুভদিন **কুম্ভ রাশিঃ**উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চার প্রতি একনিষ্ঠ হোন। আপনি কমিশন- ডিভিডেন্ট - বা রয়্যালটি থেকে বেনিফিট পাবেন। নিজেদের ভবিষ্য গ।ায় মনোযোগী না হয়ে বাইরের **মীন রাশিঃ**আপনি আপনার শখ পূরণে অথবা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন এমন জিনিসে আপনার অতিরিক্ত সময় ব্যয় করুন। আজকের দিনটি বাকি দিনগুলির চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে আরও ভাল প্রমাণিত হবে এবং আপনি যথেষ্ট অহতে হতে পারে।

‘‘শিশু শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা কর্মশালা’’

দ্যা ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি(ইমসপ) এর উদ্যোগে ২১শে ডিসেম্বর ২০২৩ উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অর্ন্তগত কানৌজ জেলার অধীন নীরা, সরাইমীরা এবং রাউলী গ্রামে ৪৩ তম বর্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অশস্ত পরিকাঠামো পরিচালনায় শিশু শ্রমিকদের সার্বভৌমিক বিশেষ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং অধিকার, শিশু শ্রমিকদের দারিদ্র্য নিরসন, আর্থিক নিরাপত্তার সংস্থান, শিশু শ্রমিকদের কর্মস্থলে দৈহিক ও যৌন নিপীড়ন এবং শোষণ প্রতিরোধ, শিশু শ্রমিকদের ক্রীড়া ও নৃত্য পরিষেবা, শিশুর পরিবেশ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিশু শ্রম নিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টি ও প্রতিষেধক সহায়তা কর্মশালার আয়োজন করা হয় কর্মশালায় ৬৯২ জন শিশু শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। ২২শে ডিসেম্বর ২০২৩ ত্রিপুরা রাজ্যের অর্ন্তগত গোমতী জেলার অধীন উদয়পুর, সোনামুড়া এবং জামতলা গ্রামে শিশু শ্রমিকদের বিদ্যালয় শিক্ষা, প্রবহমান শিক্ষা, আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং শিশু শ্রমিকদের শান্তি, সম্মান, সহিষ্ণুতা, স্বাধীনতা, সাম্য ও ঐক্যের বাতাবরণে এই বিশ্বের প্রতিটি শিশু শ্রমিক যাতে নিজেদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে তা নিশ্চিত করাই হল এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। কর্মশালায় ৫৯৭ জন শিশু শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। ২৩শে ডিসেম্বর ২০২৩ মহারাষ্ট্র রাজ্যের অর্ন্তগত শোলাপুর জেলার অধীন শিবাজীনগর, পিলিব এবং ভালসং গ্রামে শিশু শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা, শিশু নিগ্রহ, শিশু শ্রমিকদের ভিন্ রাজ্যে পাচার প্রতিরোধ, শিশুদের নৃত্য ক্রিয়া পরিষেবা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৭৮৯ জন শিশু শ্রমিক অংশ নেয়। ২৪শে ডিসেম্বর ২০২৩ কর্ণাটক রাজ্যের অর্ন্তগত বেলগাম জেলার অধীন তিলকাদি, নেহেরুনগর এবং ভোতরামাটি গ্রামে গৃহস্থের কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের যৌন নিগ্রহ প্রতিরোধ, শিশু শ্রমিকদের পুষ্টি, খাদ্য সুনিশ্চিতকরণ, শিশু শ্রমিকদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৯৯১ জন শিশু শ্রমিক অংশ নেয়। ২৫শে ডিসেম্বর ২০২৩ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের অর্ন্তগত মালদা জেলার অধীন রাতুয়া, ভুতনী এবং বৈষ্ণবনগর বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ে শিশু শ্রমিকদের প্রবহমান শিক্ষা, গার্হস্থ্য নির্যাতন, শিশুদের উৎপীড়ন প্রতিরোধ, শিশু শ্রমিকদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, টীকাকরণ এবং স্বনির্ভর প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৮৩৪ জন শিশু শ্রমিক অংশ নেন। কর্মশালায় মিশনের মহাসচিব তথা ভারতীয় গোয়েন্দা এবং তদন্ত সংস্থার (আই.ডি.আই.ও) মুখ্য সচিব শ্রী দেবাশীষ ঘোষ বক্তৃতা রাখেন। তিনি বলেন যে, আইন আছে আইনের জায়গায় কিন্তু শিশু শ্রম চলছে অবাধে, সবার চোখের সামনে, যারা শ্রম জোগাচ্ছে, তাদেরও প্রয়োজন, যারা শ্রমকে কাজে লাগাচ্ছে তাদেরও লাভ। তাছাড়া আইনের ফাঁকফোকর তো আছেই। সেই ফাঁককে কাজে লাগিয়ে আইন লংঘন করে অবাধে চলছে শিশু শ্রম। দারিদ্রতাই শিশু শ্রমের প্রধান কারণ নয়, দারিদ্রের প্রকোপ সমান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শিক্ষার প্রসারের সাহায্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন -এর প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী সেই সমস্ত শিশু যারা স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্কের জীবনযাপন শুরু করেছে যারা কম মজুরির কারণে দীর্ঘক্ষণ এমন পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হয় যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, শরীর ও মনের সুস্থ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক, যা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, যা প্রায়শই তাদের উন্নত ভবিষ্যতের পক্ষে উপযোগী শিক্ষা গ্রহণের পথে অন্তরায়, তারাই শিশু শ্রমিক। শিশু শ্রমের বাজারে কন্যাশিশু শ্রমিকের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। যে সমস্ত পেশায় শিশুকন্যাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান পতিতাবৃত্তি। ভারতে পতিতাবৃত্তিতে শিশুশ্রমের চাহিদা বাড়ছে। বর্তমানে দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যাটা প্রায় ৬ কোটি থেকে ৮ কোটি। ৫ থেকে ১৪ বয়ঃসীমার শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ। রাষ্ট্রসংঘের মতে ভারতীয় শ্রমিক সমাজের ৫৫ শতাংশই নাবালক। ফুটপাথের বাসিন্দা - অরক্ষিত শিশুর সংখ্যা ভারতে ১ কোটি ১০ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে কাজের ধারার যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, তাতে নির্মান শিল্প সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। এই মুহূর্তে রাজ্যে মোট শ্রমিকের প্রায় ৯০ শতাংশই কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এদের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। তার ওপর কৃষিতে রোজগার কমে যাওয়ায় কৃষক থেকে শ্রমিক হওয়ার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। আর এই সুযোগে কলকারখানার মালিক ও প্রমোটার গোষ্ঠী কোনও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে ব্যাপক হারে বেআইনী নিয়োগ চালিয়ে যাচ্ছে। মজুরি বা নিরাপত্তার প্রশ্নে ন্যূনতম শর্ত মানা হচ্ছে না।

এমনই এক নিয়ন্ত্রনহীন পরিস্থিতিতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নিয়োগকারীরা সেটাই চায়। কারণ শিশু শোষণ অনেক বেশি সহজ ও নিরাপদ। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল শিশু শ্রমিকদের মানুষগুলোর প্রতি আগ্রহের অভাব, বলা বাহুল্য, আগ্রহের এই অভাবের জন্য কিন্তু শিশুরা দায়ী নয়, এই দায়ভাগ সম্পূর্ণই অভিভাবকের। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কেবলমাত্র কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্রের সাময়িক সমাধান হতে পারে। চিরস্থায়ী নয়। একথা যতক্ষণ না দরিদ্র সমাজকে বোঝানো যাবে ততক্ষণ সেই সমাজকে শিশু শ্রমের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যাবে না। তাই শিশু শ্রম বিলোপ করার জন্য চাই দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশের স্বার্থেই শিশু শ্রম প্রথার অবসানের বিষয়টিকে সার্বজনীন শিক্ষার পাশাপাশি রাখতে হবে। আইনের রক্ষক, শ্রমিকদের নিয়োগকর্তা নাগরিক সমাজ সকলকেই সক্রিয় হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর, বজবজ অঞ্চলে বাজি কারখানায়, হাওড়ায় শিল্পাঞ্চলে ছোট ও মাঝারি ঢালাই কারখানায়, লেদ, ওয়েলডিং, গ্রাইন্ডিং কারখানায়, আবার কখনও পূর্ব মেদিনীপুরের মাদুর তৈরীর কারখানায়, আজও হাজার হাজার, লক্ষ, লক্ষ শিশু শ্রমিক ঘাম-রক্ত ঝরাচ্ছে। সুতরাং শিশু শ্রম প্রথা নির্মূল করার বিষয়টিকে সামাগ্রিকভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সচেতনতার প্রসার, জনসাধারনের অংশগ্রহণ, আর্থ-সামাজিক পূণর্বাসনের বিকল্প ও সুবিধানক ব্যবস্থা, শিশুশ্রম সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনসমূহের যথাযথ প্রয়োগই হল মিশনের মূখ্য উদ্দেশ্য। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মিশনের মহাসচিব তথা ভারতীয় গোয়েন্দা এবং তদন্ত সংস্থার (আই. ডি. আই.ও) মুখ্যসচিব শ্রী দেবাশীষ ঘোষ, মিশনের সভাপতি মলি বাগচী, শ্রী ভূপেন্দ্র যাদব - মন্ত্রী, শ্রম মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ডা. রাজকুমার রঞ্জন সিং - রাষ্ট্র মন্ত্রী, শিক্ষা বিভাগ, ভারত সরকার, শ্রীমৎ স্বামী নিখিলস্বরানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী শিবারূপানন্দ মহারাজ প্রমুখ।

দেদার গ্রিল বা রোস্ট করা মাংস খাচ্ছেন? ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ পার্টি মেনুতে আলাদা করে জায়গা করে নিয়েছে গ্রিল ফিস, চিকেন, মাটনের বিভিন্ন প্ল্যাটার। কারণ পানীয়ের সঙ্গে ভাজা পোড়া মাংসের পদেরই মেলবন্ধন সত্যিই লোভনীয়। এদিকে প্রচলিত ধারণা বলে ভাজা-পোড়া, কাবাব জাতীয় মাংসের পদ খেলে নাকি বাড়ে ক্যানসারের ঝুঁকি! কতটা সঠিক এই তথ্য?আসুন জেনে নেওয়া যাক। বর্তমান সময়ে বাঙালির দের মধ্যে মাংস খাওয়ার বিশাল একটা ঝোঁক দেখা যায় যা নিয়ে রীতি মত চিন্তায় চিকিসকেরা, কারণ তাঁদের মতে, উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না হওয়া এই ধরনের মাংসের পদ খেলে নাকি শরীরে ট্রিগার হতে পারে ক্যানসার সেলের। ভাজা, পোড়া মাংস বা কাবাব খাওয়া অস্বাস্থ্যকর বলে দাবি করেন অনেকেই। কেউ বলেন এভাবে কাঠকয়লায় উচ্চ তাপমাত্রায় মাংসের বাইরেটা পুড়লেও ভিতরটা ঠিক মতো রান্না হয় না। আর এই অর্ধেক রান্না হওয়া মাংসে অনেক ব্যাকটেরিয়া থেকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা শরীরের ক্ষতি করতে পারে। তাছাড়া আধ কাঁচা মাংস পেটের জন্যেও ভালো না। এছাড়াও বর্তমানে মাংস উপাদন ও সংরক্ষণ করার সময় প্রচুর রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এদিকে গ্রিলিং প্রক্রিয়ায় রান্না করার সময় উচ্চ তাপমাত্রায় আগুনে মাংসটিকে পোড়ানো হয়। এক্ষেত্রে হাই টেমপারেচারে মাংসে থাকা রাসায়নিকের বিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা ওই খাবারে অস্বাস্থ্যকর কিছু উপাদান তৈরি করতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রসঙ্গত, চিকিৎসকদের মতে ক্যানসারের পিছনে কোনও একটি কারণ দায়ী থাকে না। বরং অনেকগুলি কারণ একসঙ্গে মিলে এমন মারণ রোগের পথ প্রশস্ত করে। তাই কাবাব খেলেই যে ক্যানসার হবে, তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। উল্লেখ্য, কাবাব খেলে ক্যানসার হবে, এই যুক্তির সপক্ষে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে মাংসে উপস্থিত একাধিক রাসায়নিক যে শরীরের ক্ষতি করে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ওজন কমাতে চিনি ছেড়ে গুড় খাচ্ছেন! বিপদ বাড়াচ্ছেন না তো?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ অনেকেই ওজন কমাতে চিনির বদলে গু। খেয়ে থাকেন। কিন্তু এই গুড় কী আদোয় তেমন কোনো ফারাক তৈরী করে? না কী নিজের অজান্তেই বড় বিপদ ডেকে আনছেন আপনি? জেনে নিন-পুষ্টিবিদদের মতে চিনিতে কোনও প্রকারের পুষ্টি উপাদান নেই। বরং এতে শুধু কাড়ি কাড়ি ক্যালোরিই রয়েছে। তাই চিনিকে ‘ ক্যালোরিজ’ বলে ডাকা হয়। আর এই কারণেই চিনি খেলে হুট করে বাড়তে পারে সুগার। এমনকী ওজন বাড়ানোর কাজেও এর জুড়ি মেলা ভার। তাই যত দ্রুত সম্ভব চিনি থেকে দূরত্ব তৈরি করে নিন। তবে ওজন কমাতে চাইলে চিনি এবং গুড় কোনওটাই খাওয়া চলবে না। কারণ ১০০ গ্রাম চিনি এবং গুড়, এই দুটিতেই রয়েছে প্রায় ৩৭০ থেকে ৩৮০ ক্যালোরি। আর এই পরিমাণ ক্যালোরি ওজন বাড়ানোর কাজে সিদ্ধহস্ত। তাই ওজন কমানোর ইচ্ছে থাকলে যেন তেন প্রকারেণ চিনি এবং গুড়, দুটোর থেকেই দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। তাতেই উপকার মিলবে হাতেনাতে।অনেকেই মনে করেন যে ডায়াবিটিসে চিনির পরিবর্তে গুড় খাওয়া বোধহয় উপকারী। তবে বিষয়টা একবারেই তেমন নয়। কারণ চিনির মতো গুড়েরও গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অনেকটাই বেশি। তাই ডায়াবিটিস রোগীরা চিনি এবং গুড়, দুটোর থেকে তফাত যান। তার বদলে আপনারা চিকিসকের পরামর্শ মতো আর্টিফিশিয়াল সুইটনার খেতেই পারেন। তাতেই উপকার মিলবে। তবে গুড়ে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়ামের ভাণ্ডার। তাই নিয়মিত গুড় খেলে দেহে খনিজের ঘাটতি অনেকটাই মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, পেটের স্বাস্থ্য রক্ষার কাজেও অত্যন্ত উপকারী গুড়। এর পাশাপাশি অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা থেকে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার ইচ্ছে থাকলেও রোজের পাতে গুড় রাখতে পারেন। তাতেই উপকার মিলবে সবথেকে বেশি।

বর্ষশেষে উষ্ণতায় দিন কাটছে দক্ষিণবঙ্গে,ফিরছে না কনকনে ঠান্ডা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ডিসেম্বর মাস শেষ হতে চলল, অথচ শীতের পরিবর্তে অনুভূত হচ্ছে গরম। ভোরে ও রাতের দিকে ঠান্ডা মালুম হলেও, দুপুরে বা।ছে উষ্ণতা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আচমকাই উধাও হয়ে গিয়েছে ঠান্ডা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়ে দিয়েছে, বছরের শেষে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অর্থা, নতুন বছরের আগে কনকনে শীত পড়ার সম্ভাবনা প্রায় কম। বরং গত সপ্তাহের শেষ দিক থেকে যেমন প্রতি দিনই স্বাভাবিকের উপরে তাপমাত্রা থেকেছে, আগামী কয়েক দিনেও তেমন থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বঙ্গোপসাগর হয়ে যে বাতাস রাজ্যে প্রবেশ করছে, সেখানে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ তুলনায় বেশি। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিমের শুষ্ক হাওয়া তুলনায় দুর্বল। যার ফলেই নাকি স্বাভাবিকের তুলনায় ‘ রাজ্যের আবহাওয়া।

প্রবীণ কংগ্রেস বিধায়ক শান্তিমোহন রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী পালন

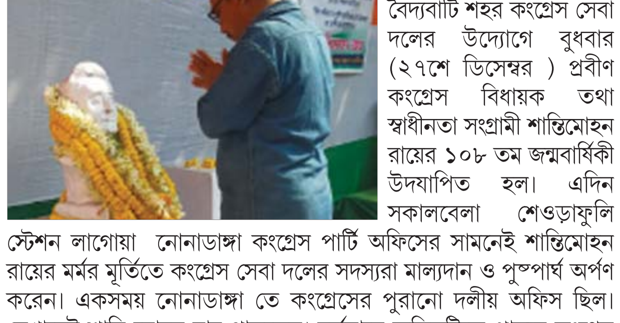

মলয় সুর,হুগলি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ শেওড়াফুলি বৈদ্যবাটি শহর কংগ্রেস সেবা দলের উদ্যোগে বুধবার (২৭শে ডিসেম্বর) প্রবীণ কংগ্রেস বিধায়ক তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তিমোহন রায়ের ১০৮ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হল। এদিন সকালবেলা শেওড়াফুলি স্টেশন লাগোয়া নোনাডাঙ্গা কংগ্রেস পার্টি অফিসের সামনেই শান্তিমোহন রায়ের মর্মর মূর্তিতে কংগ্রেস সেবা দলের সদস্যরা মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। একসময় নোনাডাঙ্গা তে কংগ্রেসের পুরানো দলীয় অফিস ছিল। সেখানেই শান্তি মোহন রায় থাকতেন। বর্তমানে অফিসটিতে প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুল মান্নান ও তাঁর কর্মীবৃন্দরা দখল করে নেয়। এমন কি অনুষ্ঠানের জন্য ঘরটি বদমাইশি করে তালা বন্ধ করে রাখেন। শান্তি মন রায় পরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে দুবার জয়ী হন। এরপর চাঁদদানি বিধানসভা থেকে টিকিট নিয়ে লড়েছিলেন কিন্তু পরাজিত হন। এই প্রবীণ পয়াত বিধায়ক হুগলির সুযোগ্য সন্তান নিরহংকারী মানুষটি রাজা রামমোহন রায়ের ভাইপো ছিলেন। আরামবাগের খানাকুলে শান্তিমোহনের জন্ম। তিনি খানাকুলে রাজা রামমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সেবা দলের সংগঠন প্রয়াত রাজীব গান্ধী জন্মবার্ষিকীতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করেন। ৩০ জন রক্ত দান করেন। এদিন হাজির ছিলেন সভাপতি সঞ্জয় দাস , সম্পাদক টুবাই ঘোষ, সোমনাথ দে ও সঞ্জয় দে প্রমুখরা।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফ থেকে বেলুড় মঠে স্মারক মুদ্রা ও স্মারক ডাকটিকিটের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হলো

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৭ ডিসেম্বর ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফ থেকে বুধবার বেলু। মঠে এক স্মারক মুদ্রা ও স্মারক ডাকটিকিটের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। এই বিষয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ জানান, এটি আমাদের কাছে খুবই গৌরবের। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফ থেকে স্মারক মুদ্রা ও স্মারক ডাকটিকিট রিলিজ করা হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুসারে আমরা এর আগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আমাদের কর্মসূচি সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সেই কর্মসূচির মধ্যে স্মারক মুদ্রা ও স্মারক ডাকটিকিট ছিল। সেটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই প্রকাশ করা হলো। আমরা যখন ১২৫ বছর উদযাপন করব ভাবছিলাম সেই সময় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে একটা চিঠি পাই

ওই দপ্তরের ন্যাশনাল ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি (জাতীয় কর্মসূচী রূপায়ন কমিটি) রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ বছর উদযাপন অনুমোদন করেছেন। প্রস্তাব এসেছিল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে। সেখান থেকে অনুমোদন করা হয়। কিভাবে ঐতিহাসক ঘটনা উদযাপন করা হবে সেই ব্যাপারে সেখান থেকে নির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠানো হয়। সংস্কৃতি দপ্তর সেই প্রস্তাব দেখে কাজের জন্য বিশেষ করে সুসংগঠিত কাজ করার জন্য কিছু অনুদান দেয়। যাতে বহু সাধারণ মানুষ এতে উপকৃত হয়। ১২৫ বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে স্ট্যাম্প ও মুদ্রা রিলিজ করার প্রস্তাব ছিল। সংস্কৃতি মন্ত্রক সকল সংশ্লিষ্ট মন্তককে অনুরোধ করে যাতে স্মারক স্ট্যাম্প ও মুদ্রা করা হয়। এর খরচ দেওয়া হবে সংস্কৃতিক দপ্তর থেকে। কয়েকদিন আগে তা প্রস্তুত হয়েছে। এই রিলিজ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনিই এই স্মারক উদ্বোধন করেছেন। এদিন এই স্মারক স্ট্যাম্প ও কয়েন জাতীর উদ্দেশ্যে উসর্গ করা হল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেন, এ এক আধ্যাত্মিক, চরিত্র নির্মাণের ভূমি। এই ভূমিতে এলে ভালোই লাগে। এখানে আমি রাজস্থান থেকে এসেছি। সেখানে মাউন্ট আবু থেকে খেতরি পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ পরিচিত। সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে স্ট্যাম্প এবং কয়েন রিলিজ হয়েছে। এটা একটা মাইলস্টোন হয়ে গিয়েছে। আধ্যাত্মিক, চরিত্র নির্মাণ সংস্কৃতি বিকাশের নিয়ম। নিয়ম মজবুত করার কাজ স্বামীজি ১২৫ বছর আগে করে গিয়েছিলেন। সেটাই আমরা আগে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের বিরুদ্ধে পোস্টার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ ডিসেম্বর ঃ ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের বিরুদ্ধে পোস্টার, এলাকায় চাঞ্চল্য। হাওড়ার ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক তথা সদর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্যাণ ঘোষের বিরুদ্ধে পোস্টার। পোস্টার পড়লো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীবৃন্দের নামে। ওই পোস্টারে বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকে জমি মাফিয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য জেলার রাজনৈতিক মহলে। হাওড়ার বাঁকা। অঞ্চলে একাধিক পোস্টার পড়েছে। সিপিএমের হাওড়া জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য উত্তম বেরা বলেন, কল্যাণ ঘোষকে মেনে নেওয়া না নেওয়া নিয়ে দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। আজকে যাঁদের নিয়ে উনি রাজনীতি করছেন ২০১৮ সালে তিনি যখন চামরাইল জগদীশপুর এলাকায় জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়েছিলেন তখন সাংবাদিকের কাছে বলেছিলেন জোড়াফুলের প্রার্থী কল্যাণ ঘোষকে বুথ দখল ছাপ্পা ভোট দিয়ে জোর করে, রিগিং করে হারিয়ে দিয়েছিলেন। ওই বছর সকল বিরোধীদের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নমিনেশন জমা দিতে দেওয়া হয়নি। অফিসিয়াল প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অরূপ রায় ওনার বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছিলেন। ওনাকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন যিনি ডোমজু। বিধানসভা কেন্দ্রের সভাপতি তাপস মাইতির নেতৃত্বে জোর করে ছাপ্পা ভোট দিয়ে হারিয়ে দিয়েছিলেন। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এদের সঙ্গে বিরোধীদের কোনও সম্পর্ক নেই। আবার রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের দখল নিতে চায়। তাঁর দলবল কাজ করছে। কল্যাণ ঘোষের সঙ্গে যারা আছেন তারাও সাবোতেজ করে আগের মতো অবস্থায় পাঠিয়ে দেবে কল্যাণ ঘোষকে। এটাই ওদের প্রচেষ্টা। উনি বাম আমলে বিরোধী দলে থাকার সময়ই সম্পত্তি করেছিলেন। সব তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে। এর মধ্যে কল্যাণ ঘোষও ব্যাতিক্রম নয়। শ্রীরামপুর লোকসভার বিজেপির কোর কমিটির সদস্য জয়ন্ত দাস বলেন, এটা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। তৃণমলের সকল নেতামন্ত্রী থেকে শুরু করে সকলেই চোর। এই চোরের ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। ডোমজু।রে প্রতিটি মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে তৃণমূলের নেতারা লুঠ করছে। এটা তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সেই কারণে গভীর রাতে পোস্টার মেরেছে। তবে সাধারণ মানুষ আস্তে আস্তে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এর প্রমান এলাকার বিধায়কের বিরুদ্ধে পোস্টার ফেলেছে। এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগসূত্র নেই। তৃণমুলের বক্তব্য বাঁকড়া এলাকায় বিজেপির কোনও সংগঠন নেই। তাহলে এই এলাকায় কারা পোস্টার ফেলল। প্রশাসনের কাছে এর পূর্নাঙ্গ তদন্ত দাবি জানাচ্ছি। এখানে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ ঘোষের আলাদা লবি আছে। এটা তাঁদেরই কাজ। এর সঙ্গে বিজেপির যোগ নেই। এদিকে, তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, জমি তো দুরের কথা যদি আমি কোনও ধুলিকনাও দখল করে থাকি তাহলে রাজনীতি করা ছেড়ে দেব। বিগত ১০ বছর ধরে শুধু হাইরোড নয় গোটা ডোমজুর কেন্দ্র ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জগবল্লভপুর এলাকাতেও জমি মাফিয়া, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট ব্যাপক চলত। ২০২১ সালের পর থেকে এই ধরনের কাজ কমে গিয়েছে। এখন ৯০ শতাংশ বন্ধ করা গিয়েছে। সেই যন্ত্রণা থেকেই এই কাজ করেছে। কে বা কারা এই কাজ করেছে তা জানতে লিখিতভাবে জানানো হবে পুলিশের কাছে। পোস্টার রাতের অন্ধকারে দিয়েছে। সেই কারণে এটা তৃণমূল করেছে নাকি আইএসএফ বা বিজেপি বা সিপিএম করেছে তা জানা যায়নি। সেই জন্য তা খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। এখানে বিরোধী নেই কথাটা ভুল। তাঁদের সংগঠন নেই। এটা দুস্কৃতিরা করতেই পারে। যারা এই কাজ করে বেড়াত তাঁদের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমন কিছু তোলাবাজ আছে তারা এলাকায় ঢুকতে পারেনা। তারাই এই কাজ করে বেড়ায়।

১৪৭ বছরের প্রাচীন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির ৭৮ তম পুর্নমিলন উৎসব

অভিজি হাজরা, আমতা, হাওড়া, ২৭ ডিসেম্বর ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ১৪৭ বছরের প্রাচীন রসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির ৭৮ তম পুর্নমিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হল রডা কোম্পানির অস্ত্র লুন্ঠ নের মূল কান্ডারী রসপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি সৌধ রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর পাশে আমতা ১ নং ব্লক ফ্লাড রেসকিউ সেন্টারের মুক্ত মঞ্চে। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর যখন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন,সে সময় দামোদর নদের অপর পাড়ে গড়ভবানীপুরে জমিদার রায় প্রতিষ্ঠিত একটি ইংরাজী বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে আসেন। এই ঘটনা তখন রসপুর ও কলিকাতা গ্রামের যুবকদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে। তারা কলিকাতা গ্রামের মন্ডল বাড়িতে শিক্ষিত এবং উদার মনের ব্যবসায়ী অঘোর নাথ মন্ডলের কাছে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব রাখেন। শিক্ষা- সংস্কৃতি - সমাজ কল্যাণে অঘোর নাথ মন্ডল যুবকদের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার ৭১ বসর পূর্বে যুবকদের প্রস্তাবের মান্যতা দিয়ে অঘোর নাথ মন্ডল এবং ভাই উদয় চাঁদ মন্ডল এবং কলিকাতা ওরিয়েন্টাল স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত ভাইপো অনুকূল চন্দ্র মন্ডলের সাহায্যে ১৮৭৬ সালে বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু করেন। প্রথমে আনুমানিক ৩ কাঠা জমির উপর খড়ের চালের মাটির ঘর বানিয়ে শুরু হয় বিদ্যালয়। সে সময় এটি একটি মিডল ইংলিশ স্কুল ছিল। যাদব চন্দ্র রায়,মহেশ চন্দ্র দাস,রাখাল চন্দ্র দেয়াশী এবং শশীভূষণ রায় এ সময় খুবই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য অঘোর নাথ মন্ডল ১ বিঘা জমি ক্রয় করে তাতে ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন পিপলস্ লাইব্রেরী। যাদব চন্দ্র রায় স্কুলের জন্য ১০ কাঠা জমি দান করেন।১৮৯৫ সালে স্কুলের পশ্চিম দিকের ঘরে রসপুর পোস্ট অফিস শুরু হয়।১৮৯৩ সালে রসপুর বিদ্যালয়টি হাই সেকেন্ডারি শিক্ষাক্রমের জন্য অনুমোদন লাভ করে। অবনীকান্ত রায় বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ১২ শতক জমি দান করেন। এছাড়া বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের জন্য শ্রী গোবিন্দ্র চন্দ্র কোলে ২৮ শতক জমি দান করেন। প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় তারপর ধীরে ধীরে জুনিয়র হাই, মাধ্যমিক বতর্মানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে রসপুর উচ্চ বিদ্যালয় হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১ বৎসর পূর্বে ১৯৪৬ সালে শিক্ষানুরাগী কয়েকজন ব্যক্তি উপলব্ধি করেন বিদ্যালয়ের আর্থিক অনটনের জন্য বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার ঠিকমত করা যায় নি। শিক্ষকরা যৎসামান্ন মাহিনা পেতেন। তৎকালীন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্যগণ বিদ্যালয়ের সুরক্ষা এবং উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে একটি প্রাক্তন ছাত্র সমিতি গঠন করেন।এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণের বংশধর শিক্ষানুরাগী, ছাত্র দরদী মন্মথনাথ মন্ডল।১৯৪৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর তৎকালীন সময়ের এই প্রাক্তন ছাত্র সমিতির যারা সদস্য হয়েছিলেন তাদের নিয়ে পুর্নমিলন উৎসবের আয়োজন করেছিলেন।২৫ ডিসেম্বর প্রাক্তন ছাত্র সমিতির জন্মদিন হিসাবে পালন করা হয়।২৫ ডিসেম্বর পুর্নমিলন এর স্রোত আজ ও প্রবহমান। এই সমিতির পথ চলার সময় কোন কোন সময়ে ছাত্র সমিতির সভাপতি,সহ সভাপতি, সম্পাদকের মৃত্যুতে সমিতির পথ চলতে অসুবিধা হলেও পথ চলা থেমে নেই। নানা ঘাত প্রতিঘাত,বাধা-বিঘ্নর মাঝেও ২৫ ডিসেম্বর পুর্নমিলন উৎসব পালিত হয়ে চলেছে।২০২৩ এই সমিতির ৭৮ তম পুর্নমিলন উৎসবে বহু শিক্ষানুরাগী,শিক্ষাদরদী, সংস্কৃতি প্রেমী, প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বকে সমিতির পতাকা তলে হাজির করতে পেরেছে। সমিতির এটা গর্বের বিষয়। ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের পর বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু রসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির পুনর্মিলন উৎসব এর তারিখ পরিবর্তন হয় নি।১৯৪৬ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চিরাচরিত প্রথা মেনে রসপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতির পুনর্মিলন উৎসব হয়ে আসছে। এই বৎসর রসপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতির ৭৮ তম বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হল রডা কোম্পানির অস্ত্র লুন্ঠ নের মূল কান্ডারী রসপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি সৌধ রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর পাশে আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির ফ্লাড রেসকিউ সেন্টারের মুক্ত মঞ্চে।

পুনর্মিলন উৎসবের শুভ সূচনা করেন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সমিতির বর্ষীয়ান সদস্য ও সভাপতি তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্ডীচরণ দাস। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির কার্যকরী সভাপতি মাধবানন্দ চক্রবর্তী। উপস্থিত প্রাক্তনীদের শপথ বাক্য পাঠ করান সমিতির কোষাধ্যক্ষ শক্তিসাধন কোলে।রডা কোম্পানির অস্ত্র লু ন্ঠনের মূল কান্ডারী রসপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্রর উদ্দেশ্যে নির্মিত শহীদ স্মৃতি সৌধ এ মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, সমিতির সদস্য -সদস্যা ও দর্শকবৃন্দ। রসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সৌরভ রায়(বুবাই) যিনি সমাজসেবা করতে গিয়ে পথ দূর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন তার স্মৃতি স্তম্ভে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

৭৮ তম পুর্নমিলন উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল সম্বর্ধনা। সমিতির বর্ষীয়ান সদস্যবৃন্দ বর্তমান আমতা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ অজয় সিং এর কর্মদক্ষতা,ব্যবহারিক আচার আচরণ, সর্বপরি ওনার সুস্থ সংস্কৃতির প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ওনাকে সম্মাননা জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। সম্মাননা গ্রহণ করে আমতা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ অজয় সিং বলেন, একটি শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয় যে আগামী ৩ বৎসর পর দেড় শতবর্ষে পদার্পন করবে, সেই বিদ্যালয়ের ৭৮ বসরের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির কাছ থেকে এই সম্মাননা পাওয়া তার জীবনের বড় পাওনা। এই সম্মাননা ওনার কর্মজীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরও বাড়িয়ে দিল। তিনি বলেন, বতর্মানে ছাত্র - ছাত্রীরা মানবিক মূল্যবোধ হারাচ্ছে। তারা নিজেদের গ্রাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী নয়। তারা পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য বই পড়ার প্রতি আগ্রহী নয়। তারা ইন্ট।রনেটে ব্যস্ত। তিনি ছাত্র - ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ইন্টারনেটে সব পাওয়া যায় না,যা পাওয়া যাবে বইয়ে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির কার্যকরী সভাপতি মাধবানন্দ চক্রবর্তী,যুগ্ম সম্পাদক জলধর বাগ, রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্জুন দলুই, উপপ্রধান রাজকুমার খাঁড়া, সমাজ সেবী ও প্রাক্তন ফুটবলার বনমালী পাত্র, সমাজ সেবী মুস্তাক আলি মন্ডল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের হাত ধরে সমিতির মুখপাত্র 'পূর্বসুরী ' র ৭৮ তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচিত হল। অনুষ্ঠানটি প্রাক্তন ছাত্র সমিতির যুগ্ম সম্পাদক অসীম কুমার মিত্র ও সহ সম্পাদক তথা সমাজসেবী অতনু মন্ডলের সঞ্চালনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ পৌষ, ১৪৩০

ভারত ফ্রান্স মৈত্রী

ভারতের সঙ্গ ফ্রান্স মৈত্রী করতে ইচ্ছুক। কারণ এই মূহুর্তে ভারত ফ্রান্সের কাছ থেকে রাফাল বিমান কিনতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ফ্রান্স সামরিক বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে ভারতের মাটিতে রাফাল যুদ্ধ বিমান কারখানা তৈরি করা হবে। তা নিয়ে এখন জমি জায়গা দেখতে শুরু করে দিয়েছে রাফাল যুদ্ধ বিমান কারখানার কর্তৃপক্ষ। রাফাল যুদ্ধ বিমান ফ্রান্স তৈরি করে বিশ্বে বিমান বাজারের যুদ্ধ বিমান চাহিদাকে তুঙ্গে তুলে দিতে পেরেছিল। আমেরিকার এফ-১৬ বিমান ভারত কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। বেশ কয়েকটি এফ-১৬ বিমান ভারতের রয়েছে। কিন্তু ভারত যেভাবে ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন দেশের মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ বলা যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা কোয়াডে থাকলেও তারা কিন্তু চিনের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। তার ফলে চিন যদি ভারত সীমান্ত আক্রমণ করে তাহলে কিন্তু আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া চুপ করে থাকবে। তারা কোনও কথা বলবে না। ১৯৬২ সালে চিন ভারত আক্রমণ করেছিল। তখন আমেরিকার সঙ্গে চিনের সম্পর্ক বলতে গেলে

সম্পাদকীয়

আদায় কাচকলায়। সেই কারণে আমেরিকার আগ্রহ দেখিয়ে ভারতকে সমর্থন করতে শুরু করে। চিন আক্রমণ ঠেকাতে আমেরিকার সামরিক বিমান পাঠাতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু চিন ভারতের বহু জায়গা দখল করে রেখে দিয়ছে তারপর থেকে। সই সব স্থানকে উদ্ধার ভারত এখনও করতে পারেনি। তিব্বত ভাবতের হাত থেকে চলে যাওয়ার ফলে ভারত এখন বলতে গেল সীমান্তে অসহায় অবস্থায় রয়েছে। এদিকে চিন ভাবতে শুরু করে দিয়েছে যে ভারত আক্রমণ করে ভারতে জনগণকে খেপিয়ে কোনও লাভ হবে না। কিন্তু ভারতের বাজার যদি দখল করা যতে পারে তাহলে চিনের সেটা অতিরিক্ত লাভ। সেই ফাঁকটা খুঁজে বের কররা চেষ্টা করছে চিন সরকার। এদিকে আমেরিকার সঙ্গে বেলুন কূটনীতিতে চিন পরাস্ত হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে তারপর থেকে তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু চিনের চেয়ারম্যান শি জিন পিং আমেরিকা সফর করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে মৈত্রী ভাব প্রকাশ করেছেন। চিনের চেয়ারম্যান শি জিনপিং এবারে বলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির যেখানে বিঘ্ন হতে দেখা দিয়েছে তাকে ঠিক করে নেবে। তার ফলে আমেরিকার দিক ছেতে চিনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা এই মুহূর্তে অসম্ভব বলে মনে করতে শুরু করেছে ভারত সরকার। সেই কারণে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী পাঁচ দিনের রাশিয়া সফর করতে শুরু করেছেন। তিনি রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী থেকে শুরু করে সেকানকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন জয়শঙ্কর বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাশিয়ার ক্ষেপনাস্ত্র কেনার ব্যাপারে ভারত আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এদিকে ভারত আবার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে প্রধান অতিথি করে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন নয়াদিল্লিতে নিয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ নয়াদিল্লিতে ভারতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে ইচ্ছুক। ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ ভারত শাসন কালেই। ভারতের স্বাধীনতা আঃেদালনে ফরাসিদের অবদান কম ছিল না। তখন চন্দননগর ফরাসিদের উপনিবেশ ছিল। সেখানে ভারতের বিপ্লবীরা আস্তানা করে বসবাস করতো। বিপ্লবী অরবিন্দকে আশ্রয় দিয়েছিল ফরাসিরা।

কাশ্মীরে নয়া পরিচয়পত্র

জম্মু ও কাশ্মীরে এবারে শুরু হয়েছে নয়া পরিচয়পত্র। প্রত্যেক পরিবারকে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা যাতে পায় তার জন্য একটি নির্দিষ্ট কোড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে নিশানা করতে শুরু করে দিয়েছেন পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেছেন, বিশেষ মর্যাদা লোপ করে এখন কাশ্মীরের বসবাসকারী মানুষকের ওপরে সরকার বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদেরকে এখন চিহ্নিত করতেই নয়া পরিচয়পত্র দেওয়া শুরু করেছে। সরকারের বিশ্বাসের ঘাটতির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল। সরকার এখন আর কাশ্মীরের নাগরিকদের বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদেরকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এদিকে বিরোধী দলের একজন নেতা বলেছেন, কাশ্মীরে কোনও বিদেশি থাকে না। কাশ্মীরে বসবাস করে সেখানকার স্থানীয় বাসিঃদারা। কেউ লুকিয়ে পরিচয় নিয়ে বসবাস করে না। জম্মু কাশ্মীরের বসবাসকারীদের একটি নির্দিষ্ট তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। প্রত্যেক পরিবারকে একটি কোড দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। প্রশাসন থেকে দাবি করা হয়েছে সবাই যাতে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু বিজেপি ছাড়া আর দলই এর বিরোধীতা করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে সরকার এখন কাশ্মীরের বাসিন্দাদের ওপরে নজর রাখতে চেষ্টা করছে। সবার ঘরের খবর সরকার যাতে রাখতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। কাশ্মীরে যাতে বহিরাগত কোনও লোক এসে স্থায়ীভাবে বসবাস না করতে পারে তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। অন্যে সব ভারতীয়রা কাশ্মীরে বসবাস করার অধিকারী। কিন্তু বিদেশিরা যাতে লুকিয়ে কাশ্মীরে এসে বসবাস না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। এখন এই বিরোধিতা বাড়তে শুরু করেছে প্রশাসন তা বলা শুরু হয়েছে। পিডিপি দলের সভাপতি মেহবুবা মুফতি বলেছেন, কাশ্মীরিদের ওপরে সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। তাদের ওপরে নজর রাখতেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। জম্মু নির্বাচন বিভাগ জেলার ভারতীয় ই-গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত জাতীয় সম্মেলনে 'ডিজিটাল জে কে ভিশন ডকুমেন্ট' প্রকাশ করেন জম্মু কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর সেই নথিতে জম্মু কাশ্মীরের নাগরিকদের তথ্য ভাণ্ডারের তথ্য বলা হয়েছে। ভিতে উল্লেখ করা হয়েছে কাশ্মীরের প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে নির্দিষ্ট কোড দেওয়া হবে। সেই কোড ধরে সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা যাতে সবাই পেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। জম্মু কাশ্মীর একটি সীমান্ত রাজ্য বটে। প্রায় সময়ে সেখানে জঙ্গিরাপ্রবেশ করে নাগরিকদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। প্রকৃত কাশ্মীরীদের শনাক্ত করা এবং তাদের সম্পর্কে খবর রাখাটার মধ্যে কোনও অপরাধ নেই। যারা শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীরে বসবাস করছেন তাদের তো কোন ভয়ের কারণ থাকতে পারে না। কাশ্মীরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াতে যারা চেষ্টা করছেন তারাই এই নয়া পরিচয়পত্র তৈরি করার ব্যাপারে বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করে না। তারা শান্ত কাশ্মীরপ্রস্তুত করার পক্ষে। একন বহু মানুষ মনে করেন কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ব্যাপারেপ্রকাশ্যে বিরোধিতা করতে শুরু করেছে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী

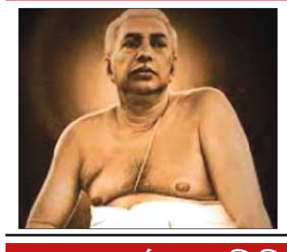

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, রম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তার। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকেপ্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তিপ্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে ঈশ্বর্থ লাভ করতে হবে। মাতৃ শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

‘সতীদাহ প্রথা’র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সরব নবজাগরণের অগ্রদূত ডিরোজিও

রবীন্দ্রকুমার শীল

(‘ইয়ং বেঙ্গল’ নেতা শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওকে নিয়ে আলেচনা করার বিভিন্ন দিক রয়েছে। আমি কেবল তাঁর বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের মধ্যে একটি মাত্র দিক তুলে ধরতে কলম ধরলাম। তাঁর রচিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী কাব্যটি ‘‘দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা ঃ ও মেট্রিক্যাল টেল’’’ (১৮২৮) শিক্ষিত সমাজে গুরুত্ব পেয়েছিল। তবে সেই সময়ে শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব শক্তিশালী হিন্দু দল নেতা এই বইটি পড়তে গোঁড়া হিন্দুদের নিষিদ্ধ করেছিলেন। ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেন ১৮০৯ সালে ১৮ এপ্রিল। পরলোকগমন করেন ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১ সালে) ঃ যুক্তিবাদ দিয়ে হিনদু ধর্মের কুসংস্কারকে ভেঙে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে যাঁরাই যুক্ত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যুক্তির মধ্যে থেকে হিন্দু ধর্মে প্রচলিত কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আঃেদালনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি ডিরোজি। তাঁর প্রধান কারণ হল রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হুগলির জেলার রাধানগরে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। আর ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮০৯ সালে। উভয়ের. বয়সের তফাৎ ৩৭ বছর। বলতে গেলে রাজা রামমোহন রায় ডিরোজিও জ্যাঠামশাই তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। ডিরোজিওর পিতা ফ্রান্সিস জন্ম ১৭৭৯ সালে। রাজা রামমোহন রায়ের চেয়ে সাত বছরের বড়। রামমোহন যখন কলকাতায় আসেন ১৮১৪ সালে। ডিরোজিও তখন মাত্র পাঁচ বছরের.ছেলে। ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় ছিলেন। ডিরোজিও শিক্ষক ছিলেন ডেভিড ড্রামন্ড। তাঁর স্কুলে ছাত্রজীবন শেষ করতে ডিরোজিও ১৮২৩ সাল পার হয়ে গিয়েছিল। অল্পকালের জন্য কেরানি জীবন এবং ‘ইণ্ডিয়ান গেজেটে’ সংবাদপত্রে কাজ করার পর তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার পদে যোগ দিয়েছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্ক ডিরোজিও একই সঙ্গে কলকাতা বাসিন্দা ছিলেন ১৮২৬-১৮৩০ সাল পর্যন্ত। মাত্র চার বছর। ১৮৩০ সালে ১৯ নভেম্বর রামমোহন বিলাতে যাত্রা করেছিলেন। সেখানেই তিনি দেহ রাখেন ১৮৩৩ সালে। আর ডিরোজিও কর্মচ্যুত হন ১৮৩১ সালে ২৩ এপ্রিল। তারপরে তিনি ‘ইস্ট ইণ্ডিয়া’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৮৩১ সালে ২৬ ডিসেম্বর। তবুও রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ডিরোজিওর সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথার বিরোধী আন্দোলনের তিনি একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায় যেমন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার জন্য বিলাত পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন আবার কলকাতা নির্মাণ কর্তা জব চার্নক সতী হওয়া এক মহিলাকে শ্মাশন ঘাট থেকে তুলে নিয়ে এসে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। জব চার্নকের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একটি নজির স্থাপন করলেন বলা যেতে পারে। পরে রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়া এবং ইংরেজ শাসকদের দিয়ে বিধান তৈরি করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ ডিরেজিওর মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে। সেই রেখাপাতের ফল স্বরূপ ডিরোজিও একটি কাব্য লিখে ফেললেন ‘দ্য ফকির অব জঙ্ঘীরা ঃ ও মেট্রিক্যাল টেল’’। ১৮২৮ সালে এটি প্রকাশিত হয়। পুরোদস্তুর আখ্যান কাব্য। এই কাব্য রচনা করে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও খুব সাহসী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কোনও প্রকাশ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও একটি আখ্যান কাব্য রচনা করে সতীকে মানবিক মর্যাদা দান করলেন। সেখানে দেখিয়েছিলেন নলিনী নামে একজন তরুণী বিধবাকে মৃত স্বামীর সঙ্গে দাহ করার আয়োজন করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে চিতাস্থল থেকে এক দস্যু ফকির (যিনি ছিলেন সতী নলিনীর পূর্ব প্রেমিক) তাকে কীভাবে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। তাদের ভালোবাসা রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়া দু ঃসাহসিক বেদনার করুণ কাহিনী।

। এবং তিনি মনে করেছেন এই দানবিকপ্রথাটি রদ করার জন্য মানব হিতৈষীদের সক্রিয়তা রয়েছে। এই কাব্যপ্রকাশের এক বছর বাদে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সতীদাহ প্রথা আইন পাশ করেন। এই আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে ডিরোজিও ‘‘’’ নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে

ফেলেছিলেন। কবিতাটি ৮ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে ‘ক্যালকাটা গেজেটে’ প্রকাশিত হয়। কবিতার শিরোটিকা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল বেন্টিক ঘোষিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনটি। এই কবিতাটিতে তৃতীয় স্তবকে বেন্টিকের গুণকীর্তন করা হয়েছে আর চতুর্থ স্তবকে একজন মানববন্ধুকে উদ্দেশ্য করে উৎসর্গ করা হয়েছে। সেখানো নাম উল্লেখ না থাকলেও সেই মানববন্ধুটি রাজা রামমোহন তার বলার অপেক্ষা রাখে না। ডিরোজিও সতীদাহ প্রথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে হচ্ছে। কলকাতায় এসেছেন ডিঙ্কওয়াটার বেথুন। স্কটল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বাবা কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমনা। সহিত্য বিঝান ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিটি কলেজ থেকে আইন পাশ একটি সলিসিটর ফার্মে কাজ পেলেন আইনজীবী হিসাবে। ভারতে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছেন লর্ড বেন্টিক। সেই আইনের বিরদ্ধে মতপ্রকাশ করে লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে আপিল করে ছিলেন সেই আইনজীবী। সতীহাদ মামলায় যুক্ত হলেন বেথুন। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম আইনী কাজ।

তিনি যত আইনী গভীরতায় প্রবেশ করতে শুরু করলেন ততই তাঁর মনের মধ্যে থেকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করতে থাকে সেটা হল কাদের পক্ষ নিয়ে.তিনি আইনী লড়াই করছেন যাদের স্বামী মারা গেলে অসহায় স্ত্রীদের পৈশাচিকভাবে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। ছেলের মনের দু ঃখের কথা বুঝতে পারলেন তাঁর মা এলিনর। তিনি ছেলেকে উপদেশ দিলেন ভারতে গিয়ে সেখানকার মহিলাদের জন্য কিছু করতে। ১৮৪৮ সালে বেথুন কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। বেথুন চিন্তা করলেন মহিলাদের মুক্তি দিতে গেলে একমাত্র প্রয়োজন তাদের শিক্ষিত করে তোলা। সমাজেপ্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে করতে পারবে নারীরা। তারাই লড়াই করে সমাজের কুসংস্কারকে দূর করতে পারবে। তার জন্যই মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে। মহিলা যত বেশি শিক্ষিত হবে ততই কুসংস্কারগুলি আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকবে। এক সময়ে মিলিয়ে যাবে পরাস্ত হয়ে। বেথুন সাহেবের উদ্যোগেই শুরু হল কলকাতায় মহিলাদের ইংরেজি শিক্ষা কেঃদ্র। পাশাপাশি বাংলায় শিক্ষাও থাকবে। ১৮৪৯ সালে ৭ মে প্রতিষ্ঠিত হল সুকিয়া স্ট্রিটে ১১ জন বালিকাকে নিয়ে বেথুন সাহেব স্কুল প্রতিষ্ঠা কররলেন। নাম হল ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল।’ বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের সতীদাহ এর পক্ষ নিয়ে যে বেথুন আইনী লড়াই করতে শুরু করে ছিলেন তিনি তা পরিত্যাগ করে কলকাতায় এসে মহিলাদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। যে পাপ কাজ করতে চলেছিলেন বিলাতে তার হাত থেকে মুক্তি পেতে কলকাতায় মহিলাদের জন্য স্কুল নির্মাণ করলেন। হিঃদু কলেজ শিক্ষক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরাজিও। তিনি ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। তিনি আবার যুক্তিবাদী শিক্ষক ছিলেন। ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্ম কীভাবে সমাজকে নিস্পেষিত করে দিয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন তাঁর ছাত্রদের সমানে। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করলেন মানুষ ধর্ম সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে মানুষ। ধর্ম মানুষ সৃষ্টি করেনি বা সমাজ সৃষ্টি করেনি। যেসব সামাজিক নীতি বা অনুশাসন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠী প্রস্তুত করেছে নিজেদের স্বার্থকে চরিতার্থ করতে। ধর্মীয় আইন বা অনুশাসন মানা হবে কিনা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার মানুষের রয়েছে। ধর্ম মানুকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে শুরু করে দিয়েছে এক প্রভাবশালী সমাজ নেতারা। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে। যে ধর্ম মানুষকে স্বীকার করে না এবং যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখায় না তাকে পরিহার করা উচিত। এহ ধরনের মনোভাব গ্রহণ করার ফলে ডিরোজিও বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিল। হিন্দু কলেজের অধিকাংশ বোর্ড সদস্যরা ডিরোজিওকে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা কথা বলতে থাকে। কিন্তু ডিরোজিও তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন না। তার ফলে তাঁকে হিন্দু কলেজ থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। এই প্রথম ভারতের একজন প্রতিবাদী শিক্ষকের বহিস্কার হল কলেজ থেকে। এর আগে আর কোনও শিক্ষককে এই রকমভাবে অপমানিত করে বহিস্কার করা হয়নি। ডিরোজিও তাতে থেমে থাকেননি। তিনি যেমন হিন্দু ধর্মের অনুশাসন নিয়ে বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন পাশাপাশি অবার তাঁর নিজস্ব ধর্ম খ্রিস্টান ধর্মের অবিচারের প্রতি প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এর ফলে তিনি একাকী হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পাশে কাউকে দাঁড়াতে দেখতে পাওয় যায়নি। তিনি একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন ধর্মীয় অবিতচার দেখলেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হবেন। তার ফলে সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। বিদ্যাসাগর তখনও প্রতিবাদের দ্বারা প্রান্তে এসে উপস্থিত হননি। তিনি বহু পরে বিধবা বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করতে শুরু করেছিলেন। ডিরোজিও যখন মুক্ত বিদ্যা চর্চার ওপরে জোর দিতে শুরু করে ছিলেন এবং তিনি একটি প্রতিবাদী সংস্থা তৈরি করেছিলেন তার নাম ছিল ‘ইয়ং বেঙ্গল’। এই ‘ইয়ং বেঙ্গল’-এর সদস্যরা সমাজের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে সমাজ সেই সময়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময়ে একাই সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ডিরোজিও. তখন রক্ষণশীলপন্থীরা খুবই শক্তিশালী। ইংরেজ শাসকেরা তখন কোনও ধর্মীয় বাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি ছিল না। তারা তখন এদেশের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাকে তাদের শাসন বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে ইংরজ শাসকদের পক্ষ থেকে কোনও রকম সহানুভূতি আদায় করতে পারেননি ডিরোজিও। যার ফলে সমাজের রক্ষণশীলপন্থীরা তাঁকে অতি সহজে পরাস্ত করতে পেরেছিল। সেই প্রতিবাদী শিক্ষক পরলোকগমন করেছিলেন ২৬ ডিসেম্বর। ঠিক বড়দিনের.পরই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল পার্ক স্ট্রিটে কবরখানায়। আজও তিনি সেখানে শায়িত রয়েছেন।

অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীর না যাওয়ার ভাবনা

কলকাতা ব্রিগেডে গীতা পাঠে কোনও তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের দেখতে পাওয়া যায়নি। সেখানে বিজেপি দলের নেতা থেকে শুরু করে বিধায়ক এবং কাউন্সিলররা অংশ গ্রহণ করেছিল। তাঁদের হাতেই ব্রিগেটরে গীতা পাঠের. অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। যার ফলে সেখানে কিন্তু কোনও তৃণমূল সমর্থক বা নেতাদের দেখতে পাওয়া গেল না। তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা নেত্রীরা এদিন ফুটবল খেলাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা বিভিন্ন স্থানে ফুটবল খেলা প্রদর্শন করে। স্বামী বিবেকানঃদ বলেছিলেন, গীতা পাঠের চেয়ে এক ঘন্টা ফুটবল খেলা নিয়ে চর্চা করলে শরীর ভালো থাকে। সেই কারেণ তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা এদিন বিভিন্ন স্থানে ফুটবল শিবিরের আয়োজন করে। এদিকে গীতা পাঠের অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই অযোধ্যার রাম মন্দির প্রসঙ্গ সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। রাম মন্দির ট্রাস্ট থেকে বলা হয়েছে ভারতের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। কংগ্রেসের নেত্রী সনিয়া গান্ধিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তিনি যাবেন কিনা তা নিয়ে কংগ্রেস কোনও কথা বলছে না। অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার কথা বলেছেন কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। এদিকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে রাহুল গান্ধি এই অনুষ্ঠানে সম্ভবত যোগ দিতে পারেন। যোগ দিতে পারেন প্রিয়াঙ্কা বঢ়রাও। সামনে রয়েছে ‘ভারত জোড়ো’ অভিযান। তার ফলে রাহুল গান্ধিকে সব ধর্মের লোকেদের সঙ্গে পা মিলিয়ে অভিযান শুরু করতে হবে। রাহুল গান্ধি যদি রাম মঃিদর উদ্বোধনে যোগ না দেন তাহলে কিন্তু তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক কৌশল মুশকিল হতে পারে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হচ্ছেন না। তার বদলে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন। তৃণূল কংগ্রেস নেতারা মনে করছেন বিজেপি দল লোকসভার ভোটের.আগে যেভাবে রাম মন্দিরকে নিয়ে সোচ্চার হতে শুরু করে দিয়েছে তা তাদের কাছে সমর্থন যোগ্য নয়। ভোটের আগে রাম মন্দির অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সবাই অঙ্ক কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এদিকে ২২ জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন। সেদিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্বের সব রাজনৈতিক নেতারা। এদিকে আগামী ২৬ জানুয়ারি আসছেন বিশেষ অতিথি হয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাকরঁ। কথা ছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আসবেন। কিন্তু তিনি বিশেষ কাজে আটকে পড়ার জন্য ফরাসি

প্রেসিডেন্ট এবারে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে বিশেষ অতিথি হয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। বিজেপি দল এখন দেশে রাম রাজনীতি এবং বিশ্বের কাছে সন্ত্রাসবিরোধী রাজনীতিকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বিজেপি দল নেতা এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকে তাক করে কোনও কৌশল অবলম্বন করতে পারছে না বিরোধী দলের নেতারা। সামনে বাজেট রয়েছে। সেই বাজেট এবারে লোকসভার নির্বাচনকে সমানে রেখে তৈরি হবে বলে বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছে। একদিকে রাম মন্দি এবং অন্য দিকে বাজেট থাকার বিজেপি বিরোধী শিবির কোনও রকম কৌশল গ্রহণ করতে পারছে না। এদিকে জোট ইণ্ডিয়া শক্তিশালী হতে পারছেনা। জোট ইণ্ডিয়া গোষ্ঠীর মধ্যেই জটিলতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে কংগ্রেসের সনিয়া গান্ধি যদি না যান এবং বাম দলের নেতারা যদি অযোধ্যায় গিয়ে উপস্থিত না তখন পশ্চিমবঙ্গের নেত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় মত বদল করে যদি রাম মঃিদরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তৃণমূল বিরোধী রাজনৈতিক দলের দিতে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় তাহলে নির্বাচনের ওপরে তার প্রভাব পড়তে পারে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী আগে থেকে বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে মোদি-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটিং হয়ে রয়েছে। বাম দলের নেতারা মনে করে মোদি মমতা কৌশল একই পথ ধরে.চলেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এবং বাম দলকে পরাস্ত করে লোকসভায় অধিক আসন সংগ্রহ করা। সেই পথ ধরে চলতে শুরু করে দিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণে তিনি একনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন না যে তিনি রাম মন্দির উদ্বোধনে উপস্থিত থাকতে পারবেন কিনা। তাঁর মুসলিম ভোট রয়েছে। সেই ভোটকে তিনি হারাতে চান না। এদিকে সিপিএম দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন যে বিশ্ব হিঃদু পরিষদের পক্ষ থেকে আন্ত্রমণপত্র তারা পেয়েছেন। সিপিএম দলের সাধারণ সম্পাদক মনে করেন ধর্মের বিশ্বাস যে যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভারতের সংবিধানে সবার ইচ্ছা মতো ধর্মাচার পালন করার অধিকার রয়েছে। ভারতের সংবিধানে কোনও ধর্মকে নির্দিষ্ট করে পালন করার কথা বলেনি। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। রাম মঃিদর উদ্বোধনে উপস্থিত থাকছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ধর্মকে এখন রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কংগ্রেস দলের শীর্ষ নেতাদেরও রাম মন্দির ট্রাস্ট থেকে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন খগে, সনিয়া গান্ধি এবং অধীররঞ্জন চৌধুরীকে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। কংগ্রেসে নেতারা এখন নরম হিন্দুত্বের পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। গুজরাতের বিধানসভার নির্বাচেন সময়ে রাহুল গান্ধি মন্দির রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে গুজরাতে কংগ্রেস এবারে ভালো আসন লাভ করে। যদিও তারা সরকার গছন করতে পারেনি। তবুও বলা যেতে পারে কংগ্রেস বিরোধী দল হিসাবে সেখানে ঠাঁই পেয়েছে। তার ফলে কংগ্রেস নেতারা এখন রাম মঃিদর উদ্বোধনকে বয়কট বলে ঘোষণা করতে পারছে না। কংগ্রেসের নেত্রী সনিয়া গান্ধি নিজ স্বয়ং উপস্থিত না থাকতে পারলেও সেখানে উপস্থিত থকতে পারেন কংগ্রেসের.নেতারা। তার মধ্যে রাহুল গান্ধির উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যেতে পারে। এদিকে কনৌজের বিজেপি সাংসদ সুব্রত পাঠক কলেছেন রাম মন্দির উদ্বোধনে কোনও সমাজবাদী নেতাদের যেন আমন্ত্রণ না করা হয়। কারণ এই সমাজবাদী পার্টির নির্দেশে ১৯৯০ সালে অযোধ্যায় করসেবকদের দিতে তাক করে পুলিশ গুলি চালিয়ে ছিল। এদিকে এসপি নেতা অকিলেশ যাদব এবং তাঁর স্ত্রী ডিম্পল যাদব বলেছেন যে অযোধ্যায় যদি তাদের আমন্ত্রণ না করা হয় তাহলে তারা অন্য একটি মঃিদরে গিয়ে ওই দিন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করবেন। তিনি বলেছেন ধর্মকে রাজনীতি দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে রাম মন্দিরে গিয়ে সেখানে রাম দর্শন করার। সেই অধিকার কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা কেড়ে নিতে পারেন না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি বলেছেন সবাইকে রাম মঃিদর উদ্বোধনে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। রাম মঃিদর উদ্বোধনে কাউকে নিরাশ করা হয়নি। সবাই যাতে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক ভাবে রামের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে তার দিকে লক্ষ্য বেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রাম মন্দির উদ্বোধন সরকারি অনুষ্ঠান নয়। যারা এটাকে সরকারি অনুষ্ঠান বলে মনে করতে শুরু করেছেন তারা কিন্তু ভুল করছেন।

হেরিটেজ ঃ বড়দিনে কলকাতার গির্জা

কলকাতায় সব রকমে ধর্মানুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। কলকাতার বড়দিনে সব গির্জাগুলি সাজতে শুরু করে দেয়। বড়দিনে সবাই হিন্দু মুসলমান থেকে শুরু করে সব ধর্মের মানুষেরা গির্জায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রভু যিশুর প্রার্থনায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল গির্জা ঃ ১৮১৯ সালে তৈরি হয়েছিল সেন্ট পলস গীর্জা। বাংলার গর্ভনর জেনারেল ফ্রান্সিস হেস্টিংস। ক্যাথিড্রালের জন্য জায়গা স্থির করেছিলেন তৎকালীন বিশপ মিডলটন। ১৭৬২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়ার নথি থেকে জানতে পারা গিয়েছিল যে এখানে আগে বাঘ ঘুরে বেড়াত। ১৮৩২ সালে আবার ক্যাথেড্রাল তৈরি করার প্রস্তাব অসে উপস্থিত হয়। ১৮৪৭ সালে এই সেন্ট পলস গীতা তৈরি করা হয়েছিল। লালবাজারের কাছেই সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জা সেখানে এল্ড কোর্ট হাউস ছিল। ১৭৯২ সালে তা ভেঙে ফেলা হয়। এই আদালতে মহারাজ নন্দু মারের ফাঁসি আদেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মামলা ছিল এটি। স্কটিস প্রেসবিটারিয়ানদের জন্য তৈরি করা হয়েছে অই গির্জা। পাদরি রেভারেন্ট রেভারেন্ট জসম ব্রাইস কলকাতায় পা রেখেছিলেন ১৮১৪ সালে। মিডলটন ছিলেন চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধি তথা সেন্ট জনস চার্চের প্রধান। দুই পাদ্রীর বিবাদ চরমে উঠলো সেন্ট অ্যান্ড্রুজ গির্জাকে কেন্দ্র করে। সেন্ট জনস চার্চ নতুন করে তৈরি করা যাবে না। সুতরাং মিডলটন দাবি করলেন যে নতুন গির্জার শিখর উচ্চতায় খাটো করতে হবে। সেন্ট জনস চার্চকে তা ছাড়িয়ে যাবে না। এদিকে ব্রাইস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তাদের চার্চের উচ্চতা সেঃট জনসকে ছাড়িয়ে যাবে। তার ফলে সেঃট অ্যান্ড্রুজ চার্চের মাথা একটি মোরগ বসিয়ে দেওয়া হল। রেগে আগুন মিডলটন। এদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসন মিডলনটনকে শান্ত করলো। গির্জার দেখভাল করবে পূর্ত বিভাগ। মোরগ তারা ছোঁবে না। এই নিয়ন বহাল রয়েছে ১৮১৮ সাল থেকেই। সেঃট জনস চার্চ ১৮৮৭ সালে তৃতীয় গির্জা। এই খানে শুয়ে রয়েছেন জব চার্নক। লেডি ক্যানিং এবং বেগম ফ্রান্সেস জনসন। লর্ড কার্জন নির্মিত ‘ব্ল্যাক হোল অব ক্যালকাটা’ এখানে রয়েছে। আর্মেনিয়ান গির্জা তৈরি করা হয়েছিল ১৭৬৪ সালে। এর আগে ১৭০৭ সালে তৈরি তৈরি করা হয়েছিল ‘আর্মানি গির্জা’। সেচি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ১৭২৪ সালে অর্থ সংগ্রহ করে নতুন করে গির্জা নির্মাণ করেছিলেন ইয়াকব নাজার। আজকে যে গির্জাটি আমরা দেখতে পাই সেটি তৈরি করা হয়েছিল ১৭৬৪ সালে। এই গির্জা নির্মাণ করতে বিখ্যাত ধনী ওবেরয় গ্র্যাণ্ড আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। কলকাতায় পতুর্গিজ গির্জা পোশাকি নাম হচ্ছে ‘ক্যাথিড্রাল অফ দ্য মোস্ট হোলি রোজারি’। এটি তৈরি করা হয়েছিল ১৭৯৯ সালে। পর্তুগিজ বণিকেরা এসেছিল ১৫০০ সালে। ব্রিটিশদের আগমনেরপ্রায় ১৫০ বছর আগে। পুর্তগিজরা ঘাঁটি গেড়েছিল ব্যাণ্ডেলে। ১৭ শতকে কলকাতায় যখন ইরেজরা অধিকার করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন থেকেই পর্তুগিজেরা এখানে এসে উপস্থিত হতে থাকে। তারপরে পর্তুগিজরা এদেশের সঙ্গে মিশে গেল। তখন তাদের বলা হতো ‘ইউরেশিয়ান’ বা ইউরোপীয় এশিয়ান ধাঁচের মিশ্রণ। ওল্ড মিশন গির্জা তৈরি করেছিলেন সুইডেনের নাগরিক এবং লুথেরান ধর্মাবলম্বী ধর্মপ্রচারক জোহান জ্যাকারায়া কিয়েরনান্ডার। কলকাতার দ্বিতীয়প্রাচীন গির্জা। ১৭৭০ সালে এই গির্জা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৭৬৭ সালে এই গির্জার জমি ক্রয় করেছিলেন কিয়েরনাণ্ডার। নির্মাণ সেষ হলে এই গির্জার নামকরণ করা হয়েছিল ‘বেথ টাফিলা’। (উপাসন গৃহ)। স্থানীয়রা এই গির্জার নাম দিয়েছিল ‘লাল গির্জা’। এখানেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। সেন্ট জেমস গির্জা তৈরি করা হয়েছিল ১৮৬২ সালে। এই গির্জা প্রথমে তৈরি হয়েছিল নেবুতলার কাছে। পরে এই গির্জার পাশে তৈরি করা হয়েছিল একটি স্কুল। সই স্কুল সেন্ট জেমস স্কুল নামে খ্যাতি লাভ করে। আর্চডিকন প্র্যাট নিজের প্রভাব বিস্তার করে জনৈক কোটসের বাগান বাড়িটি গ্রহণ করে.সেখানে গির্জা এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ‘জোড়া গির্জা’ নামে কলকাতা এর খ্যাতি রয়েছে।

জোট নিয়ে জল্পনার মাঝে ডালুর মন্তব্য

সিপিএমকে নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের সম্ভাবনা

তনুজ জৈন, মালদা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটে একই ছাতার তলায় রয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল এবং বামেরা। কিন্তু লোকসভায় এ রাজ্যে তিন দলের অবস্থান কি হবে তা নিয়ে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক মহলে চর্চা চলছে। যদিও কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে আসন সমঝোতা হয় তবে সিপিএমের অবস্থান এখন বড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। সারা রাজ্যের সঙ্গে মালদার জেলা রাজনৈতিক মহলেও এখন এই নিয়ে চর্চা। যেহেতু মালদায় কংগ্রেসের এখনও পায়ের তলায় মাটি রয়েছে। একজন সাংসদ রয়েছেন জেলায়। তাই যদি কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে আসন সমঝোতা হয় সে ক্ষেত্রে অন্তত মালদার একটি আসন কংগ্রেসকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। অন্যদিকে মালদাতেও সিপিএমের অবস্থান নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম উত্তর মালদায় প্রার্থী দিলেও দক্ষিণ মালদায় কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করেছিল। কিন্তু আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের সমঝোতা হলে সিপিএম কি করবে সেই নিয়েই বড় প্রশ্ন। বুধবার দক্ষিণ মালদার সাংসদ তথা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আবু হাসেম খান চৌধুরীর মন্তব্য এই জল্পনাতে আরও বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। ডালুবাবুর দাবি, দক্ষিণ মালদার আসনটি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসকে ছেড়ে দিতে রাজি। তবে তারা উত্তর মালদা, রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ সহ আরও বেশ কয়েকটি আসনের দাবি জানাচ্ছেন। ৩০ তারিখের বৈঠকে সবটা চূড়ান্ত হবে। তারপরেই পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুতি শুরু হবে। যদিও তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে শেষ পর্যন্ত জোট হলেও সেই জোট কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মীরা কতটা মেনে নিতে পারবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে মালদায়। রাজ্যের যে জেলাগুলিতে কংগ্রেসের এখনও ভোট ব্যাঙ্ক রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম মালদা। চলতি বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ শানিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। জেলার বেশির ভাগ এলাকাতেই তৃণমূলকে টক্কর দিয়েছে কংগ্রেস। ভোট থেকে শুরু করে বোর্ড গঠন পর্যন্ত বিবাদে জড়িয়েছে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের কর্মীরা। নিচু তলার কংগ্রেস কর্মীদের মতে পঞ্চায়েতের সময় আমাদের ওপর [illegible] ছিল তৃণমূল। ভোটের সময় ছাপ্পা আটকাতে গিয়ে আমাদের বহু কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। আমাদের অনেক সদস্যদের বহু জায়গায় ভয় দেখিয়ে নিজেদের দলে টেনে বোর্ড গঠন করেছে তৃণমূল। এখনও কংগ্রেসের বহু কর্মীর নামে মিথ্যা মামলা চলছে। তাই এই জোট নিচু তলার কর্মীরা কতটা মেনে নেবে তা নিয়ে দ্বিধা রয়েছে কর্মীদের মধ্যে। অন্যদিকে বাম কর্মীদের মতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে আমাদের সমস্যা নেই। কিন্তু কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে গেলে একাই লড়াই করা উচিত সিপিএমের। আবার জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী সাম্প্রতিক কালে বহু সভা থেকে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস এবং সিপিএমকেও আক্রমণ করেছেন। বিজেপির দুই ভাই এবং দালাল বলে কংগ্রেস ও সিপিএমকে কটাক্ষ করেছেন। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে জোট নিয়ে দ্বিধা তৈরি হলে তৃণমূল বিরোধী ভোট বিজেপির থেকে শিফট করতে পারে। কংগ্রেসের এক অঞ্চল নেতা বলেন, আমাদের এলাকাতে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে লড়েছি আমরা। অনেক সন্ত্রাস সহ্য করতে হয়েছে। তাই ওদের সঙ্গে জোট হলে মানুষের কাছে কি বলব এটা একটা বড় সমস্যা। তবে প্রত্যেকটা ভোটের প্রেক্ষিত আলাদা। দেখা যাক উচ্চ নেতৃত্বরা কি নির্দেশ দেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি আবু হাসেম খান চৌধুরীর মন্তব্য, দক্ষিণ মালদার ছেড়ে দিতে রাজি আছে মমতা। আমরা উত্তর মালদা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়ার মতো আসনগুলো দাবি করছি। ৩০ তারিখ আবার বৈঠক আছে। তারপরেই প্রস্তুতি চূড়ান্ত মাত্রায় শুরু হবে। আমি চারবারের সাংসদ। পঞ্চমবারও দাঁড়াবো ও জয়ী হব। জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানান, আমাদের কাছে এখনও কোনো নির্দেশ আসেনি। তবে এইসব রাজ্যের ব্যাপার। আমাদের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং সেনাপতি অভিষেক ব্যানার্জি যা নির্দেশ দেবেন সেটাই হবে।

পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ফের এবার মেদিনীপুর পুরসভায় প্রকাশ্যে চলে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। আরও একবার পুরপ্রধান সৌমেন খানের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ করে তাঁকে অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কাউন্সিলরদেরই একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, জেনে বুঝে একাংশের কাউন্সিলরদের বঞ্চনা করছেন পুরপ্রধান। এর আগে ২০২২ সালের ২২ ডিসেম্বর মেদিনীপুর পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে একই রকম বিক্ষোভ হয়েছিল। তবে তাঁকে অপসারণ করেনি নেতৃত্ব। বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁদের সঙ্গে ১০-১১ জন কাউন্সিলর রয়েছেন। যাদের অভিযোগ মেদিনীপুরের তৃণমূলি পুরপ্রধান পুরসভায় স্বৈরাচার চালাচ্ছেন। নিজের পছন্দের কাউন্সিলরদেরই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেন তিনি। বাকিরা চরম বঞ্চনার শিকার। এই অভিযোগ তুলে বুধবার বিক্ষোভে বসেন তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশ। বিক্ষোভে সৌমেন বাবুকে অপসারণের দাবিতে স্লোগান ওঠে। তৃণমূলের যে সমস্ত কাউন্সিলররা বিক্ষোভ অবস্থানে বসেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম মেদিনীপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের শহর সভাপতি বিশ্বনাথ পাণ্ডব, মৌ রায় ও অন্যান্যরা। এই খবর পেয়ে পুরপ্রধান সৌমেন খান বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলরদের সঙ্গে দেখাও করেন বলে জানা গেছে। বিক্ষোভকারী তৃণমূল কাউন্সিলরদের দাবি, তৃণমূলি পুরপ্রধান সৌমেন খান কাউকে কিছু না জানিয়েই পুরসভায় অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করেছেন। তাঁকে কোনও প্রশ্ন করলে দুর্ব্যবহার করেন তিনি। উল্লেখ্য, ২৫ আসনের মেদিনীপুর পুরসভায় ২০টি আসনে জয় পেয়েছিল তৃণমূল। ৩টি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছিল বামেরা। ১টি করে ওয়ার্ডে জিতেছিল কংগ্রেস ও নির্দল। এই পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান সৌমেন খান জানিয়েছেন যে তিনি পুরো বিষয়টি নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে তৃণমূলের সভাপতির সঙ্গে কথা বলেছেন। দল যা সিদ্ধান্ত নেবে, তিনি সেই মতো পদক্ষেপ করবেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের আগে দলীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে দাবি দাওয়া আদায় করতে চাপ বাড়াচ্ছে দলীয় নেতা-কর্মীদেরই একাংশ। তার জেরেই এই বিক্ষোভ। সৌমেনবাবুকে নিয়ে আগেই নিজেদের অবস্থায় স্পষ্ট করে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাই নতুন করে একই দাবি তুলে ফল পাওয়ার সম্ভাবনা নেহাতই কম।

রেজাল্ট না মেলায় স্কুলে বিক্ষোভ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ ডিসেম্বর ঃ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলেও প্রধান শিক্ষক না থাকায় মিলছে না রেজাল্ট। ঝুলে রইলো পঞ্চম থেকে নবম শ্রেনীর ৬৩২জন পড়ুয়ার ভবিষ্যত। এই ঘটনার জেরে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল রায়না-১ ব্লকের রায়না স্বামী ভোলানন্দ বিদ্যায়তন স্কুল। বিক্ষোভে স্কুলের মধ্যে ঘন্টাখানেক ঘেরাও হয়ে থাকলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শেষ পর্যন্ত রেজাল্টের দাবীতে স্কুলের গেটের তালা লাগিয়ে দেন বিক্ষোভরত অভিভাবকরা। তাদের অভিযোগ, জানুয়ারি মাসের ২ তারিখ থেকে ভর্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নতুন ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়ে গেলেও। মিলছে না রেজাল্ট। কারণ হিসাবে স্কুলের তরফ থেকে প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। ফলে নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হতে হবে স্কুলের ৬৩২জন পড়ুয়াকে। রায়না স্বামী ভোলানন্দ বিদ্যায়তন স্কুলে রয়েছে তিন সদ্যের একাডেমির একটি কমিটি। তাতে রয়েছেন স্কুলের শিক্ষক অম্বুজা ঘোষ,পলাশ মিশ্র ও বিকাশ সিংহ। এদিন ভূগোলের শিক্ষক অম্বুজা ঘোষ জানান, স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোরবান আলি খান দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে অনিয়মিত রয়েছেন। এর জেরে যেমন স্কুলের একাডেমি সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না, তেমনই ফল প্রকাশ হলেও পঞ্চম থেকে নবম শ্রেনীর ছাত্রদের রেজাল্ট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, রেজাল্টে প্রধান শিক্ষককের স্বাক্ষর প্রয়োজন। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বারংবার যোগাযোগ করলেও তাকে পাওয়া যায়নি। একাডেমিক আইন অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক ছাড়া রেজাল্ট দেওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন, স্কুলের জটিল অবস্থার কথা জেলা শিক্ষা বিভাগের রায়না-২ সার্কেল অফিসারকে জানানোর পাশাপাশি জেলার ডিআই-কে জানানো হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলেই সহযোগিতার জন্য এগিয়ে না এসে দায় ঠেলেছেন একে অপরের দিকে। গত সাতদিন আগেও ডিআই-কে চিঠি দেওয়া হলেও কোন পদক্ষেপ নেননি তিনি। বর্তমানে ৬৩২জন ছাত্রের ভবিষ্যত ঝুলে রয়েছে রেজাল্ট না পাওয়ার জন্য। স্কুলের রেজাল্ট নিয়ে বিক্ষোভের খবর রায়না-১ ব্লকের বিডিওর কাছে পৌঁছালে, তিনি জয়েন্ট বিডিওকে পাঠান স্কুলের পরিস্থিতি দেখতে। বিডিও আশ্বাস দিয়েছেন আগামী ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেক ছাত্র যেন রেজাল্ট পায় তার ব্যবস্থা করবেন তিনি। সেই সঙ্গে এই বিষয়ে জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের আলোচনা করবেন বলে জানান তিনি। জেলা শিক্ষা দপ্তরের ডিআই শ্রীধর প্রামাণিকের সঙ্গে বারংবার ফোনে যোগাযোগ করা হলে উনি ফোন তোলেন নি।

পরপর তিনটি গাড়ির সংঘর্ষে আহত বহু যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি সংলগ্ন জিয়াগঞ্জ এলাকায় পরপর তিনটি গাড়ির সংঘর্ষে আহত বেশ কয়েকজন। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি সরকারি যাত্রীবাহী বাস সহ চার চাকা গাড়ি এবং একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার। জানা গিয়েছে, একটি সরকারি বাস কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসছিল। বাসটি জিয়াগঞ্জ এলাকায় আসলে উল্টো দিক থেকে একটি গাড়ি চলে আসায় রাস্তায় ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যায় বাসটি। ফলে পিছনে থাকা চারচাকা গাড়িটিও দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সময় পিছনে থাকা একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার ছোটো চারচাকা গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। সেই গাড়িটি যাত্রীবাহী বাসের পেছনে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় বাসের কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় ছোট চারচাকা গাড়িটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এনজেপি থানার পুলিশ ও ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক আউটপোস্টের পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। গাড়িগুলিকে উদ্ধার করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী ১৫ কোটি দিচ্ছেন ওয়াকফ বোর্ডকে

কেন্দ্র চাইছে ওয়াকফ বোর্ড তুলে দেবে

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্র রাজ্যসভায় বিল এনেছে ওয়াকফ বোর্ড তুলে দেবে। তারা চাইছে ওয়াকফ বোর্ড তুলে দিতে। আইন সভায় পাশ করাতে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পনেরো কোটি দিচ্ছেন ওয়াকফ বোর্ডকে। আলাদা আলাদা বোর্ড করছেন মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের জন্য। যেমন সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদ এবং সংখ্যালঘু বৃত্তিমূলক উন্নয়ন পর্ষদ। কেন চাইছেন? এমনি এমনি? আরও ভালো ভাবে নিবিড় উন্নয়ন করতে। আর কেন্দ্র চাইছে তুলে দিতে। এভাবেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত নলহাটির নগরা গ্রামে মানুষের কাছে বিজেপি সরকারের আসল চেহারা তুলে ধরলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সাবির সিদ্ধার্থ গাফফার। উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ ফয়জুদ্দিন সাহেব, আসগার আলী প্রমুখ। এদিন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কাউন্সিলের সম্বর্ধনা সভায় সংখ্যালঘু (বৃত্তিমূলক) উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান গাফফার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কেন আলাদা আলাদা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ড এবং সংখ্যালঘু বৃত্তিমূলক উন্নয়ন বোর্ড করেছেন? আগে কোনো সরকার করেন নি। আজকে বিডিওর কাছে দরখাস্ত করলে তা ডোমা বা বিত্তনিগমের কাছে পৌঁছে যাবে। সংখ্যালঘু মা ভাই বোনেদের প্রযুক্তিগত ভাবে দক্ষ করতে হবে, এই লক্ষ্য রাজ্য সরকারের। আমরা দেখেছি, সংখ্যালঘুদের একটা বিরাট অংশ পরিযায়ী শ্রমিক। বিজেপি শাসিত রাজ্যে সংখ্যালঘুদের এমন এমন কাজ দেওয়া হচ্ছে বলার নয়। তাদের লাশ আসছে ঘরে। আমাদের রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ খুলেছে। বীরভূমের ছেলে সামিরুল ইসলাম তার চেয়ারম্যান। এই পরিযায়ীদের মধ্যে সংখ্যালঘু, দলিত ও বৌদ্ধ সবাই আছেন। রাজ্য সরকার ব্যবস্থা করেছে বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা। এই সার্টিফিকেট থাকলে যথাযথ কাজ এবং বেশি বেতন পাওয়া যাবে। এই চিন্তা একমাত্র মমতা বন্দোপাধ্যায় ভেবেছেন।

পরিব্রাজককে সম্বর্ধনা প্রদান

দুরন্ত বার্তা, লাভপুর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ কর্নাটকের বাসিন্দা শ্রী দিবাকর রেড্ডি স্কুটিতে সারছেন ভারত পরিভ্রমণ। স্কুটির পিছনে ব্যানারে লেখা 'ব্যাঙ্গালোর টু অল ইন্ডিয়া ট্রিপ'। লাভপুর থেকে কলকাতা যাত্রাপথে শক্তিগড়ের কাছে লাভপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা বীরভূম জেলা পরিষদের মেন্টর অভিজিৎ সিনহা (রানা) এই পরিব্রাজক স্কুটি আরোহীকে দেখতে পান। ওনার স্কুটির পিছনে লেখা দেখে এগিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। এই পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে নভেম্বর মাসে রওনা হন তিনি। তিনি ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিজের স্কুটিতে পরিভ্রমণ করে প্রায় দশ হাজার বৃক্ষরোপণ করবেন তিনি। পাশাপাশি, গ্রিনিচ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে মোট ২ লক্ষ কিলোমিটার পরিক্রম করবেন তিনি। সেই সাথে যাত্রাপথের মাঝে বিশেষ কিছু স্কুলে গিয়ে সেখানে দুটি করে প্রায় দশ হাজার বৃক্ষরোপণ করবেন। এই পরিকল্পনা নিয়ে চলেছেন বিশ্ব পরিভ্রমণে। বিধায়ক হিসাবে স্কুটি আরোহীকে তার নিজের গলার স্কার্ফ পরিয়ে অভিনন্দন জানান এবং তার যাত্রাপথের সুবিধার জন্য বিধায়ক পাঁচ হাজার টাকা যাত্রাপথের খরচ স্বরূপ দেন এবং তার জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা করেন।

সীমান্তে হয়রানি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় সাধারণ বাসিন্দাদের ওপর হয়রানি করছে বিএসএফ। এমনই অভিযোগ তুলে কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখাল মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। পাশাপাশি জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেয় তারা। বুধবার কোচবিহার রাসমেলার মাঠ থেকে মিছিল বেরিয়ে শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় এপিডিআর-এর সদস্যরা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, তুফানগঞ্জ ১ ব্লকে কাঁটাতারের ওপারে হাজার হাজার বিঘা চাষের জমি রয়েছে। সেখানে পাট, ভুট্টা সহ বিভিন্ন চাষে বাধা দিচ্ছে বিএসএফ। এছাড়া সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের হয়রানিও করা হচ্ছে। বিএসএফের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হলে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এসব ঘটনার প্রতিবাদে এদিন স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এসব বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারীরা।

গাড়ি ভাড়া করা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএন-বিএস-২০২৩-ডিইসি-০১, তারিখ ঃ ১৯-১২-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ডিওয়াইসিই-সি-বিএস-বিএইচআরবি-এইচভি-২৩-০১আরটি; কাজের নাম ঃ ১ (এক) বছরের জন্য ডেপুটি সিই/সিওএন/ভৈরবী -এর অধীনে কর্মরত ১৪ জন অধস্তনদের জন্য পুল যানবাহন হিসাবে ব্যবহারের জন্য যোগ্য চালক সহ চার চাকা ড্রাইভ সহ ৩টি (তিন) (নন এসি) মোটর গাড়ি (৪ডব্লিউডি, মাহিন্দ্রা বোলেরো, বোলেরো ক্যাম্পার বা অনুরূপ) ভাড়া করা। ভৈরবী থেকে সাইরাং প্রকল্প (মিজোরাম) নতুন বিজি রেললাইন নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত উত্তর-পূর্ব রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এখতিয়ারের মধ্যে ভাড়া করা গাড়ি ব্যবহার করা হবে। আনুমানিক মূল্য ঃ ১৯,০৩,৩৬৫.৩৬ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-০১-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ১০-০১-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডেপুটি সিই/কনস্ট্রাকশন, ভৈরবি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক টিআরডি নবীকরণ কাজ

টেণ্ডার নোটিস নং. টিআরডি-এলএমজি-১৩ অফ ২০২৩-২৪ তারিখঃ ২৩-১২-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-এনএফআর-ডিপিইউ-ওএইচই-এমওডি-১০। কাজের নামঃ "অমৃত ভারত যোজনা"র অধীনে ডিফু ষ্টেশনের চার (০৪) টি লাইনের ওপরে নতুন এফওবি নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি নবীকরণ কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ৭৩,৪৮,১৭৭.৯০ টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৪৭,০০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ১৭-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এণ্ড জিএস/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of the Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tenders are hereby invited by the undersigned for Construction of Rural Roads at different locations under the Jurisdiction of Bishnupur-I Dev. Block. Details of which are as noted below: **1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-29/23-24 & WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-30(14)/23-24, Date: 26.12.2023.** 2. Bid submission start date: **27.12.2023.** 3. Bid submission closing date: **11.01.2024.** Details will be available in the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-I Dev. Block
Bhasa, South 24 Parganas

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 1385/EO/JLD-II, Dated: 27/12/2023
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-18(e)/EO/JLD-II/2023-24 dt. 27.12.2023,** for 1 nos. scheme **(Tender ID : 2023_ZPHD_632043_1),** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **12.01.2024 up to 10-00 am** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৩/৫৩, তারিখঃ ২৬.১২.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ০৫২৩১০৩২;** ক্যামাক্স কম্পাউন্ড ইত্যাদি; ১৮১৭৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১০.০১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ১১২৩১৮১৩এ;** কোচিং স্টক (কাস্টিং)-এর জন্য রিভাইসড সাইড বাফার কেসিং সংগ্রহের কাজ; ১৬৩৩২০ টাকা। **(৩); ২০২৩১১৬৪এ;** আইসিএফ ড্রয়িং নং. আইসিএফ,/এসকে-৩-৫-৫১৭ অল্ট ইউ, ইএমইউ-এর জন্য দফা নং ৩ অনুসারে ৩/৮" বোর (১০ মিমি বোর)-এর জন্য হোস কানেকশন-সংগ্রহের কাজ; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১১.০১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ২ ও ৩-এর জন্য)। **(৪); ২০২৩১৪০২এ;** ইএমইউ-সমূহের ট্যাপ চেঞ্জার জিআর কন্ট্র্যাক্টকর (টি১ থেকে টি৯)-এর টপ এবং বটম আর্চিং কন্ট্যাক্টস-এর সেট (টাংস্টেন মাথাওয়ালা) সংগ্রহের কাজ; ৫৩৯০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১২.০১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৫); ০৬২৩১০০৫;** কটন ক্যালিকো আনব্লিচড ক্লথ ৯১ সেমি সংগ্রহের কাজ; ৫৬২৭০ টাকা। **(৬); ১৫২২৫০৯১এফ;** ০৫ বছরের সিএএমসি সমেত ৫ টন ক্ষমতার হাইড্রলিক লিফ্টিং টেবিল; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৫.০১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৫ ও ৬-এর জন্য)। **(৭); ০৮২৩১৪৬৮;** ২৫ কিলাওয়াট ব্রাশলেশ অল্টারনেটর; ৪৩৪৬০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.০১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৮); ১৫২৩৫১৪৪এ;** সংশ্লিষ্ট টেকনিকাল স্পেসিফিকেশন অনুসারে ২৫ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন সরবরাহ ও সূচনা; ১৩৪০০০ টাকা। **(৯); ১৫২৩৫১৫১এ;** অ্যানেক্সার/ইওটিসি/৩০টি/কেপিএ (রেফারেন্স স্পেসিফিকেশন নং. সিওএফএমওডব্লু/আইআর/ইওসিটিসি/২০২২, রেভ-০) অনুসারে ৩০ টন ইওটি -ক্রেন (টার্ন কি ভিত্তিতে) সরবরাহ ও সূচনা; ১৬২৫০০ টাকা। **(১০); ১৫২৩৫১৬৮;** অ্যানেক্সার/সিটিআইজিডব্লু এম/সি/আইজিবিটি/এসি-ডিসি/হরজ. টাইপ/২০১৪ (রেভ-১)/কেপিএ অনুসারে এএমসি সমেত কমিউটেটর টিআইজি ওয়েল্ডিং মেশিন (হরাইজন্টাল ধরনের)-এর সরবরাহ ও সূচনা; ১৯০০০০ টাকা। **(১১); ২১২৩৫০১৩এ;** ন্যারো জ - ইত্যাদির জন্য সাইড ফ্রেম কী (কার্ট্রিজ আর.বি.-র জন্য) সংগ্রহের কাজ; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৯.০১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৮ থেকে ১১-এর জন্য)। **(১২); ০৫২৩১২২৭;** ডব্লুএজি-৯ ও ডব্লুএজি-৭ (৩-ফেজ) লোকোমোটিভ-এর জন্য ট্রান্সফারমার অয়েল; ১৫২৫৭০ টাকা। **(১৩); ১১২৩১৫৪০;** এলএইচবি নন-এসি কোচ সমূহের জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং; ৭৫৪৮০ টাকা। **(১৪); ২২২৩৫৯৬৬;** টাইটানিয়াম নির্মিত লকিং প্রক্সিম্যাল ল্যাটারাল টিবিয়াল প্লেট + ৯টি লকিং স্ক্রু (৩.৫ মিমি); ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২০.০১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১২ থেকে ১৪-এর জন্য)। **(১৫); ২১২৩১৩১৭এ;** ''বিওবিওয়াইএন'' ওয়াগন ইত্যাদির জন্য ডোর অপারেটিং কমপ্লিট; ৫৯৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.০১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৬); ০৮২৩১৪৫৯;** ব্ল্যাক মিডিয়াম ওয়াল এবং ফ্লেক্সিবল কোরাগেটেড ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ৬৬৭০০ টাকা। **(১৭); ১৬২৩১১৩৯;** ট্রান্সভার্স বন্ড সংগ্রহের কাজ; ৫৪৩২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১৬ ও ১৭-এর জন্য)। **(১৮); ১৫২৩৫১৮৯;** ১০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেন সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ; ৮৬০০০ টাকা। **(১৯); ১৫২৩৫১৯০;** ১০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেন সংগ্রহের কাজ; ৮৬০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১৮ ও ১৯-এর জন্য)। **(২০); ১৫২৩৫১৩৯এ;** সংশ্লিষ্ট অ্যানেক্সার অনুসারে ১০ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা ও সূচনার কাজ; ৮৬০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩১.০১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২১); ০৮২৩১০৮৭;** ৪.৫ কেডব্লু, ১১০ ভোল্ট ডিসি-র জন্য রাবার প্যাড সংগ্রহ ইত্যাদি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৯.০২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০.০০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ২১-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-59/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Chandernagore Municipal Corporation

1) Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT-45(e) & 46(e)/2023-24, dt -27.12.2023
Memo No. 3133/PWD/TENDER/23-24/45 & 46, dt- 27.12.2023
Various Developments of Municipal Areas
For details, please visit the website-
www.chandernagoremunicipalcorporation.in

Assist.Engineer
Chandernagore Municipal Corporation

NOTICE INVITING e-TENDER

Notice Inviting e-Tenders 07 (Seven) nos. of works within Kanpur GP. Details of which will be available at **https://wbtenders.gov.in. Tenders Ids are :- 2023_ZPHD_630945_1, 2023_ZPHD_630963_1, 2023_ZPHD_630973_1, 2023_ZPHD_630976_1, 2023_ZPHD_630978_1, 2023_ZPHD_630981_1, 2023_ZPHD_630983_1.** Bid Submission Closing Date:-**10/01/2024 at 12:00 PM.**

Sd/- Prodhan
Kanpur GP, Howrah

Office of the Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad Murshidabad
e-N.I.T. No. 11/2023-24

e.-N.I.T.-11 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 06(Six) no. work under Chhaighari Gram Panchayat **from 28.12.2023 to 05.01.2024.** N.B.: Details my be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

Office of the Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad Murshidabad
e-N.I.T. No. 10/2023-24

e.-N.I.T.-10 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 04(Four) no. work under Chhaighari Gram Panchayat **from 28.12.2023 to 05.01.2024.** N.B.: Details my be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

Office of the Pradhan
Ghonga Gram Panchayat
PURULIA-II PANCHAYAT SAMITY
Vill-Chargali, PO-Sihali, PS-Purulia(MFS), Dist-Purulia(WB), Pin-723149
NOTICE INVITING E-TENDER No. GGP/PRLII/NIT(e)-04/2023-24

E-Tender is invited by the Prodhan, Ghonga Gram Panchayat from the experienced and resourceful bidders for execution of the total 3(Three) nos. similar nature of works. Source of Fund: 5th SFC Tied, Work completion period: 15 Days. Last date of submission of Bid (online) **05.01.2024 at 02:00 PM.** Date of opening of Technical Proposal (online) **08.01.2024 at 2.00 PM.** For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/-Pradhan
Ghonga Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, PS-Purulia (MF)
Dist-Purulia
Memo No.-283/HGP Dated-19/12/2023
NOTICE INVITING e-TENDER
No.- NIT 10(8)/2023-24/HGP

For and on behalf of the Hutmura Gram Panchayat, Pradhan, Hutmura Gram Panchayat invites tenders through e-Tendering for the 8(Eight) Nos. different works. Last date of submission of Bid **12.01.2024 at 6:30 pm.** Bid Opening Date (Technical) **15.01.2024 at 9AM.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 06/15 th FC tied/NAMGP/2023-24** dt: 22/12/2023(Fund-15 th FC tied). Last Date of Bid Submission: **08/01/2024, 10:00 Hrs.** Date of Opening: **11/01/2024, 12:30 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS. or Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Namkhana Gram Panchayat

NAPARA GRAM PANCHAYAT
Vill.-NAPARA, P.O.- NAPARA, Dist.- PURULIA(W.B), Pin.- 723151
Email id- naparagp@gmail.com
Notice Inviting E-Tender:-NGP/NIT(e)-04/2023-24, Date: 27.12.2023

Pradhan, Napara Gram Panchayat, Napara, Purulia invites E-Tender for 4(Four) nos. work. Period for submission of bid documents **28.12.2023 6.00 p.m. To 12.01.2024 up to 12.00 p.m.** Time and date of opening of Technical bid **At 12.00 p.m. on 15.01.2024.** For details please visit **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Napara Gram Panchayat

e-Tender Notice

Prodhan, Illambazar Gram Panchayet, Birbhum on behalf of Governor West Bengal invites **e-NIT No- 8/IGP/2023 dt 14.12.2023** and **Tender ID: 2023_ZPHD_622730 (1-5)** for some works. Works details will be available in the website: **wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Illambazar Gram Panchayet

OFFICE OF THE JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O.- Fusrabaid, Block-Para, Dist. – Purulia(W.B.)
N.I.T – 01/JJ-II GP/2022-23, dated-26/12/2023

Sealed tender are invited from the bonafide contractors having experience in similar nature of works under PBG-IBRD & 15th FC, for 2(Two) nos. of Schemes. Date of Sale Tender **Form 26/12/2023 to 03/01/2024 (From 11 AM to 3:30 PM).** Last Date of Dropping Sealed Tender Form On or Before **03/01/2024 (Up to 12:30 PM).** Date of Opening of Tender **05/01/2024 (From 01:30 PM onwards).**

Sd/- Pradhan
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No	Tender ID	Tender Sl. No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	19/EO of 2023-24	2023_ZPHD_631541_1 to 6	01-06	13/01/2024	15/01/2024
2.	20/EO of 2023-24	2023_ZPHD_632287_1 to 13	01-13	13/01/2024	15/01/2024

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, **vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-35/2023-24** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) nos. works/Schemes under Tribal Dev. Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2023_DM_631599_1.** Document download/sell starting **from 27.12.2023 up to 13.01.2024 04.00 PM.** Bid submission starting **from 27.12.2023 up to 13.01.2024 at 04:00 PM.** And Opening on **15.01.2024 at 04:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Makardah-II Gram Panchyat
Vill-Jotgiri, P.O.Lakshmanpur, Dist. Howrah, Pin-711114
Notice Inviting E-Tender

1160/NIT/SBM GWM(LWM) & 15thCFC/MAK-II/23-24, Dt. 26.12.23
1161/NIT/SBM GWM(LWM) & 15thCFC/MAK-II/23-24, Dt. 26.12.23
1162/NIT/SBM GWM(LWM) & 15thCFC/MAK-II/23-24, Dt. 26.12.23
1163/NIT/SBM GWM(LWM) & 15thCFC/MAK-II/23-24, Dt. 26.12.23
1164/NIT/SBM GWM(LWM) & 15thCFC/MAK-II/23-24, Dt. 26.12.23

E-Tender is invited by the Pradhan, Makardah-II Gram Panchyat from bonafied, experienced and resourceful bidders for similar nature of works. Source of Fund: GWM(LWM) & 15th CFC. Last date of submission of Tender paper up to **15.01.2024.** Technical Bid Opening Date **17.01.2024.** For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Makardah-II Gram Panchyat

Puncha Gram Panchayat
Vill & P.O-Puncha, Dist.-Purulia(W.B),Pin-723151
Notice Inviting E-Tender no-PGP/NIT(e)-04/2023-24, Dt. 27.12.2023

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 8 (Eight) nos. similar nature of works. Date of sale of tender form on any working day from **28.12.2023 6.00pm to 12.01.2024 up to 12.00 pm.** Last date of dropping of e-tender document on or before **12.01.2024 up to 12.00 pm.** Date of opening of tender **15.01.2024 at 12.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Puncha Gram Panchayat

Puncha Gram Panchayat
Vill & P.O-Puncha, Dist.-Purulia(W.B),Pin-723151
Notice Inviting E-Tender no-PGP/NIT(e)-05/2023-24, Dt. 27.12.2023

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 5 (Five) nos. similar nature of works. Date of sale of tender form on any working day from **29.12.2023 6.00pm to 12.01.2024 up to 12.00 pm.** Last date of dropping of e-tender document on or before **12.01.2024 up to 12.00 pm.** Date of opening of tender **15.01.2024 at 12.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Puncha Gram Panchayat

TENDER NOTICE

Tender is being invited for the civil works details which is available on **27.12.2023. http://wbtender.gov.in.** Submission of Technical & Financial Bid for **enIT-MSD/Sganj/KGP.** Tender reference number:- 7/5 th SFC/Un-Tied/2023-24 Zilla Parishad. **Tender ID : 2023_ZPHD_631123_1 TO 2023_ZPHD_631123_6.** Last date of application **10.01.2024 upto 2.00 P.M.** Opening date : **15.1.2024 at 2.00 P.M.**

Sd/-Prodhan
Kanchantala G.P
Samserganj, Murshidabad

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C) (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE_PS/VII/56/7/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Improvement and beautification of road side garden at 2, Convent Lane in Ward No.-56.** Estimated cost: **₹ 1,49,936.40.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE_PS/VII/58/04/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Annual maintenance of Christopher Park & Hironmoyee Shishu Uddyan in Ward No.-58, BR-VII.** Estimated cost: **₹ 2,98,053.53.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE_PS/VII/57/17/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Annual maintenance of Park at Metropolitan in Ward No.-57, BR-VII.** Estimated cost: **₹ 2,98,053.53.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE_PS/IV/23/2/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of a portion of Tarasundari Park in Ward No.-23, BR-IV.** Estimated cost: **₹ 2,99,882.64.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **10.01.2024 - 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details shall be available on and from **27.12.2023 (10 a.m.) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Deputy Chief Engineer (C) (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/DYCE(PS)/BRI/05/07/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Creation of greenary and landscape garden at Nitya Gopal Chatterjee Lane near Tala Tank Gate No.-5 in Ward No.-05, BR-I.** Estimated cost: **₹ 2,48,547.45.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **09.01.2024 - 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **27.12.2023 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEBS/ODF+/IV/26/23-24/260 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and renovation work of public toilet at Ramesh Dutta Street in Ward No.-26, Borough-IV (KMC) under ODF+ Scheme.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 2,59,971.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EEBS/ODF+/IV/25/23-24/261 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and renovation work of public toilet near Tajendra Uddan Park in Ward No.-25, Borough-IV (KMC) under ODF+ Scheme.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 2,59,917.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/EEBS/ODF+/IV/21/23-24/262 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and renovation work of public toilet at behind Burra Bazar Railway Station in Ward No.-21, Borough-IV (KMC) under ODF+ Scheme.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 2,59,857.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.**

(4) NIT No. : KMC/EEBS/ODF+/IV/26/23-24/263 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and renovation work of public toilet opposite at 9/1 Bidon Square in Ward No.-26, Borough-IV (KMC) under ODF+ Scheme.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 4,87,989.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **180 days (For Sl. No. 1 to 4).** Last date and time of submission of bid: **11.01.2024 upto 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** Bid opening date and time for technical proposals: **13.01.2024 at 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **29.12.2023 (11 a.m.) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/250/2023-2024 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of road surface at M. M. Bose Street from crossing of Aurobindo Sarani to IUR Association of Apartment Owners Complex under BR-II.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 3,67,948.61.** Earnest money: **₹ 7,400.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **09.01.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **29.12.2023 (12 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in** (1178/23-24)

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

শীতকালে ত্বকের যত্নে কী কী করবেন

তৈলাক্ত ত্বক ডেকে আনে স্কিনের বড় ক্ষতি। যেমন, হোয়াইটহেডস, ব্ল্যাকহেডস এবং পিম্পল। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতে, তৈলাক্ত ত্বক

থাকলে ভারী ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেন না। এটি আপনার ত্বককে স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি তৈলাক্ত করে তোলে। তাহলে ত্বকের পরিচর্যা কীভাবে করবেন? সে উপায়ও এদিন ফাঁস করলেন তিনি। সকালের স্কিনকেয়ার রুটিন- প্রতিদিন সকালে ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এরপরে, ভিটামিন সি সিরাম লাগান। এটি ত্বককে প্রাকৃতিক আভা দেয়। আর যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, তাঁরা অবশ্যই একটু হালকা ওজনের, জেলের মতো টেক্সচার দেওয়া ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। আর বাইরে বেরোনোর আগে অবশ্যই এসপিএফ দেওয়া ক্রিম লাগান। দেখবেন চকচক করবে আপনার ত্বক। **রাতের স্কিনকেয়ার রুটিন**- রাতের স্কিনকেয়ার রুটিন সকালের মতোই হলে ভালো। তবে, রাতে ঘুমানোর আগে ভারী ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং ত্বক আরও হয়ে ওঠে। সকালে ঘুম থেকে উঠলেই সে আভাস পাওয়া যায়। **শীতে কোন ত্বকে কেমন ফেসওয়াশ ব্যবহার করবেন**- সুস্থতা আর সৌন্দর্য্যের মূল কথাই হলো পরিচ্ছন্নতা। ত্বক যখন সঠিকভাবে ধোয়া হবে, কেবল তখনই সৌন্দর্য চর্চার অন্যান্য সামগ্রী থেকে ঠিকঠাক ফল পাওয়া যাবে। সঠিক ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধোয়া হলে ত্বক দেখায় উজ্জ্বল, লাবণ্যময়। ভুল উপাদান প্রয়োগে কিন্তু হতে পারে হিতে বিপরীত। তাই কী দিয়ে মুখ ধোয়া হচ্ছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে নানা ধরনের ফেসওয়াশের মধ্যে কোনটা ভালো হবে বাছাই করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যান অনেকেই। যে ফেসওয়াশই বেছে নিন, তা আপনার ত্বকের উপযোগী কি না, নিশ্চিত হয়ে নিন। কেনার সময় অবশ্যই এর উপাদানগুলো দেখে নিন। **আপনার ত্বকের ধরন কী?** - মুখের পুরোটাই যদি চকচকে দেখায়, তাহলে বুঝতে হবে আপনার ত্বক তৈলাক্ত প্রকৃতির। অপর দিকে পুরো মুখ যদি টান টান অনুভব করেন, তাহলে আপনার ত্বক শুষ্ক প্রকৃতির। কপাল ও নাক চকচকে কিন্তু মুখের বাকি অংশ টান টান? তাহলে আপনার ত্বক মিশ্র ধরনের। আর এগুলোর কোনোটিই যদি না হয়, তাহলে আপনার ত্বক স্বাভাবিক। ত্বকের ধরন ও ফেসওয়াশের উপকরণ বুঝে সঠিক ফেসওয়াশ বেছে নেওয়ার জন্য কী কী খেয়াল রাখতে হবে। **কার জন্য কোন ফেসওয়াশ?**- ক্রিমভিত্তিক ফেসওয়াশ শুষ্ক ত্বকের জন্য ভালো। ত্বকের স্বাভাবিক তৈলাক্ততা ধরে রাখতে এ ধরনের ফেসওয়াশ কার্যকর। স্বাভাবিক, মিশ্র ও সংবেদনশীল ত্বকের জন্যও এ ধরনের ফেসওয়াশ বেছে নিতে পারেন। ফোমভিত্তিক ফেসওয়াশ তৈলাক্ত, স্বাভাবিক, মিশ্র ও সংবেদনশীল ত্বকের উপযোগী। এতে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় থাকে, বাড়তি তেলও দূর হয়। তাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ‘ লুক’ পাওয়া যায়। ত্বক গভীর থেকে পরিষ্কারও হয়। বাড়ে উজ্জ্বলতা। ত্বকে ক্ষুদ্র ছিদ্র (পোর) থাকলে তা-ও কমে আসে। জেলভিত্তিক ফেসওয়াশ যেকোনো ত্বকেই ব্যবহার করা যায়। যদি এর উপাদানটি হয় ত্বক উপযোগী। এটিও ত্বকের বাড়তি তেল দূর করে। ত্বক থাকে পরিচ্ছন্ন, ‘ম্যাট ও উজ্জ্বল। ক্লেভিত্তিক ফেসওয়াশ ত্বকে বাড়তি তেল জমে থাকতে দেয় না। ত্বককে গভীর থেকে পরিষ্কার করে। এটি তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ভালো। প্রায়ই যাঁদের ব্রণ হয়, তাঁদের জন্যও কার্যকর। **কোন ত্বকে কোন ফেসওয়াশ?** স্বাভাবিক ত্বকের জন্য স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, রেটিনল, ভিটামিন সি এবং রাসায়নিক এক্সফোলিয়েন্ট-সমৃদ্ধ ফেসওয়াশ বেছে নিন। শুষ্ক ত্বকের জন্য চাই আর্দ্রতা দেবে এমন উপাদানসমৃদ্ধ কোমল ফেসওয়াশ, যা হতে হবে ঘ্রাণবিহীন ও হাইপোঅ্যালারজেনিক (অর্থাৎ যাতে অ্যালার্জির প্রবণতা কম)। ভিটামিন ই, ল্যাকটিক অ্যাসিড, হায়ালুরনিক অ্যাসিড, সেরামাইড, ল্যানোলিন ও প্রাকৃতিক তেলসমৃদ্ধ ফেসওয়াশ ভালো। অ্যালোভেরা, দুধ, মধু, জোজোবা অয়েল কিংবা স্ট্রবেরিও দারুণ উপকরণ। খেয়াল রাখুন, কোনো রাসায়নিক বা অ্যালকোহল যাতে না থাকে। বিশেষত গ্লাইকোলিক অ্যাসিড ও স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের মতো উপাদানগুলো এড়িয়ে চলুন। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য মৃদু, জেলভিত্তিক বা ক্লে ফেসওয়াশ বেছে নিন, যাতে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড বা ল্যাকটিক অ্যাসিডের আধিক্য রয়েছে। নায়াসিনামাইডও কাজে দেবে। কোনো তেল, অ্যালকোহল বা ক্রিমজাতীয় উপাদান যাতে না থাকে। তবে টি ট্রি অয়েল ও অ্যালোভেরা বেশ কাজে দেয়। সংবেদনশীল ও মিশ্র ত্বকের ক্ষেত্রে খুবই যত্নশীল হতে হবে। এমন ফেসওয়াশ বেছে নিন যা হাইপোঅ্যালারজেনিক ও কৃত্রিম ঘ্রাণবিহীন, যাতে সালফেট, অ্যালকোহল, প্যারাবেন ও সাবান নেই। মাইক্রোবিডস রয়েছে এমন ফেসওয়াশ ও স্ক্রাব এড়িয়ে চলাই ভালো।

গোলাপ জলের সঙ্গে এই একটা উপাদান মিশিয়ে নিন হবে কেল্লাফতে!

একটা সময় শীতকাল এলেই গ্লিসারিন মাখার একটা চল ছিল, পরিবর্তনের সাথে সাথে সে সব এখন অতীত, এখন শীত এলেই সকলে কোল্ড ক্রিমের ব্যবহার করে। কিন্তু জানেন কী ! আপনি যে প্রসাধনী ব্যবহার করেন,

তাতেও গ্লিসারিন থাকে। গ্লিসারিন এক ধরনের ময়েশ্চারাইজিং এজেন্ট। এটি শুষ্ক ত্বক, ফাটা ঠোঁট ও গোড়ালির যত্ন নেয়। তাই শীতে গ্লিসারিন ব্যবহার করলে আপনি নরম ও কোমল ত্বক পেতে পারেন। গ্লিসারিনের ঘনত্ব বেশি হয়। সরাসরি ত্বকে মাখা যায় না। মাখলেও গা-হাত-পা যেন চটচট করতে থাকে। অস্বস্তি তৈরি হয়। এই অবস্থায় আপনি গোলাপ জলের সঙ্গে গ্লিসারিন মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। গ্লিসারিনের মতো গোলাপ জলও ত্বকের দেখভাল করে। ত্বককে হাইড্রেট রাখার পাশাপাশি গোলাপ জল ত্বককে পরিষ্কার করে এবং প্রদাহ কমায়। শুষ্ক ত্বকে বলিরেখা, সূক্ষ্মরেখার সমস্যা বাড়ে। ত্বককে বার্ধক্যের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে গোলাপ জল। গোলাপ জলের মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষের ক্ষয় প্রতিরোধে সাহায্য করে। গোলাপ জল ও গ্লিসারিনের যুগলবন্দি ত্বকের একাধিক সমস্যা রুখে দিতে পারে। এটি শীতকালে যেমন ত্বককে শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করে, তেমনি ত্বককে বার্ধক্যের হাত থেকেও বাঁচায়। গোলাপ জল ও গ্লিসারিন একসঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করবেন জেনে নিন- **ময়েশ্চারাইজারঃ** শীতের জন্য কোল্ড ক্রিম বানিয়ে নিতে পারেন গোলাপ জল ও গ্লিসারিন দিয়ে। গোলাপ জল ও গ্লিসারিনের সঙ্গে ডিসটিলড ওয়াটার, আমন্ড অয়েল, গোলাপের এসেনশিয়াল অয়েল ও অর্গান অয়েল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ভাল করে ফেটিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ময়েশ্চারাইজার। এটি ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে সারাদিন আপনার ত্বক হাইড্রেট থাকবে এবং ত্বকের টেক্সচার উন্নত হবে। **ফেস মিস্ট ঃ** একটি স্প্রে বোতলে গোলাপ জল ও গ্লিসারিন একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এই ফেস মিস্ট যখন ইচ্ছে আপনি মুখে স্প্রে করতে পারেন। ক্লান্ত মুখে তরতাজা ভাব এনে দেবে ফেস মিস্ট। পাশাপাশি ত্বকে আর্দ্রতা জোগাবে। ফেসিয়াল মাস্ক ঃ গোলাপ জল ও গ্লিসারিনের সঙ্গে মধু মিশিয়ে নিন। এবার এতে একটি সুতির শিট মাস্ক ভিজিয়ে রাখুন মিনিট পাঁচেক। তারপর এই শিট মাস্ক মুখে লাগিয়ে নিন। ২০ মিনিট মুখে গোলাপ জল ও গ্লিসারিনের শিট মাস্ক লাগিয়ে রাখুন। এভাবেও ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করতে পারেন।

গাড়ি ও কন্টেইনারের সংঘর্ষে মৃত ৪

মহারাষ্ট্র, ২৭ ডিসেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের সোলাপুর জেলায় গাড়ি ও কন্টেইনারের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে সোলাপুর জেলার কারমালা তহসিলের ফিসরে রোডের পান্ডে গ্রামের কাছে একটি কন্টেইনার এবং একটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। আহত তিনজনকেই করমালা উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে আট মাসের একটি শিশু। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৬ টা নাগাদ কর্ণাটক থেকে আটজন গাড়িতে করে সোলাপুর জেলার পন্ধরপুরে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। ফিসারে রোডের পান্ডে গ্রামের কাছে তাঁদের গাড়ি পৌঁছাতেই সামনে থেকে আসা একটি কন্টেইনারের সঙ্গে গাড়িটির ধাক্কা লাগে। মৃতরা হলেন, শ্রীশৈল চন্দেশ কুম্ভর (৫৬ বছর), শশীকলা শ্রীশৈল কুম্ভর (৫০ বছর), জ্যোতি দীপক হিরেমঠ (৩৮ বছর) এবং শারদা দীপক হিরেমঠ (৭০ বছর)। গাড়ির চালক শ্রীকান্ত রাজকুমার চ্যাভান (২০ বছর) এবং আরও দু’জন আহত হয়েছেন। তাদের দ্রুত করমালা উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার পর কন্টেইনার চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পলাতক চালকের খোঁজ চলছে।

বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে কর্মীদের সতর্কতা আত্মঘাতী বানচাল করেছে

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ আজ অর্থাৎ ২৭.১২.২০২৩ তারিখে আনুমানিক ০৭.৩০ ঘটিকায়, বেলগাছিয়া স্টেশনের দমদম-এন্ডের ডিএন ট্র্যাকে প্রায় ৭৩ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ হঠাৎ আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। সেই সময় একটি ডিএন ট্রেন স্টেশনের দিকে আসছিল। কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীরা এবং অপারেটিং কর্মীরা লাফ দেওয়ার আগে তাকে থামিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। কর্তব্যরত আরপিএফ এবং স্টেশনের অন্যান্য কর্মীরা তাকে স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে নিয়ে যান। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি, বেলগাছিয়ার বাসিন্দা, স্বীকার করেছেন যে তিনি তার পারিবারিক সমস্যার কারণে আত্মহত্যা করতে চলেছেন। তার পরিবারের সদস্যদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সকাল ৭.৪৬ মিনিটে স্টেশনের কর্মীরা উল্টোডাঙ্গা থানায় খবর দেয়। পরে রাত ৮টা ৪০ মিনিটে তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সমস্ত অফিসিয়াল আনুষ্ঠানিকতা পর্যবেক্ষণ করার পর। বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনের অন-ডিউটি মেট্রো কর্মীদের তৎপরতা এবং সতর্কতার কারণে মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়নি। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে মেট্রো কর্মীদের সতর্কতার কারণে একটি মূল্যবান জীবন বাঁচাতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

কলকাতায় রেলওয়েতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির স্টাডি ভিজিট

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ আজ (২৭.১২.২৩) কলকাতায় রাধা মোহন সিং, চেয়ারপারসন এবং রেলের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা

অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেল, অনিল কুমার মিশ্র মহাব্যবস্থাপক, দক্ষিণের সাথে বৈঠক করেছেন পূর্ব রেল, ইয়াতীশ কুমার, চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ব্রেথওয়েট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের সিনিয়র রেলওয়ে কর্মকর্তারা। মুকেশ রাজপুত, সংসদ সদস্য (লোকসভা), রমেশ চন্দ্র কৌশিক, সংসদ সদস্য (লোকসভা), শ্রী গোপাল জি ঠাকুর, সংসদ সদস্য (লোকসভা), শ্রী সুমেদানন্দ সর্বস্বতী , সংসদ সদস্য (লোকসভা), নরহরি আমিন সংসদ সদস্য (রাজ্যসভা), ড. প্রশান্ত নন্দ, সংসদ সদস্য (রাজ্যসভা), ড. সুমের সিং সোলাঙ্কি সংসদ সদস্য এছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য (রাজ্যসভা)। রেলওয়ে সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তাদের মূল্যবান পরামর্শ দেন এবং সেবার উন্নয়নে পরামর্শ দেন। কমিটির সদস্যরাও যাত্রীদের আরও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য রেলওয়ের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শ্রী দ্বিবেদী রেলওয়ে সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করেন। শ্রী দ্বিবেদী আরও আশ্বাস দিয়েছেন যে সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত পরামর্শ পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা করা হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অমর প্রকাশ দ্বিবেদীও স্থায়ী কমিটির সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। বৈঠকে লোকসভা সচিবালয়ের আধিকারিক, পূর্ব রেল, দক্ষিণ পূর্ব রেল, মেট্রো রেল এবং অন্যান্য আধিকারিকদের বিভাগগুলির প্রধান প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

তিন ফুট চওড়া ধূপ জলবে রামমন্দিরে

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ভারতে ১০৮ ফুট লম্বা ও সাড়ে তিন ফুট চওড়া ধূপকাঠি বানানো হলো ,যা অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূজায় ব্যবহার করা হবে। এই ধূপকাঠিটি একটানা ৩০ থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত জ্বলবে। এছাড়াও রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রত্যেক পরিবারকে সুসজ্জিত চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রন জানানো হচ্ছে। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৪০লক্ষ পরিবারকে রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। আগামী ২২ জানুয়ারিকে ঘিরে এখন সাজ সাজ রব উঠেছে অযোধ্যাতে। কারণ, ওইদিন রামলালা তার মূল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন।

২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেএন.১-এ দেশে করোনা আক্রান্ত ১০৯ জন

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ করোনার নতুন উপরূপ জেএন.১ ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি ভারতেও এই নতুন উপরূপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ২৬ ডিসেম্বর, বুধবার পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোট ১০৯ জনের শরীরে করোনার এই নতুন উপরূপের সন্ধান মিলেছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে বুধবার জানা গিয়েছে, ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত করোনার নতুন উপরূপ জেএন.১-এ ভারতে আক্রান্ত হয়েছেন ১০৯ জন। এর মধ্যে সবথেকে বেশি গুজরাটে, সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬, কর্ণাটকে ৩৪, মহারাষ্ট্রে সংক্রমিত ৯ জন, গোয়ায় ১৪ জন, কেরলে ৬ জন, তামিলনাড়ুতে দু’জন, রাজস্থানে ৪ জন এবং তেলেঙ্গানায় দু’জন জেএন.১-এ সংক্রমিত হয়েছেন।

মণিপুর থেকে মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি থেকে রাহুলের ‘ভারত ন্যায় যাত্রা’!

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ চব্বিশের চ্যালেঞ্জে অলআউট কংগ্রেস। ভারত জোড়োর পর এবার ভারত ন্যায় যাত্রায় রাহুল। ১৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে রাহুল গান্ধীর ভারত ন্যায় যাত্রা। যাত্রা চলবে ২০ মার্চ পর্যন্ত। ভারত জোড়ো যাত্রার-ই দ্বিতীয় ভাগ এই ভারত ন্যায় যাত্রা। মূলত বাসে করে হবে এই যাত্রা। মাঝে মাঝে পদযাত্রার কর্মসূচিও রয়েছে। ফের পথে সোনিয়া পুত্র। মণিপুর আবেগে শান দিয়ে উত্তর-পূর্বের রাজ্য থেকেই শুরু হবে ভারত ন্যায় যাত্রা। মহারাষ্ট্রে শেষ হবে কর্মসূচি। যাত্রাপথে ১৪ রাজ্যের মাটি ছোঁবে রাহুলের ভারত ন্যায় যাত্রা। যাবে ১৪ রাজ্যের ৮৫ জেলায়। মণিপুর থেকে যাত্রা শুরু হয়ে নাগাল্যান্ড, আসাম, মেঘালয়, বাংলা, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, ছত্তীসগঢ়, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাটেও যাবে ভারত ন্যায় যাত্রা। মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ে শেষ হবে এই যাত্রা। ৬২০০ কিলোমিটারের দীর্ঘ এই ভারত ন্যায় যাত্রা। আর্থিক ন্যায়, সামাজিক ন্যায় ও রাজনৈতিক ন্যায়ের লক্ষ্যে এই যাত্রা। লোকতন্ত্র ও সংবিধানকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এই যাত্রা। বেকারত্বের জ্বালায় ভুগছে দেশের যুব সম্প্রদায়। আর্থিক দুর্দশা ও গরিবির মধ্যে দিয়ে দেশের যে কোটি কোটি পরিবার দিন গুজরান করছে, তাঁদের সামনে আগামীতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা তুলে ধরতে এই যাত্রা। সমাজে যে বিভাদের রাজনীতি কায়েম হয়েছে, তা দূর করে সবাইকে আবার একজোট করতে এই যাত্রা।

ভারত দর্শন এখন এক টিকিটেই! জানেন খরচ কত?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ-দেশের প্রায় সমস্ত প্রান্ত এক সূত্রে বাঁধা ভারতীয় রেল দিয়ে। লোকাল ট্রেনের পাশাপাশি দূরপাল্লার যাত্রার জন্যও রয়েছে এক্সপ্রেস ট্রেন। এমনকি ভ্রমণ থেকে শুরু করে তীর্থযাত্রার জন্যও ভরসা সেই ভারতীয় রেল। আপনি যদি একই রুট দিয়ে ভ্রমণ করেন, তাহলে বারবার টিকিট কাটার ঝামেলা থেকেও মুক্তি দিতে পারে ভারতীয় রেল। ভারতীয় রেলের তরফে আনা হয়েছে সার্কুলার জার্নি টিকিট। সার্কুলার জার্নি টিকিটে আপনি সর্বোচ্চ আটটি স্টেশনে নামতে পারবেন। আটটি স্টপেজ মিলিয়ে একটি টিকিট কাটতে পারবেন। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য এবং মাঝে যদি দুটি স্টেশন পড়ে তাহলে একটা টিকিট কাটলেই আপনার কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে রয়েছে একটা ছোট্ট টুইস্ট। সার্কুলার জার্নি টিকিট কাটলে আপনি যে স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেছেন, সেই স্টপেজেই শেষ করতে হবে। মূলতঃ পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের জন্য এই সার্কুলার জার্নি টিকিটের সুবিধা এনেছে ভারতীয় রেল। তাই একটা টিকিট কেটেই আপনি গোটা ট্রিপ করে ফেলতে পারেন। সার্কুলার জার্নি টিকিটে যেমন বারবার টিকিট কাটার ঝামেলা থেকে মুক্তি, তেমনই খরচও কমবে। সার্কুলার জার্নি টিকিট আপনি আইআরসিটিসির ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি কাটতে পারেন। ফার্স্ট ক্লাস থেকে স্লিপার ক্লাস-যে কোনও শ্রেণিতেই আপনি এই টিকিট কাটতে পারেন। শুধু যাত্রা শুরু ও শেষের স্টেশন এক হওয়া চাই। পাশাপাশি সার্কুলার জার্নি টিকিট কাটলে আপনাকে ন্যূনতম দূরত্ব ১ হাজার কিলোমিটার যাত্রা করতেই হবে। সার্কুলার জার্নি টিকিট ভ্রমণপিপাসু ও তীর্থযাত্রীদের জন্য অনেক বেশি সাশ্রয়ী। সাধারণ টিকিটের চেয়ে সার্কুলার জার্নি টিকিটের ভাড়াও তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়া প্রবীণ নাগরিক (পুরুষ)-দের জন্য ৪০ শতাংশ ও প্রবীণ নাগরিক (মহিলা)-দের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ছাড়ের সুবিধা রয়েছে। তাই এবার তীর্থ যাওয়ার পরিকল্পনা করলে কাটতে পারেন সার্কুলার জার্নি টিকিট।

বাংলাদেশ নির্বাচনে হাসিনার আওয়ামী লিগের ৮৭ শতাংশ প্রার্থী-ই কোটিপতি!

ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থীর ছড়াছড়ি। আগের চেয়ে কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে অনেকটাই। আওয়ামী লিগ ও স্বতন্ত্র পার্টির মধ্যেই কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। হাসিনার আওয়ামী লিগের প্রায় ৮৭ শতাংশ প্রার্থী-ই কোটিপতি। স্বতন্ত্র-র ক্ষেত্রে কোটিপতি প্রার্থী প্রায় ৪৭ শতাংশ। এরপর রয়েছে জাতীয় পার্টি। জাতীয় পার্টির প্রায় ২২ শতাংশ কোটিপতি। এই কোটিপতির হিসেব হয়েছে নগদ ও ব্যাংকে জমা টাকা, শেয়ার, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ, সোনাসহ বিভিন্ন অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে। জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মতো স্থাবর সম্পত্তি এই হিসেবের মধ্যে আসেনি। জানা গিয়েছে, মোট প্রার্থীদের ৭২ শতাংশের অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১ কোটির নীচে। আর ১ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে, এমন প্রার্থীর পরিমাণ প্রায় ২১ শতাংশ। আর ১৮ জন প্রার্থীর মোট সম্পত্তি ১০০ কোটি টাকারও বেশি। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ২৭৪ জন প্রার্থী ছিলেন কোটিপতি। সেই কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা এবার বেড়ে ৫৭১ জনে দাঁড়িয়েছে। যা মোট প্রার্থীর ২৭ শতাংশ। আওয়ামী লিগে সেই কোটিপতি প্রার্থী তালিকার শীর্ষে রয়েছে। ২০০৮-এ আওয়ামী লিগের কোটিপতি প্রার্থী ছিলেন মোট প্রার্থীর প্রায় ২৮ শতাংশ, যা বেড়ে এখন ৮৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এবারের নির্বাচনে ১৬৪ জন এমন প্রার্থী রয়েছেন, যাঁদের আয় বছরে কোটি টাকার বেশি। পাশাপাশি, এবার নির্বাচনে ঋণগ্রস্ত প্রার্থী সংখ্যাও কমেছে। ২০০৮ -এর নির্বাচনে মোট ৩৭ শতাংশ প্রার্থীর ঋণ ছিল। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৭ শতাংশে। এরমধ্যে আওয়ামী লিগের ৪৯, স্বতন্ত্র পার্টির ৪১, জাতীয় পার্টির ২৭ শতাংশ প্রার্থীর ঋণ রয়েছে। অর্থাৎ কোটিপতি প্রার্থীর তালিকা বাড়ার পাশাপাশি কমেছে ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর সংখ্যাও।

ভারত ও পাকিস্তান সংলাপে না গেলে গাজার মতো হতে পারে কাশ্মীরের পরিস্থিতি ঃ ফারুক আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ গাজার মতো পরিস্থিতি হতে পারে কাশ্মীরেও। উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আব্দুল্লাহ। বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তান আলোচনায় না গেলে কাশ্মীরেও ওই রকম (গাজার মতো) পরিস্থিতি হতে পারে। একদিকে আমরা, আরেক দিকে পাকিস্তান, অন্যদিকে চিন। যুদ্ধ শুরু হলে কাশ্মীরের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অটল বিহারী বাজপেয়ী একবার বলেছিলেন, আমরা আমাদের বন্ধু বদলাতে পারি, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীদের নয়। জানুয়ারি মাসে ‘ভারত ন্যায় যাত্রা’- র সূচনা করছে কংগ্রেস, উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুর থেকে শুরু হয়ে সেই যাত্রা শেষ হবে মুম্বইয়ে। এই ভারত ন্যায় যাত্রায় ন্যাশনাল কনফারেন্স যোগ দেবে বলে জানিয়েছেন ফারুক আব্দুল্লাহ। তিনি বলেছেন, আমরা ভারত জোড়ো যাত্রার অংশ ছিলাম এবং ভারত ন্যায় যাত্রার অংশ হব।

আপনাদের দায়িত্ব মানুষের মন জয় করা ঃ রাজনাথ সিং

রাজৌরি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় সেনাবাহিনী কোনও সাধারণ সেনাবাহিনী নয়, তাঁরা দেশের রক্ষক, আপনাদের দায়িত্ব মানুষের মন জয় করা, বুধবার

সেনাবাহিনীর জওয়ানদের উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি এদিন জম্মু কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় যান। জম্মু কাশ্মীরে সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার সেখানকার পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে সেখানে উপস্থিত হন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সেখানে গিয়ে তিনি বলেন, নিহত সেনাদের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। আমাদের প্রতিটি সেনা কর্মীরাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনাথ সিং আরও জানান, আমি আহত সেনা কর্মীদের দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য প্রার্থনা করব। তিনি বলেন, শহীদ হওয়া আমাদের চারজন সেনা এবং তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। সেনাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের সকলের প্রতি এই দেশের কৃতজ্ঞতা রয়েছে। যদিও মাতৃভূমির সেবায় আপনাদের ত্যাগ কখনই শোধ করা যাবে না, আমরা আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে এই সরকার সর্বদা আপনার পাশে দাঁড়িয়েছে এবং আমরা সর্বদা আপনাদের কল্যাণ করব।

Name Change
I DAYA RANI AGARWAL, W/O NARESH KUMAR AGARWAL, R/O 716, LAKE GARDENS, PO LAKE GARDENS, KOLKATA -700045, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DAYA AGARWAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. DAYA RANI AGARWAL AND DAYA AGARWAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I KRISHNA PRAMANIK S/O AMULYA PRAMANICK, R/O 2/2, ANANDAMOYEE LANE, HALTU, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA PRAMANICK, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. KRISHNA PRAMANIK AND KRISHNA PRAMANICK SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I JOYA PRAMANIK, W/O KRISHNA PRAMANICK, R/O 2/2, ANANDAMOYEE LANE, HALTU, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYA PRAMANICK, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. JOYA PRAMANIK AND JAYA PRAMANICK SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I LAVINA AILDASANI, DAUGHTER OF BGAGWANDAS AMARNANI, RESIDING AT 20C CONVENT ROAD,CONVENT CORNER 9TH FLOOR,FLAT NO-904, KOLKATA - 700014, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAVINA B. AILDASANI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. THAT LAVINA AILDASANI AND LAVINA B. AILDASANI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I BHARAT AILDASANI, SON OF HARDAS C AILDASANI, RESIDING AT 20C CONVENT ROAD,CONVENT CORNER 9TH FLOOR, FLAT NO-904, KOLKATA - 700014,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHARAT H. AILDASANI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. THAT BHARAT AILDASANI AND BHARAT H. AILDASANI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I DEBBROTA ROY, S/O LATE SUKUMAR ROY, R/O RAM PRASAD NAGAR, M.G. ROAD, PO NIMTA, PS NIMTA, DIST BARRACKPORE, PIN-700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBABRATA ROY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. DEBBROTA ROY AND DEBABRATA ROY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MATAN SAHA, D/O SAMARENDRA CHAKRABORTY, W/O SUSANTA SAHA, R/O P-12, RAMKRISHNA PALLY, BANSDRONI, KOLKATA-700070, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MATAN CHAKRABORTY SAHA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. MATAN CHAKRABORTY SAHA AND MATAN SAHA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I TAPAS BAGCHI, S/O SATISH BAGCHI, R/O PASCHIM HARIDANGA, PO HARITALA, PS HANSKHALI, NADIA, PIN-741502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MEGHNATH BAGCHI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. TAPAS BAGCHI AND MEGHNATH BAGCHI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I HAYAT MD,SON MD SULTAN, RESIDING AT 1/5,R.B.S ROAD,CHAMPDANI, HOOGHLY - 712222,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HIAT ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023.THAT HAYAT MD AND HIAT ALI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MALTI JAISWAL,WIFE OF RAJENDRA PRASAD JAISWAL, RESIDING AT 44 CHINAR PARK,KAIKHALI,HATIARA, NORTH24PARGANAS - 700157,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALATI DEVI JAISWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023.THAT MALTI JAISWAL AND MALATI DEVI JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SK SAHAJAHAN, S/O LATE SEKH RUPSHA, R/O VILL BETA, PO SINHET, PS DADPUR, DIST-HOOGHLY, PIN-712305, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAJAHAN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. SK SAHAJAHAN AND SK SAJAHAN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SK ABDUL AZIM, S/O LATE MANNAN SARKAR, R/O JAIPUR, PO & PS PANDUA, DIST HOOGHLY, PIN-712149, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL AZIM SARKAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. SK ABDUL AZIM AND ABDUL AZIM SARKAR SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SRABANI DIPAN DAS,WIFE OF SUBHANKAR PAUL, RESIDING AT 18 BAMA CHARAN ROY ROAD, SENHATI,BEHALA, KOLKATA - 700034, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SRABANI DIPAN PAUL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BIDHANNAGAR COURT ON 19/12/2023.THAT SRABANI DIPAN DAS AND SRABANI DIPAN PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Ratna Rozario (পুরাতন নাম) স্বামী Francis Nirmal Rozario, ঠিকানা - 7714, P.K. Guha Road, P.O. P.S.- Dumdum, Dist-North 24 Pgs, Pin-700028, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ২৭।১২।২০২৩ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Juliana Ratna Rozario (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Juliana Ratna Rozario (নতুন নাম) এবং Ratna Rozario (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I ASISH MAHAJAN,SON OF DULAL CHANDRA MAHAJAN, RESIDING AT VIVEKANANDA NAGAR,PO-EAST UDAYRAJPUR,MADHYAMGRAM, NORTH24PARGANAS - 700129,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHISH MAHAJAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023.THAT ASISH MAHAJAN AND ASHISH MAHAJAN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MD ESHAHAQUE ALI BAIDYA, S/O LATE HAMID BAIDYA, R/O EAST KANKHULI, RABINDRANAGAR, KOLKATA -700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED ISHAQUE BAIDYA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. MD ESHAHAQUE ALI BAIDYA AND MOHAMMED ISHAQUE BAIDYA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Nirmal Rozario (পুরাতন নাম) পিতা Alfred Rozario, ঠিকানা - 7714, P.K. Guha Road, P.O. P.S.- Dumdum, Dist-North 24 Pgs, Pin-700028, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ২৭।১২।২০২৩ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Francis Nirmal Rozario (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Francis Nirmal Rozario (নতুন নাম) এবং Nirmal Rozario (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Ratna Rozario (old name) W/O Francis Nirmal Rozario, Residing at 77/14, P.K. Guha Road, P.O. & P.S.- Dumdum, Dist-North 24 Pgs, Pin- 700028, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Juliana Ratna Rozario (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/12/2023. Juliana Ratna Rozario (new name) and Ratna Rozario (old name) both are same identical person.

Name Change
I ARJUNA BEGUM, W/O SEKH HASEM, R/O KUMIRMORA, SEKH PARA, PO KUMIRMORA, PS CHANDITALA, HOOGHLY RURAL, PIN-712704, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ARJUNA BEGUM, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. ARJUNA BEGUM AND SK ARJUNA BEGUM SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Abhisek Kumar (পুরাতন নাম) পিতা Aloke Kumar, ঠিকানা - D-560, Lake Gardens, P.O.- Lake Gardens, P.S.- Lake, Kolkata-700045, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ২৭।১২।২০২৩ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abhishek Kumar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abhishek Kumar (নতুন নাম) এবং Abhisek Kumar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I RAJESH BAHETI, S/O PANNA LAL BAHETI, R/O P-250, BLOCK -B, LAKE TOWN, NEAR MANSYA MONDIR, SOUTH DUMDUM (M), NORTH 24 PARGANAS, PIN-700089, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJESH KUMAR BAHETI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. RAJESH BAHETI AND RAJESH KUMAR BAHETI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I PARINITA MONDAL, DAUGHTER OF DULAL MONDAL, RESIDING AT PRAMOD NAGAR,PO - GUMA, NORTH 24 PARGANAS -743704, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARINITA MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023.THAT PARINITA MONDAL AND PARINITA MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, PARABESH ALAUM (পুরাতন নাম) পিতা ABDUL HANIF, ঠিকানা - 181,BECHARAM CHATTERJEE ROAD,PS PARNASREE,KOLKATA 700061,WEST BENGAL. কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ২৭।১২।২০২৩ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে PARVEZ ALAM (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। PARVEZ ALAM (নতুন নাম) এবং PARABESH ALAUM (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I DILIP SARAWGI, S/O OM PRAKASH SARAWGI, R/O EC-249, SALT LAKE, SECTOR -1, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700064, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DILIP KUMAR SARAWGI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/12/2023. DILIP SARAWGI AND DILIP KUMAR SARAWGI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

গীতাপাঠের জমজমাট আসর বসল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ গীতাপাঠের জমজমাট আসর বসল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে। নেপালি সম্প্রদায়ের মহিলারা সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে আটদিনের এই গীতাপাঠের আয়োজন করেছেন। লক্ষ্য বিশ্ব শান্তি কামনা।

রেসকোর্সপাড়ায় এই প্রথম বিরাট আঙ্গিকে শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছে। রাজনৈতিক ধরাছোঁয়ার বাইরে একেবারেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান এটি। নেপাল ও পাহাড় সহ উত্তরের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্রাহ্মণের দল এসেছেন। গীতা পাঠের পাশাপাশি সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরানের বিভিন্ন কাহিনী তুলে ধরা হয় ভক্তদের সামনে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন পবিত্র কলস যাত্রার আয়োজন করেন উদ্যোক্তারা। কয়েকশো ভক্তদের মাঝে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা গীতা পুরান পাঠ করে শোনান। গীতা পুরান পাঠের পাশাপাশি যজ্ঞানুষ্ঠান ও লক্ষাধিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অজয় ছেত্রী ও উষা লামা বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বী আগামী প্রজন্মের মধ্যে গীতার পবিত্র বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্ব শান্তি কামনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। জলপাইগুড়ি জেলার পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন জেলা থেকেও কৃষ্ণভক্তরা আসছেন প্রতিদিন। ভক্তদের সকলের জন্য প্রসাদের আয়োজন রয়েছে। আজ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের কর্মীদের স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে তাঁদের রাজ্য সরকারি স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। নবান্নে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ৩০ হাজারের বেশি পঞ্চায়েত কর্মী ক্যাসলেস বীমার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও চলতি বছরের শেষ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন পদ সৃষ্টি, নিয়োগ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ারদের পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত নতুন নীতিতেও আজ অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যের জল সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, এতদিন জেলা পরিষদের সুপারিন্টেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং অধস্তন ও ইঞ্জিনিয়াররা একই জেলায় একই পদে কাজ করতেন। এবার নীতি বদল করে তাঁদের অন্য জেলায় বদলি করার সংস্থান করা হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁদের কাজের নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বিধানসভায় চা শ্রমিকদের আবাসন প্রকল্প চা সুন্দরী নিয়মে বদল আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্তেও আজ সিলমোহর দিয়েছে। এর ফলে চা সুন্দরী প্রকল্পে এবার থেকে আর রাজ্য সরকার বাড়ি তৈরি করে দেবে না। তার বদলে প্রাপকদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে তাঁদের ধাপে ধাপে বাড়ি তৈরির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

নেপালের জন্য কনটেনার পরিবহণ শুরু করল ভারতীয় রেল

মালিগাঁও, ২৭ ডিসেম্বর ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত ইন্ডিয়ান কাস্টোম ইয়ার্ড (আইসিওয়াই)- নেপাল কাস্টোম ইয়ার্ড সেকশনের ইন্ডিয়ান কাস্টোম ইয়ার্ড অংশে আজ স্পঞ্জ আইরন লোড করা প্রথম এক্সপোর্ট কার্গো কনেটনার ট্রেন নিয়ে আসা হয়। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর ডিভিশনের অন্তর্গত মুর্গা মহাদেব রোডে অবস্থিত মেসার্স টাটা স্পঞ্জ আইরন লিমিটেডের একটি ব্যক্তিগত সাইডিং থেকে এই কনসাইনেমন্ট লোড করা হয়েছিল। কনটেনার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (কনকর)-এর দ্বারা নেপালের বিরাট নগরে স্থিত মেসার্স পশুপতি আইরন অ্যান্ড স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডে এই কনসাইনেমন্ট প্রেরণ করা হবে। যোগবাণীতে কাস্টোমের ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর এটি ইন্ডিয়ান কাস্টোম ইয়ার্ড রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রাকের মাধ্যমে নেপাল নিয়ে যাওয়া হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এর পূর্বে ০১ জুন, ২০২৩ তারিখে ভারত এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শ্রী পুষ্প কমল দাহাল 'প্রচণ্ড' একসাথে বিহারের বাথনাহা থেকে নেপাল কাস্টোম ইয়ার্ড পর্যন্ত একটি ভারতীয় রেলওয়ে কার্গো ট্রেনের শুভ সূচনা করেছিলেন। এটি হলো যোগবাণী-বিরাটনগর ইন্টারন্যাশনাল ক্রস-বর্ডার রেল লিংক প্রোজেক্টের একটি অংশ, যা স্থলবেষ্টিত দেশ নেপাল পর্যন্ত রেল সংযোগ প্রদান করবে। এই সংযোগের ফলে রেলওয়ের মাধ্যমে ভারতের সামুদ্রিক বন্দরগুলির সাথে প্রত্যক্ষভাবে নেপালের সংযোগ স্থাপন হবে, এর জন্য নেপালের পরিবহণ ব্যয়ও ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। পূর্বে, নেপালে উপকরণ নিয়ে যাওয়া হতো মূলত স্থলপথের মাধ্যমে। এই রেলওয়ে সংযোগ ব্যবস্থার ফলে নেপালে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ কম খরচে পরিবহণ নিশ্চিত হবে। এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সীমা পারাপারের সংযোগ বৃদ্ধি করতে ভারতীয় রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মেয়েদের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হলে, তাঁরা ছেলেদেরও ছাপিয়ে যেতে পারে ঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ মেয়েদের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হলে, তাঁরা ছেলেদেরও ছাপিয়ে যেতে পারে। এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড বিলিয়ারি সায়েন্সেস (আইএলবিএস) - এর নবমতম সমাবর্তনে অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমি এটা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, আজ ডিগ্রি পাওয়া ৬৫ জনের মধ্যে ৩৭ জন মেয়ে। মেয়েদের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হলে, তাঁরা ছেলেদেরও ছাপিয়ে যেতে পারে, এটা তারই উদাহরণ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, সুষম জীবনধারা অবলম্বন করলে শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় থাকে এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকে। সবাইকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা'- এর প্রতি আরও মনোযোগ দিতে হবে। রাষ্ট্রপতি যোগ করেছেন, শুধুমাত্র নিজের যত্ন নিলেই আপনি অন্যের যত্ন নিতে পারবেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আপনারা সকলেই শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ এবং সতর্ক থাকুন।

চালসায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ময়ূরের, ক্ষোভ পরিবেশপ্রেমীদের

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির চালসার বাতাবাড়ি চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল একটি পূর্ণবয়স্ক ময়ূরের। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। এদিন ময়ূরটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন পথচারীরা। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। খবর পেয়ে চালসা রেঞ্জের কর্মীরা পৌঁছে ময়ূরের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান। চালসার রেঞ্জার প্রকাশ থাপা বলেন, 'সম্ভবত কোনও গাড়ির ধাক্কায় ময়ূরটির মৃত্যু হয়েছে। ময়ূরের দেহটি লাটাগুড়ি প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্রে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।' ঘটনায় চালসার পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার ক্ষোভের সুরে জানান, গাড়ির ধাক্কায় লাগাতার বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হচ্ছে। এদিনের ঘটনায় ঘাতক গাড়িটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

গ্যাসের কানেকশন এর সাথে আধার লিংক সংযুক্তি করানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল- বিজেপি হাতাহাতি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৭ ডিসেম্বর ঃ সম্প্রতি গ্যাসের কানেকশন এর সাথে আধার লিংক সংযুক্তি করানোকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উঠে এসেছে একাধিক অভিযোগ, কখনো গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের বিরুদ্ধে টাকা চাওয়ার, কখনো গ্রাহকদের পাইপ কিনতে বাধ্য করার মতো একাধিক অভিযোগের সাক্ষী থেকেছে বঙ্গবাসী, এমনকি নদীয়ায় মন্ত্রীর স্ত্রীর বিরুদ্ধেও গ্রাহকদের থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগও উঠেছে। আর এবার এই কর্মসূচীকে ঘিরে কার্যত রনক্ষেত্রের চেহেরা নিলো নদীয়ার নবদ্বীপ শহর। জানা যায় গত কয়েকদিন ধরে বিজেপির তরফে গ্যাসের কানেকশন এর সাথে আধার লিংক সংযুক্তি করার পরিষেবা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিনামূল্যে করে আসছে। গতকাল এই কর্মসূচী চলাকালীন শহরের ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনুরাধা মন্ডল বিজেপি নেতা আনন্দ দাসের সাথে বাতবিতন্ডে জড়ায়, ও গতকাল কর্মসূচী বন্ধ হয়ে যায়। সূত্র মারফত জানা যায় বুধবার বিকেল আনুমানিক সারে চারটে নাগাদ, নবদ্বীপ শহরের বাধরোড সংগ্লগ্ন এলাকায় একই ভাবে এই কর্মসূচী করার জন্য বিজেপির তরফে বসে। বিজেপির অভিযোগ এই কর্মসূচী চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেস এর তরফে ও নবদ্বীপ শহরের ২, ৪, ৫, ২১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সহ অসংখ্য দলীয় কর্মীদের নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়, করাহয় অকথ্য ভাষায় গালাগালি, পরিস্থিতি একদম হাতাহাতিতে গড়ায়। বিজেপির জেলা নেতৃত্ব আনন্দ দাস জানান গতকালও আমাদের এই কাজ চলাকালীন ২ নং ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি এসে বাঁধা দেন, আমরা আজও এই কর্মসূচী শুরু করার পর তৃণমূলের তরফে পুলিশকে সামনে রেখে পরিকল্পিত ভাবে হামলা চালায়, আসলে এরা মানুষকে পরিষেবা নিজেরা দেয় না, আর কাউকে দিতেও দেয় না, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের আঘাতে আহত হয়েছে একজন বৃদ্ধা মহিলা, আমাদের একাধিক কর্মীকেও করা হয়েছে মারধর, সবটাই পুলিশের সামনে এটা তৃণমূলের সংস্কৃতি। বিজেপির সব অভিযোগ উড়িয়ে ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনুরাধা মন্ডল বলেন বিজেপি গত কয়েক দিন ধরে নবদ্বীপ শহর জুড়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে, শুধু মাত্র রাজনীতি করার জন্য, আমরা জানতে চেয়েছিলাম এই কাজটা আপনারা করছেন তার জন্য কন জায়গা থেকে কোন অনুমতি আছে কিনা, বলতেই আমাদের মহিলা কর্মী, সহ জনপ্রতিনিধি ও সিনিয়ার নেতৃত্বদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে, ও মারধরও করে। তিনি আরও জানান তারা মানুষের আধারের নং সহ তথ্য নিচ্ছে, সকলেই জানি আধারের তথ্য ব্যাক্তিগত রাখতে হয় কিন্তু এরা যখন আধারের তথ্য নিচ্ছে এটাকি আইনি? পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ সম্পূর্ন ভিত্তিহীন বলেও দাবী করেন তিনি। যদিও তৃণমূল কাউন্সিলারে অনুমতি নেবার বিষয়ে পাল্টা বিজেপির তরফে জানায় বিজেপির জেলা নেতৃত্ব আনন্দ দাসের নামে সাংসদ জগন্নাথ সরকার অথরাইজ লিখে দিয়েছেন, পাশাপাশি বিজেপির তরফে আরও জানায় ইন্ডেন ওয়েল বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে এই কাজটি যে কেও করতেই পারে এখানে অনুমতির কি আছে আমাদের জানা নেই।

পোড়া বাঁশিই পেটের জোগাড় করে মেলার মাঠে, পান শিল্পী ভাতা, পেয়েছেন বাড়িও

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৭ ডিসেম্বর ঃ 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই'-। শচিন কর্তার এই জনপ্রিয় গান আজও নিজের হাতের বাঁশরির সুরের লহরীতে মাতিয়ে তুলছেন শান্তিনিকেতনের আকাশ বাতাস। পৌষ মেলায় বাউল মঞ্চের ঠিক পিছনে গেলেই শুনতে পাবেন শঙ্কর মালের বাঁশরির সুর। শঙ্কর মালের বাড়ি বর্ধমানের কাটোয়া দুইয়ের অগ্রদ্বীপে। শঙ্করবাবুর জাত ব্যবসা বাঁশি ও একতারা তৈরী করা। তবে তিনি একজন শিল্পীও। বাঁশি বাজানোর ফাঁকে জানালেন, শ্যামসুন্দর বাউল সম্প্রদায় নামে তাঁর একটি নিজস্ব দলও আছে। মেলার বাইরেও বাউলের বিভিন্ন আসরে বাঁশি বাজানোর জন্য তাঁর ডাক পড়ে। দাদা লক্ষণ মালের কাছে তাঁর বাঁশি বাজানো শেখা ও বাঁশি তৈরী করা। মেলার মাঠে একটি ছোট্ট হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাঁশির সুর বেঁধে চলেছেন একমনে। মেলায় বিক্রি করছেন আড় বাঁশি, খেলনা বাঁশি একতারা। এই বাঁশি তাঁকে শুধু সুর দেয় নি। দিয়েছে জীবনও। তিনি জানান, মূলতঃ বিভিন্ন ধরণের আড় বাঁশি তৈরী করেন। এফ স্কেলের বাঁশির দাম সাড়ে সাতহাজার ও পাঁচ হাজার। এছাড়াও 'এ' স্কেলের মত সস্তা সখের বাঁশিও আছে। যার দাম দেড়শো টাকা। ন্যাচারালা ডি, এ সহ মোট বারোটি স্কেলের। ন্যাচারালা ডি বাঁশির দাম পনেরোশো টাকা। একশো থেকে হাজার পর্যন্ত বিভিন্ন বাঁশি আছে। বাচ্চাদের জিভবাঁশি ও কোকিল বাঁশিও বিক্রি করেন তিনি। তবে আড় বাঁশি তৈরীতে খাটুনি লাগে। সুর সরগম সব মাপ ঠিক রাখতে হয় এই বাঁশিতে। শিল্পীরাই এই বাঁশি কেনেন। এক তারার জন্য নারকোলের মালাই কেনেন হাওড়ার ফুলবেড়িয়া থেকে। তারপর কাটোয়ার তারে তৈরী হয় একতারা। যার দাম পাঁচশো টাকা। কিনে নিতে পারেন। আর গাইতে পারেন আমায় এক তারা ঘর ছাড়া করে পথেই নামালো। শঙ্কর মাল জানান, আসামের মুলি বাঁশ থেকে বাঁশি তৈরী করেন তিনি। বর্তমানে পরিবারে তাঁরা পাঁচজন। তিন মেয়ে ও এক ছেলে। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের শিল্পী ভাতা পান। পেয়েছেন বাংলা আবাসের বাড়ি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

দুর্গাপুরের বাসিন্দা কল্যাণ কমিটির শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ আজ সকালে, দুর্গাপুরের আইকিউ সিটি হাউজিং সোসাইটির রেসিডেন্টস ওয়েলফেয়ার কমিটির (আরডব্লিউসি) অধীনে, ২৭।১২।২৩ তারিখ সকাল ১১ টায় বাসিন্দারা বিপুল সংখ্যক আইকিউ সিটি হাউজিং এর ফ্যাসিলিটি অফিসের সামনে জড়ো হয় এবং কর্তৃপক্ষের মণি গ্রুপ বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বাসিন্দারা দীর্ঘদিনের দাবি যেমন, ফ্ল্যাটের অসম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ, ফ্ল্যাটে অপর্যাপ্ত জল সরবরাহ এবং ফ্ল্যাটে লিফটের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং মণি গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রী ও ডাক্তারদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট ব্যবহার এবং আবাসিক ফ্ল্যাটকে আবাসিক না হয়ে হোস্টেলে প্রাঙ্গনে রূপান্তর করা , এই বিষয়ে নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেন । আইকিউ সিটি হাউজিং সোসাইটিতে বসবাসকারী বাসিন্দারা সম্ভ্রান্ত সমাজের অন্তর্গত এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছেন এবং তাদের দাবি বহু বছর ধরে মণি গ্রুপ উপেক্ষা করে আসছে।তা সত্ত্বেও বাসিন্দারা আজ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করে সভ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। আজকের আন্দেলনে মণি গ্রুপের কর্মকর্তারা আমাদের দাবি পূরণের চেষ্টা করার জন্য ১৫ দিন সময় বাড়ানোর জন্য বলেছেন। বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে, আইকিউ সিটি হাউজিং সোসাইটির সভাপতি, অঞ্জনী কুমার এবং সম্পাদক, অসিত কুমার সাউ এর নেতৃত্বে, আজকের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শেষ করা হযেছে এবং যদি ১১ জানুয়ারি ২০২৪, পর্যন্ত সময়ের পরে মণি গ্রুপ আমাদের দাবি পূরণ না করে তাহলে এই আন্দোলন উগ্র রূপ নেবে। আমরা সম্পাদকের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের এই প্রয়াসটি প্রকাশ করে আমাদের যথাযথ বিচার করুন।

রাজ্য মন্ত্রিসভা ৪৯১টি নতুন পদ সৃষ্টির অনুমোদন

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য মন্ত্রিসভা ৪৯১টি নতুন পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিল। আজ নবান্নে এই বৈঠকের পর রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, ভূমি দপ্তরের জেলা প্রশাসন স্তরে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের প্রয়োজন ছিল, তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে ৪২৭ টি ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা। এছাড়া , উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে শিশুবিভাগে এসএনসিইউ-এর জন্য ২৬ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হল। এই পদগুলির মধ্যে পাঁচটি মেডিক্যাল অফিসারদের জন্য, ২০ টি নার্সদের জন্য ও একটি টেকনিক্যাল পোস্টের জন্য রাখা হয়েছে। এছাড়াও এই মেডিক্যাল কলেজে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের জন্য অতিরিক্ত ৪০টি শয্যা তৈরির অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। স্বাস্থ্যদপ্তরে নতুন ২৯ জন হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্তেও অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। কলকাতা পুরনিগম বিভাগের জন্য ৯ জন নতুন সৎকার কর্মী (ডোম) নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল মন্ত্রিসভা।

সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা কৃষক এবং জনসাধারণের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর ঃ কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা কৃষক এবং জনসাধারণের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠছিল দীর্ঘদিন থেকেই, এবার এই বিষয়টি সামনে রেখেই তুফানগঞ্জ এইডিআর সংগঠনের পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলাশাসক কে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। যার প্রথম এবং প্রধান দাবী সীমান্তবর্তী এলাকায় .কৃষক এবং সাধারণ মানুষের উপরে অযাচিতভাবে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর প্রভাব কমানো। অভিযোগ সীমান্ত পার্শ্ববর্তী এবং কাঁটাতারের বিপরীতে থাকা কৃষিজমি গুলিতে চাষ আবাদের ক্ষেত্রে বারংবার বাধা প্রদান করছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী, এমনকি গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যখন তখন তারা অভিযান চালাচ্ছে, তাই অবিলম্বে এই সমস্যাগুলি দূরীকরণের ক্ষেত্রে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন কাটা তার এলাকার কৃষক এবং সাধারণ মানুষ। সংগঠনের পক্ষে অর্ঘ্যমিত্র জানান, দীর্ঘদিন থেকেই সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন চলছে। এর বিরুদ্ধে থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করা হলে তার তদন্ত হয় না, দীর্ঘদিন থেকে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার কৃষি জমিগুলিতে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে চাষাবাদ করে আসছিল এলাকার কৃষকরা। সে ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান না হলে তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহ বৃহত্তর আঃেদালনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবে। মালাবাহুল্য এর আগে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ সামনে রেখে দফায় দফায় দিনহাটা এবং শীতলকুচি ব্লকে কৃষক এবং সাধারণ মানুষরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। মেখলিগঞ্জ ব্লক এ দুবার প্রশাসন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ আলোচনার সময় সব ঠিক থাকলেও পরবর্তীতে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জাওয়ানরা সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত মানা তো দূরের কথা তারা আশপাশ দিয়েও কাজ করেন না। তারা রীতিমত কোন ঠাসা করে রাখার চেষ্টা করছে সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষকে।

ছেলের প্রতারণার শিকার মা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ গ্রাহকদের বোকা বানাতে একাধিক কৌশলকে হাতিয়ার করে প্রতারকরা। কয়েকমাস আগেও বায়োমেট্রিক প্রতারণার একের পর এক ঘটনা আতঙ্ক বাড়িয়েছিল গ্রাহকদের। কিন্তু, তারকেশ্বরে ঘটেছে অবাক করা ঘটনা। এবার ছেলের প্রতারণার শিকার মা। বিমা কোম্পানির এজেন্টের মাধ্যমে মায়ের সই জাল করে পলিসির টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তারকেশ্বর থানা এলাকার মনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ারা বিবি খোদ নিজের সন্তানের প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা তারক পাত্র নামের এজেন্টের থেকে দু'টি পলিসি কিনেছিলেন তিনি। বছরে দু'বার তারকের কাছে প্রিমিয়ামের টাকা জমা করতেন আনোয়ারা। প্রত্যেক বছর প্রিমিয়াম বাবদ ২৩ হাজার টাকা দিতে হত। সম্প্রতি ওই পলিসি বন্ড জমা রেখে ঋণ নেন আনোয়ারা। ঋণের টাকা শোধ হওয়ার পর ১২ ডিসেম্বর পলিসির টাকা জমা করতে গিয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তাঁর। টাকা জমা করতে গিয়ে তিনি দেখেন, নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেই তাঁর সই নকল করে পলিসির টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। ছেলে জাভেদ মণ্ডলের সঙ্গে খোলা জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে সেই টাকা ঢুকেছে। এমনকী ওই অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁর ছেলে জাভেদ টাকা তুলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। যদিও আনোয়ারা বিমা কোম্পানির এজেন্টকেই দায়ী করেছেন। ছেলে নয়, বরং বিমা কোম্পানির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে মহিলা । আনোয়ারা বলেন, 'বিমা কোম্পানির গাফিলতি রয়েছে। আমার সই যাচাই না করে কী ভাবে টাকা পাঠাল? এজেন্ট আমার ছেলের সঙ্গে যোগাসাজোশ করে আমার সই নকল করে জমা দিয়েছেন। আমার ছেলে অন্য রাজ্যে সোনার কাজ করে। আমি পুলিশ ও বিমা কোম্পানিকে অভিযোগ জানিয়েছি। এবার দেখা যাক, কী হয়।' এজেন্ট বলেন, 'সই সঠিক মনে হওয়ার কারণে আমি তা অফিসে জমা দিয়েছি। সই যাচাই করার দায়িত্ব বিমা কোম্পানির, আমার নয়। এমন ঘটনা সত্যি হয়ে থাকলে মানুষের বিশ্বাস বিমা কোম্পানির উপর নষ্ট হবে। অভিযোগ সত্যি হলে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

পদ হারানোর পর, ইঙ্গিত অনুপমের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্দেশে অনুপম হাজরার সর্বভারতীয় সম্পাদক পদ থেকে অপসারণের পরই, ফেসবুকে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে পোস্ট করলেন অনুপম হাজরা। সেই পোস্টে অনুপম লেখেন, 'পদ থেকে সরাবার ঠিক তিন ঘন্টার মধ্যেই বার্তা --কিছু শর্ত মেনে চললে আবার সব আগের মতো!!! কিন্তু কোনো শর্ত যে তিনি মানতে নারাজ, তা তার এই পোস্টে প্রমাণিত। কুড়ি সালে থেকে বোলপুরের প্রাক্তন সাংসদ বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর একটি পোস্টে কেন্দ্রীয় বিজেপি ক্ষুব্ধ হন। সেই পোস্টে অনুপম লেখেন, দুর্নীতি গ্রস্থদের দলের উচ্চ পদে বসিয়ে রাখলে, আমরা কী তৃণমূলকে চোর বলার জায়গাই থাকবো। তারপর চোর মুক্ত বিজেপি চাই বলে পোস্টও করেন। দলের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় তার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও কোনো দলে যোগ দিচ্ছেন কিনা, সে ব্যাপারে এখনই খোলসা করেন নি। যদিও তৃণমূল জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ অনুপম হাজরাকে তৃণমূল যোগ দেওয়ার জন্য আগাম আহ্বান জানিয়ে রেখেছেন। দল যে তাঁর প্রতি অসুন্তুষ্ট তা কিছুদিন ধরে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। প্রথমে অনুপম হাজরার ওয়াই ক্যাটেগরি সুরক্ষা তুলে নেওয়া হয়। অমিত শাহর সভায় তাঁকে ডাকা হয় নি। বুধবার অনুপম হাজরাকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেন নি।

শৌচকর্ম করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বাড়ির পাশেই গুলিবিদ্ধ হলেন এক যুবক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার কালিয়াচকে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গুলিবিদ্ধ যুবক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম জাবেদ শেখ। তাঁর বয়স ২৭ বছর। পেশায় ফেরিওয়ালা। কর্মসূত্রে থাকেন বিহারে। বাড়িতে রয়েছে স্ত্রী ও তিন সন্তান। মাস খানেক আগে মালদার কালিয়াচকের শাহবাজপুরের বাড়িতে এসেছেন। সূত্রের খবর, অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার রাতে বাড়ির পাশে ভুট্টার খেতে শৌচকর্ম করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় ভুট্টার খেতে কে বা কারা গল্প করছিল। অভিযোগ, জাবেদ তাদের দেখে চিৎকার করতেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় যুবকেরা। গুলি লাগে যুবকের কোমরে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। তড়িঘড়ি গুলিবিদ্ধ যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন ওই যুবক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চিকিৎসায় গাফিলতি, প্রসূতির মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে এক প্রসূতি মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনার পর দফায় দফায় চাঁচল সুপারিটি হাসপাতালে কর্তব্যরত এক চিকিৎসক ও নার্সের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসীরা। এমনকি অনেক রাত পর্যন্ত চাঁচল সুপারিটি হাসপাতালে সামনের মেন গেট ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান মৃত গৃহবধূর আত্মীয়েরা। এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত প্রসূতি মহিলার নাম গায়ত্রী দাস (২২)। তাঁর বাড়ি বিহারের আবাদপুর এলাকায়। চাঁচলে ওই গৃহবধূর বিয়ে হয়েছিল । মৃতের আত্মীযদের অভিযোগ, চারদিন আগে চাঁচল সুপারিটি হাসপাতালে গাযত্রীকে ভর্তি করানো হলেও একবারের জন্য কোনো চিকিৎসক দেখে নি। এদিন রাতে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে অনেকবার চিকিৎসককে ডাকাডাকি করা হয়। কর্তব্যরত একজন নার্স কে জানানো হয়। কিন্তু কেউ ওই রোগীকে দেখেনি অবশেষে রাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গায়েত্রীর মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেয়। আর এরপরই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের আত্মীয় ও পাড়া প্রতিবেশীরা। মৃত গৃহবধূর পিসি ভক্তি দাস বলেন, চাঁচল সুপারিটি হাসপাতাল এত সুন্দর ভাবে গড়ে উঠলেও, এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থার একেবারেই বেহাল। চার দিন ধরে একটা রোগী পড়ে থাকল তাকে একবারের জন্যও চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হলো না, ভাবতেই অবাক লাগছে। আমরা বলেছিলাম রোগীকে ছুটি দিতে, কোন এক নার্সিংহোম অথবা মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করাবো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা শোনেনি, এদিন যখন গায়ত্রী শারীরিক অবস্থার অবনতি হয, তখন আমরা অনেকবার চিকিৎসকের খোঁজ করি, নার্সদের ডাকাডাকিও করি। কেউ আসেনি গুরুত্ব দেয়নি। অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল গায়েত্রী। এরপরেই আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/419
Name of work : **Installation of street lighting system at different places in Ward No. 83**; Estimated Amount : ₹ **1,99,973.94**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/550
Name of work : **Installation of street lighting system at different places within Ward No. 82**; Estimated Amount : ₹ **2,99,871.02**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **20 days**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/551
Name of work : **Improvement of street lighting system at 9B, Chetla Road, & 113, Chetla Road in Ward No. 82**; Estimated Amount : ₹ **1,49,846.63**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of Completion : **20 days**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/552
Name of work : **Installation of energy efficient LED lights & Associated works for decorated view cutter on railing on Kalighat Bridge Approach at Southern Flank in Ward No. 82**; Estimated Amount : ₹ **2,29,649.76**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/554
Name of work : **Suuply and delivery of trident fiftings & LED Lamp for decorative lighting system at Baker Road, Belvedere Road in Ward No. 74**; Estimated Amount : ₹ **4,91,422.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **20 days**.

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/544
Name of work : **Installation of street lighting system at Paddmapukur East Lane, Lakhi Narayan Ganj Gali & other places in Ward No. 76**; Estimated Amount : ₹ **1,98,779.11**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **15 days**.

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/545
Name of work : **Installation of mini mast lighting system at different crossings in Ward No. 75**; Estimated Amount: ₹ **1,84,621.94**; Earnest Money : ₹ **3,700.00**; Period of Completion : **30 days**.

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/547
Name of work : **Installation of street lighting system at Canal Road, Hospital Lane, Kabitirtha Sarani & other places in Ward No. 75**; Estimated Amount : ₹ **1,98,923.54**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/546
Name of work : **Arrangement of temporary lighting system for Festive Seasion at Md. Kavi Iqbal Road under Br.-IX**; Estimated Amount : ₹ **1,97,175.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **12 days**.

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/556
Name of work : **Repairing and lifting of feeder pillar box at C.G.R. Road, Sonarpur Road, Hide Rd. & other places in Ward No. 80**; Estimated Amount : ₹ **1,98,775.68**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/557
Name of work : **Development of street lighting system at different places within Ward No. 88**; Estimated Amount : ₹ **2,49,977.02**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of completion of bid : **10.01.2024 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 11)**; Tender opening date : **10.01.2024 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 11)**; The bid forms and other details are available on and from **26.12.2023 from 2 pm (For Sl. No. 1 to 11);** For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 11)**. Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **(For Sl. No. 1 to 11)**.

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III/VII, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/558
Name of work : **Repair and replacement of faulty lights and fans at UPHC-66, KMC**; Estimated Amount : ₹ **1,07,205.44**; Earnest Money : ₹ **2,200.00**; Period of Completion : **30 days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/560
Name of work : **Renovation & repairing of lighting arrangements at Palmer Bazar Road, D.C. Dey Road and different places in Ward No. 56;** Estimated Amount : ₹ **1,99,648.72**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of suhbmission of bid : **10.01.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Bid opening date for technical proposals : **11.01.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **26.12.2023 (2 pm) (For Sl. No. 1 & 2);** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **OSD & Ex Officio Co(L&E), KMC** invites e-tender online quoted in two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/CO(E)/LTG/CMO/114/23-24
Name of work : **Comprehensive maintenance contract of Four Nos. water cooler cum purifier machines at Town Hall under KMC for Two years;** Estimated Amount : **Open**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of Completion : **730 days.**

(2) NIT No. : KMC/CO(E)/LTG/CMO/115/23-24
Name of work : **Comprehensive maintenance contract of Two Nos. Kitchen Ducting Hood Situated at Canteen of CMO Building, KMC for Two years;** Estimated Amount : **Open**; Earnest Money : ₹ **3,700.00**; Period of Completion : **730 days.**

(3) NIT No. : KMC/CO(E)/LTG/CMO/116/23-24
Name of work : **Replacement of AC at video conference room of Br.-VI Hogg Building under KMC;** Estimated Amount : **Open**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of Completion : **15 days**; Last date and time of submission of bid : **10.01.2024 upto 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **29.12.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3)** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **Ex. Eng. (Electrical)/LTG, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :

NIT No. : LTG/120/INST/COMMON/BR-IV/Z-II
Name of the work : **Refilling of fire extingushers at Br.-IV office and other institutions under Br.-IV, KMC;** Estimated Amount : ₹ **1,83,487.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **190 days**; Last date and time of submission of bid (Online) : **15.01.2024 upto 4 pm**; The bid forms and other details are available on and from **05.01.2024 (4 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1176/23-24

সেঞ্চুরিয়নের বদ্ধভূমিতে দুরন্ত সেঞ্চুরি রাহুলের

লড়াইয়ে ফিরল ভারত

সেঞ্চুরিয়ন, ২৭ ডিসেম্বরঃ প্রোটিয়াদের দুর্গে ভারতের প্রথম ইনিংসে অক্সিজেন দিয়েছেন লোকেশ রাহুল। সেঞ্চুরিয়ন টেস্টের প্রথম দিনের শেষে ৭০ রানে অপরাজিত ছিলেন রাহুল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের প্রথম ইনিংসে, এক ঘণ্টার মধ্যে শতরান পূর্ণ করেন লোকেশ রাহুল। প্রোটিয়া তরুণ তুর্কি জেরাল্ড কোজেকে ছক্কা হাঁকিয়ে শতরান পূর্ণ করেন রাহুল। ১৩৩ বলে শতরান পূর্ণ হয়েছে তাঁর। এটি রাহুলের কেরিয়ারের ৪৮তম টেস্ট ম্যাচ। আর তাতে অষ্টম শতরান হাঁকালেন রাহুল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এটি রাহুলের দ্বিতীয় শতরান। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলির ব্যাট যেখানে কথা বলেনি, সেখানেই শতরান হাঁকিয়ে সেঞ্চুরিয়নে টিম ইন্ডিয়ার হিরো হয়ে গিয়েছেন লোকেশ রাহুল।

ভারতের প্রথম ইনিংসে লোকেশ রাহুলের শতরান ছাড়া আর কোনও ক্রিকেটারের নামের পাশে অর্ধশতরান নেই। ছয় নম্বরে নেমে রাহুল লড়ে গেলেন শেষ অবধি। তাঁর ব্যাটে সেঞ্চুরি না এলে ভারত প্রথম ইনিংসে হয়তো ১২১ রানেই গুটিয়ে যেতে পারত। কারণ, সেঞ্চুরিয়ন টেস্টের প্রথম দিন ১২১ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে টিম ইন্ডিয়া। সেখান থেকে দ্বিতীয় দিনে খেলা টেনে আনেন রাহুল। ২৪৫ রানে অলআউট হয় টিম ইন্ডিয়া। শতরানের পর অবশ্য বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি রাহুল। তাঁর উইকেট তুলে নেয় ডেবিউ টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামা নান্দ্রে বার্গার। তিনি অভিষেক টেস্টে ১৫.৪ ওভার বল করে ৩টি উইকেট নিয়েছেন। প্রোটিয়া তারকা কাগিসো রাবাডা ৫টি উইকেট নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে সেঞ্চুরি করার পাশাপাশি রাহুল গড়েছেন এক রেকর্ড। দেশের বাইরে তিন ফর্ম্যাটে ৫০-এর বেশি রান করা তৃতীয় ভারতীয় উইকেটকিপার ব্যাটার হলেন লোকেশ রাহুল। তাঁর আগে মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং ঋষভ পন্থ এই রেকর্ড গড়েছিলেন।

আফগান সিরিজে অনিশ্চিত হার্দিক পান্ডিয়া, আইপিএলে খেলবেন তো?

মুম্বই, ২৭ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেট মহলে হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। তিনি বরাবরই চোট প্রবণ। এই চোটের কারণে দেশের হয়ে বহু ম্যাচ খেলতে পারেননি হার্দিক পান্ডিয়া। বর্তমানে তিনি চোটের কারণে ২২ গজ থেকে দূরে রয়েছেন। কবে তিনি ফিরবেন দেশের জার্সিতে? নানা মুনির নানা মতের মতো একাধিক সূত্র মারফত হার্দিকের কামব্যক নিয়ে বিভিন্ন খবর শোনা যাচ্ছে। ওডিআই বিশ্বকাপের সময় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোঁড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। সেই দেশের জার্সিতে শেষবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে মাঠের বাইরে তিনি। চলছে জোরকদমে রিহ্যাব প্রক্রিয়া। বিশ্বকাপের পর ঘরের মাঠে

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি হার্দিক। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও যাওয়া হয়নি তাঁর। শোনা গিয়েছিল, নতুন বছরে মাঠে ফিরবেন হার্দিক। কিন্তু এখন আবার আশঙ্কার নতুন খবর শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি সংবাদসংস্থা এএনআইকে এক সূত্র জানিয়েছে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের শুরুতে যে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হবে ভারতের, তাতে খেলতে পারবেন না হার্দিক পান্ডিয়া। সেই সূত্র জানিয়েছে, অবশ্য ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের আগে ফিট হয়ে যাবেন হার্দিক পান্ডিয়া। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে হার্দিক পান্ডিয়ার হেলথ আপডেট নিয়ে কোনও নতুন আপডেট শেয়ার করা হয়নি। দুবাইতে হওয়া আইপিএল নিলামের আগেই গুজরাট টাইটান্স থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ট্রেডিংয়ে আসেন হার্দিক পান্ডিয়া। তাঁকে রোহিত শর্মার জায়গায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন বানানো হয়েছে। রোহিতের আসনে হার্দিককে বসানোর পর থেকে মুম্বই ভক্তরা ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। অনেকেই বিক্ষোভ দেখিয়ে মুম্বইয়ের জার্সি, পতাকা, টুপিও আগুনে পোড়ান। এ বার দেখার সফল নেতা রোহিতকে সরিয়ে যে হার্দিককে ক্যাপ্টেন বানাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, তিনি টিমকে আগামী আইপিএলে সফল করতে পারেন কিনা।

নিউজিল্যান্ডের মাঠে ইতিহাস বাংলাদেশের

নেপিয়ার, ২৭ ডিসেম্বরঃ নিউজিল্যান্ডের মাঠে এর আগে টেস্ট জিতেছিল বাংলাদেশ দল। এবার টি ২০ ম্যাচ জিতলেন নাজমুল হাসান শান্তরা। তাঁরা বুধবার পাঁচ উইকেটে ঘরের দল কিউইদের হারিয়েছে আট বল বাকি থাকতেই। নেপিয়ারে প্রথমে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে নিউজিল্যান্ড করেছিল ১৩৪/৯। বিনিময়ে বাংলাদেশ ১৮.৪ ওভারে ১৩৭/৫ করে জিতে গিয়েছে। সিরিজের প্রথম ম্যাচে জিতে অনেকটা এগিয়ে গেল টাইগাররা। ওপার বাংলার পক্ষে ৩৬ বলে ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন ওপেনার লিটন দাস। শেষ মুহূর্তে ১৬

বলে ১৯ রান করে অপরাজিত থাকেন মেহেদি হাসান। নেপিয়ারে আগের ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও দাপট দেখিয়েছেন বাংলাদেশের বোলাররা। একই সঙ্গে টস জিতে কিউইদের আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অধিনায়ক শান্ত। তিনি চেয়েছিলেন শুরুতে বোলিং করে বিপক্ষকে নাজেহাল করতে। সেটাই হয়েছে ম্যাচে। মেহেদি হাসান ও শরিফুল ইসলাম তিনটি করে উইকেট নেন। দুটি শিকার মুস্তাফিজুর রহমানের। কিউইদের পক্ষে জেমস নিশ্যাম (৪৮) ও দলের নেতা মিচেল স্যান্টনার (২৩) রুখে না দাঁড়ালে নিউজিল্যান্ডের রান এতটাও হত না।

আইপিএলে বাতিল চিনা ব্র্যান্ড, বড় সিদ্ধান্তের পথে বিসিসিআই

মুম্বই, ২৭ ডিসেম্বরঃ বিশ্বকাপ মিটতেই শিরোনামে আইপিএল। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। মিনি নিলামে সাধ্যমতো তারকাদের কিনে দল সাজিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। সব ঠিক থাকলে হয়তো নতুন বছরের মার্চ মাসে শুরু হবে আইপিএল। যত দিন এগিয়ে আসছে, তত নতুন-নতুন আপডেট পাওয়া যাচ্ছে ক্রিকেটের কোটিপতি লিগকে ঘিরে। এ বার শোনা যাচ্ছে, আইপিএলের চিনা স্পনসরদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের ব্যবস্থা নিতে চলেছে বিসিসিআই। কী পরিকল্পনা রয়েছে ভারতীয় বোর্ডের মাথায়? আইপিএলকে ঘিরে যেমন ক্রিকেটপ্রেমীদের উন্মাদনার শেষ থাকে না, ঠিক তেমনই এই লিগে বিনিয়োগ করার জন্য পা বাড়িয়ে থাকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডগুলো। আইপিএল মানেই আলো। আর আইপিএলের আলোয় ব্র্যান্ডের প্রচারের কাজ সেরে নিতে চান ব্র্যান্ড মালিকরা। এই

তালিকায় রয়েছে চিনা ব্র্যান্ডগুলিও। তবে এ বার চিনা ব্র্যান্ডগুলির বিরুদ্ধে বড়সর পদক্ষেপ করতে চলেছে বিসিসিআই। এই মুহূর্তে আইপিএলের টাইটেল স্পনসর খুঁজছে ভারতীয় বোর্ড। ক্রিকবাজে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইপিএলের-এর টাইটেল স্পন্সরশিপের জন্য বিসিসিআই যে টেন্ডারটি প্রকাশ করেছে তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথা মাথায় রেখেই চিনা ব্র্যান্ডগুলিকে বিনিয়োগ করতে দেওয়া না হতে পারে আইপিএলে। আইপিএল টাইটেল স্পন্সরশিপের খরচ বার্ষিক ৩৬০ কোটি টাকা। স্পনসর বাছাইয়ের জন্য একটি দরপত্র দেওয়া হবে। কিন্তু বিসিসিআই স্পষ্ট করে কোনও দেশ বা ব্র্যান্ডের কথা উল্লেখ করেনি। জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া এবং চিনা স্মার্টফোন নির্মাতা ভিভোর সঙ্গে নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কারণে বিসিসিআই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। চিনা কোম্পানি ভিভো আগে আইপিএলের স্পনসর ছিল, কিন্তু ২০২০ সালে ভারত-চিন সীমান্তে পরিস্থিতি খারাপ হলে, বিসিসিআই ভিভোকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং টাটা এক বছরের জন্য আইপিএলের টাইটেল স্পনসর হয়।

আমার রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই, বললেন সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ সদ্য জীবনের মাঠে করেছেন হাফ সেঞ্চুরি। তবু আজও আট থেকে আশির ক্রাশ। ২২ গজে একের পর এক গড়েছেন রেকর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট টিম ১৯৯৬ সালে পেয়েছিল বাংলার এক নতুন নায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। আবির্ভাবেই জোড়া টেস্ট সেঞ্চুরি যিনি বদলে দিয়েছেন স্বপ্নের সীমারেখা। যাঁর চিন্তাভাবনায় ছিল অন্য সুর। ক্যাপ্টেন হওয়ার পর সেই তিনি দেশের বাইরে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে। ওই সাফল্যের পিছনে ছিল দলগত ভাবনা। কখনও স্বজনপোষণে বিশ্বাস রাখেননি। দেশের নানা প্রান্ত থেকে তুলে এনেছিলেন বহু ক্রিকেটারকে। যুবরাজ সিং, মহম্মদ কাইফ, হরভজন সিং, বীরেন্দ্র শেহওয়াগরা বড় হয়ে উঠেছিলেন সৌরভের ছায়াতেই। বাংলার মহারাজের দাদাগিরি শুরু তখন থেকেই। সে দিনও মাঠে ময়দানে ছিল না তাঁর রাজনীতি, আজও তিনি নিজের গায়ে কোনও রাজনীতির রং লাগতে দেননি। সৌরভের এটাই বিশেষত্ব। তিনি সকলের থেকে আলাদা। রঙের রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন, বরং কাজকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বরাবর। সময়, পরিস্থিতি পাল্টালেও নিজের সেই বিশ্বাসে এক চুল সরেননি মহারাজ। বর্তমান থেকে প্রাক্তন হয়েও তাঁর গলায় সেই এক সুর। রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠলেও যিনি সারাধণের কথাই বলেন মুক্তকণ্ঠে। রাজনীতি বাইশ গজে কখনও পা রাখবেন না, যেমন বলেও দিচ্ছেন মহারাজ। বর্তমানে রিয়্যালিটি শো দাদাগিরি নিয়ে ব্যস্ত তিনি। ক্যামেরার সামনেও ছক্কা হাঁকাচ্ছেন পর পর। সঞ্চালনার দুনিয়ায় যে এ ভাবে রাজত্ব করবেন, প্রাথমিক ভাবে অনেকে অনুমান করতে পারেননি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে এ বার রাজনীতি নিয়েও মুখ খুললেন। প্রায়ই শোনা যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রস্তাব নিয়ে মহারাজের বাড়ি পৌঁছে যান। শোনা যায়, রাজনীতিতে আসতে চলেছেন তিনি। সত্যি কি তাই হবে কখনও? সৌরভ জানিয়ে দিলেন তাঁর মনের কথা। তাঁর উত্তর, ''নাহ, রাজনীতিতে আসার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। তবে যদি আসি, একটা বিষয় লক্ষ্য রাখব, অনেকেই বলেন, 'করে দিলাম', 'পেয়ে গেলেন', এটার বদল ঘটাব।'' মানুষের অধিকার নিয়ে সরব হলেন মহারাজ। হাসতে হাসতে বললেন, ''করে দিলাম, এ ভাবে বলা যাবে না। পেয়ে গেলেন, সেটাও বলা যায় না। এটা আপনার অধিকার। এটা আপনার প্রাপ্য। তা বলে কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না। যিনি বা যাঁরা আমার বাড়ি আসেন, তাঁরা আসতেই পারেন। আমার রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে নেই।'' সৌরভ বরাবর নিজের ছন্দে হেঁটেছেন। তিনি যে স্টাইল এনেছেন, বরং পরবর্তী প্রজন্ম তাই গ্রহণ করেছে। সৌরভের দেখানো পথে হেঁটেই সফল হয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

এশিয়ান কাপে ভারতীয় 'ডিফেন্সের' মেন্টর ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপার!

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বরঃ ভারতীর ফুটবলের উন্নতিতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। কয়েক সপ্তাহ আগেই ভারতে এসেছিলেন কিংবদন্তি কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার। ভুবনেশ্বরে ফিফা-এআইএফএফ অ্যাকাডেমির উদ্বোধনও করেন। ভবিষ্যতের তারকা তুলে আনার চেষ্টা হবে এই অ্যাকাডেমি থেকে। তেমনই বর্তমান প্রজন্মকে নিয়েও ভাবতে হবে। ভারতের সামনে এখন এএফসি এশিয়ান কাপ। কাতারে হবে এই প্রতিযোগিতা। তার আগে ভারতীয় ফুটবল দলের জন্য দারুণ খবর। এশিয়ান কাপে ভারতের গ্রুপে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান, সিরিয়ার মতো দেশ। সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ নিঃসন্দেহে অস্ট্রেলিয়া। কাতার বিশ্বকাপে খেলা দলের বিরুদ্ধে ভালো পারফর্ম করতে হলে মানসিক ভাবে যেমন শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন, তেমনই দক্ষতার দিক থেকেও। এশিয়ান কাপের জন্য ৫০ জনের একটি প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছেন ভারতের হেড কোচ ইগর স্টিমাচ। চোট-আঘাতের বিষয়টি মাথায় রেখেই এত বড় স্কোয়াড গড়া হয়েছে। দোহায় শিবিরের পর মূল স্কোয়াড বেছে নেওয়া হবে। এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এশিয়ান কাপের জন্য ভারতের কোচিং টিমে যোগ করা হচ্ছে ইংল্যান্ডের ২০০২ বিশ্বকাপ টিমের সদস্য ট্রেভর সিনক্লেয়ারকে। তিনি মূলত ভারতের ডিফেন্স লাইনকে নিয়ে কাজ করবেন।

গোলে এমবাপে-হলান্ডকেও ছাড়িয়ে গেলেন রোনাল্ডো

রিয়াধ, ২৭ ডিসেম্বরঃ শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাপারটা ঠিক কেমন? এমনিতে স্বতঃসিদ্ধ একটা ব্যাপার হলো, পারফরম্যান্সে যিনি সবার ওপরে, তিনিই সেরা। তবে কিছু সময় সেসব পারফরম্যান্সের মাঝেও এমন কিছু বার্তা লুকিয়ে থাকে, যা পড়তে পারলে সেরার ব্যাপ্তিটাও বোঝা যায়। যেমন ধরুন, ৩৮ বছর বয়সী ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, যাঁকে ২৩ ও ২৫ বছর বয়সে সেরা ফর্মে থাকা দুজন টগবগে তরুণও ধরতে পারলেন না! ৩৮ বছর বয়সে সর্বোচ্চ গোলের পরিসংখ্যানে সেই দুই তরুণ-কিলিয়ান এমবাপে ও আর্লিং হলান্ডকে যিনি টেক্কা দিতে পারেন, তাঁকে কি শুধুই 'সেরা'র বৃত্তে ব্র্যাকেটবন্দী করবেন, নাকি সত্যিকারের কিংবদন্তিরা কেমন হয়, সেটা অনুচ্চারে প্রকাশ করা রোনাল্ডোর এই গোলের 'বার্তা' থেকে বুঝেও নেওয়া যায়! সৌদি জন্য পুনর্মিলনীর আবহও ছিল। তাঁর মতোই ইউরোপ ছেড়ে এ ক্লাবে যোগ দিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে তাঁর-ই একসময়ের সতীর্থ করিম বেনজেমা। ম্যাচ শুরুর আগে স্টেডিয়ামের টানেলে দুজন কুশলাদিও বিনিময় করেন। বুকে জড়িয়ে ধরেন একে অপরকে। বেনজেমা এরপর গোল করতে রোনাল্ডোকে সাহায্যও করলেন! ভ্রূকুটির আগে পুরোটা শুনুন। ১৯ মিনিটে ইত্তিহাদের বক্সে আল নাসরের আল লাজামিকে ফাউল করেন বেনজেমা, তাতে পেনাল্টি পায় নাসর এবং সেখান থেকে গোল করতে মোটেও অসুবিধা হয়নি রোনাল্ডোর। পরের পেনাল্টিটি এসেছে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) সিদ্ধান্তে। রোনাল্ডো সেখান থেকে গোল করার আগে অবশ্য এই পেনাল্টির দায় ইত্তিহাদের

প্রো লিগে গতকাল রাতে আল ইত্তিহাদের মাঠে আল নাসরের ৫-২ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করেন রোনাল্ডো। দুটো গোলই পেনাল্টি থেকে। ৬৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় সময়ের সেরা তিন খেলোয়াড়-হ্যারি কেইন, এমবাপে ও হলান্ডকে পেছনে ফেলে শীর্ষে ওঠেন রোনাল্ডো। এ নিয়ে মোট ৫৩ গোল হলো পর্তুগিজ কিংবদন্তির। তাঁর ক্লাব আল নাসর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) এ নিয়ে করা পোস্টে লিখেছে, ''আল নাসর অধিনায়ক ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ইত্তিহাদের বিপক্ষে আজ (গতকাল রাতে) নিজের ৫৩তম গোলটি তুলে নিয়ে ২০২৩ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন। তিনি পেছনে ফেললেন কিলিয়ান এমবাপে ও হ্যারি কেইনকে, যাঁরা ৫২টি করে গোল করেছেন।' শীর্ষ তিনে থাকতে না পারায় সিটি তারকা আর্লিং হলান্ডের নামটা সম্ভবত নেয়নি আল নাসর। হলান্ডের গোলসংখ্যা ৫০। ইত্তিহাদের মাঠে ম্যাচটি রোনাল্ডোর ব্রাজিলিয়ান তারকা ফাবিনিওর। আল নাসরের ওটাভিওকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ফাবিনিও। আল নাসরের হয়ে সাদিও মানেও জোড়া গোল করেন। ফুটবলের পরিসংখ্যান-বিষয়ক 'এক্স' অ্যাকাউন্ট 'সোফাস্কোর ব্রাজিল' জানিয়েছে, ২০২৩ সালে ৫৮ ম্যাচে ৫৩ গোল করলেন রোনাল্ডো। এর বাইরে গোল বানিয়েছেন ১৫টি। সব মিলিয়ে ৬৮টি গোলে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান রেখেছেন। প্রতি ৭৫ মিনিট পর একটি করে গোল করেছেন। এ বছর আরও একটি ম্যাচ বাকি আছে আল নাসরের। অর্থাৎ নিজের গোলসংখ্যাটা বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে রোনাল্ডোর। কিন্তু হ্যারি কেইনের দল বায়ার্ন মিউনিখ কিংবা এমবাপের দল পিএসজির এ বছর আর কোনও ম্যাচ নেই। সিটির হাতে এ বছর প্রিমিয়ার লিগে আরও দুটি ম্যাচ আছে। কিন্তু রোনাল্ডোর জন্য সুসংবাদ হলো, চোটের কারণে আপাতত মাঠের বাইরে হলান্ড।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ছয়ে ছয় বানিয়ে রেকর্ড ক্লপের

লন্ডন, ২৭ ডিসেম্বরঃ বার্নলির মাঠে গতকাল রাতেই ইঙ্গিতটা দিয়ে রাখলেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। আয়োজকদের ২-০ গোলে হারিয়ে মরসুমের অর্ধেক পথে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে লিভারপুল। ১৯ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির। 'বক্সিং ডে'তে এই জয়ে একটি রেকর্ডও গড়লেন ক্লপ। ফুটবলের পরিসংখ্যান বিষয়ক 'এক্স' হ্যান্ডল 'অপটা জো' জানিয়েছে, ক্লপ ২০১৫ সালে লিভারপুলের কোচ হয়ে আসার পর তাঁর অধীনে প্রিমিয়ার লিগে 'বক্সিং ডে'তে সব ম্যাচ জিতেছে ক্লাবটি। ৬ ম্যাচে ডাগ আউটে দাঁড়িয়ে কখনো হারেননি ক্লপ। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে 'বক্সিং ডে'তে এটাই কোনও কোচের সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড। ফুটবলের পরিসংখ্যান বিষয়ক ওয়েবসাইট 'স্কোয়াকা' জানিয়েছে, চেলসির বর্তমান কোচ মরিসিও পচেত্তিনোও 'বক্সিং ডে'তে প্রিমিয়ার লিগে পাঁচ ম্যাচে ডাগ আউটে দাঁড়িয়ে সবগুলোই জিতেছেন। তাঁরও জয়ের রেকর্ড শতভাগ। কিন্তু ক্লপ এক ম্যাচ বেশি জেতায় এই শতভাগ জয়ের তালিকাতেও এগিয়ে। তাঁর জেতা ৬ ম্যাচে লিভারপুল গোল করেছে ১৯টি। হজম? গত বছর বক্সিং ডে-তে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছিল লিভারপুল। ভিলার ওলি ওয়াটকিনসের করা সেই গোলটি লিভারপুলে ক্লপ-জমানায় বক্সিং ডেতে হজম করা

একমাত্র গোল। আর এ সময়ে বক্সিং ডে-তে লেস্টার সিটির বিপক্ষে ২ ম্যাচ এবং সোয়ানসি, নিউক্যাসল, অ্যাস্টন ভিলা ও বার্নলির বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল। এই ৬ ম্যাচে লিভারপুলের জয়ের স্কোরকার্ডও জানিয়ে রাখা যায়-২০১৫ সালে লেস্টারের বিপক্ষে ১-০, ২০১৭ সালে সোয়ানসির বিপক্ষে ৫-০, ২০১৮ সালে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ৪-০, ২০১৯ সালে লেস্টারের বিপক্ষে ৪-০, ২০২২ সালে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ৩-১ এবং গতকাল রাতে বার্নলির বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এএস' জানিয়েছে, বক্সিং ডে-তে সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ৯১ ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল। ৪৪ জয়, ২৪ ড্র ও ২৩ হার। শুধু কী তাই, ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে লড়াই করা লিভারপুল সে বছর বড়দিন এবং বক্সিং ডে-তেও (বড়দিনের পরদিন) ম্যাচ খেলেছিল! সে বছরই বড়দিনে নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল। ১৯৯২ সালে প্রিমিয়ার লিগ চালুর পর বক্সিং ডে-তে ২৫ ম্যাচ খেলে ১৫ জয় পেয়েছে লিভারপুল। ৫ ড্র এবং হেরেছে ৫ ম্যাচ। প্রসঙ্গ যেহেতু বক্সিং ডে নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই দিনে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছে কোন দল? তার উত্তর দেওয়ার আগে এই তথ্যটি জানিয়ে রাখা ভালো, নথিবদ্ধ ইতিহাস অনুসারে বক্সিং ডেতে প্রথম ফুটবল ম্যাচ খেলা হয়েছে ১৮৬০ সালে। সে ম্যাচে হ্যালাম এফসির মাঠে আয়োজকদের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিল শেফিল্ড এফসি। এবার বক্সিং ডে-তে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছে কোন দল-সে উত্তর দেওয়া যাক- ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের দলগুলোর মধ্যে বক্সিং ডেতে ৯৩ ম্যাচ খেলে ৫৩ জয় পেয়েছে ইউনাইটেড। ১৯৭৮ সালের পর থেকে বক্সিং ডে-তে কখনো হারেনি ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি। প্রিমিয়ার লিগ চালুর পর এই দিনে ২৭ ম্যাচের ২১টি জিতেছে ইউনাইটেড। প্রিমিয়ার লিগ চালুর পর থেকেও এই দিনে সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ড ক্লাবটির। ইউনাইটেডের পর সব মিলিয়ে বক্সিং ডেতে সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ড অ্যাস্টন ভিলার। তাঁরা জিতেছে ৪৬ ম্যাচ। ৪৪ জয় নিয়ে তিনে লিভারপুল। ৪৩টি করে ম্যাচ জিতেছে এভারটন ও ম্যানচেস্টার সিটি।

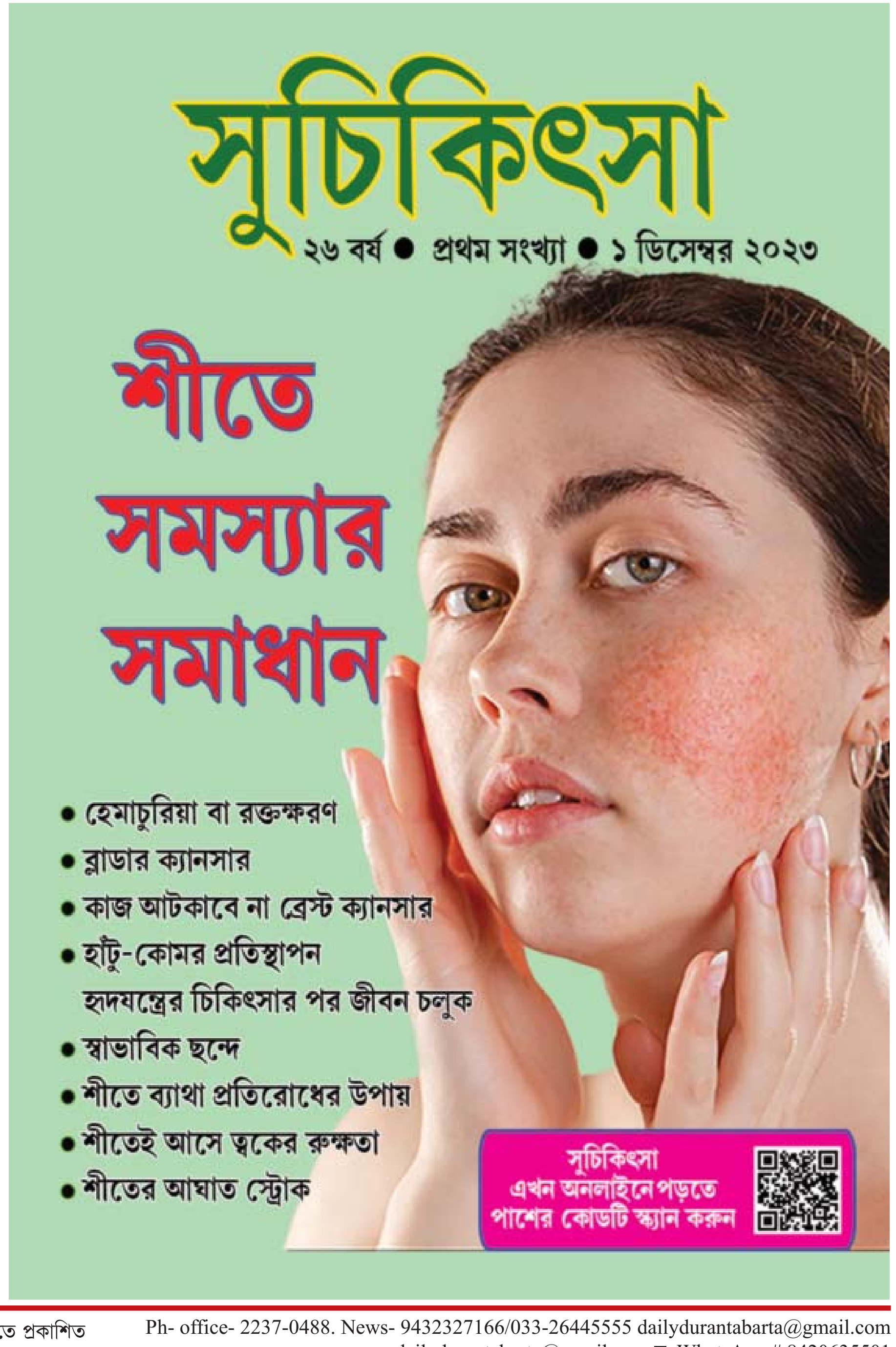

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501